নন্টে ফন্টে

কালেকশন

১৩, ১৪, ১৫

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
স্কুল বোর্ডিং এর বাগানের জন্যে আমি একটা বড় ক্যাকটাসের অর্ডার দিয়েছি, তোরা গিয়ে নিয়ে আয়।
সাবধানে নিতে হবে, না হলে কাঁটার খোঁচা খেতে হবে।
নার্শারি
এ কাটা বড় ঠোঙা ঢাকা দিয়ে নিলে ভালো হয় না, ফন্টে?
ঠিক বলেছিস, সামনের কেকের দোকানটা থেকে চেয়ে নেবো।
মরেছে! কেল্টো!
উলস! নন্টে আর ফন্টে বিরাট এক ঠোঙাভর্তি কেক নিয়ে আসছে!
কেক
তোরা নিয়ম ভঙ্গ করে বাইরের আজে বাজে খাবার ঢোকাচ্ছিস! আমি এটা বাজেয়াপ্ত করলুম—
গেছিরে!
হিঃ হিঃ! ঠোঙায় ক্যাকটাস ছিলো!
কেল্টুদা এই কাণ্ড করেছে, স্যার। ও টবটা কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিলো!
গররর!
আমি পরেওর সঙ্গে বোঝাপড়া করছি। তোরা এখন গিয়ে কেকের দোকান থেকে এক বাক্স ভালো ক্রীম কেক নিয়ে আয়। স্কুল পরিদর্শককে আজ চা পানে আপ্যায়িত করবো।

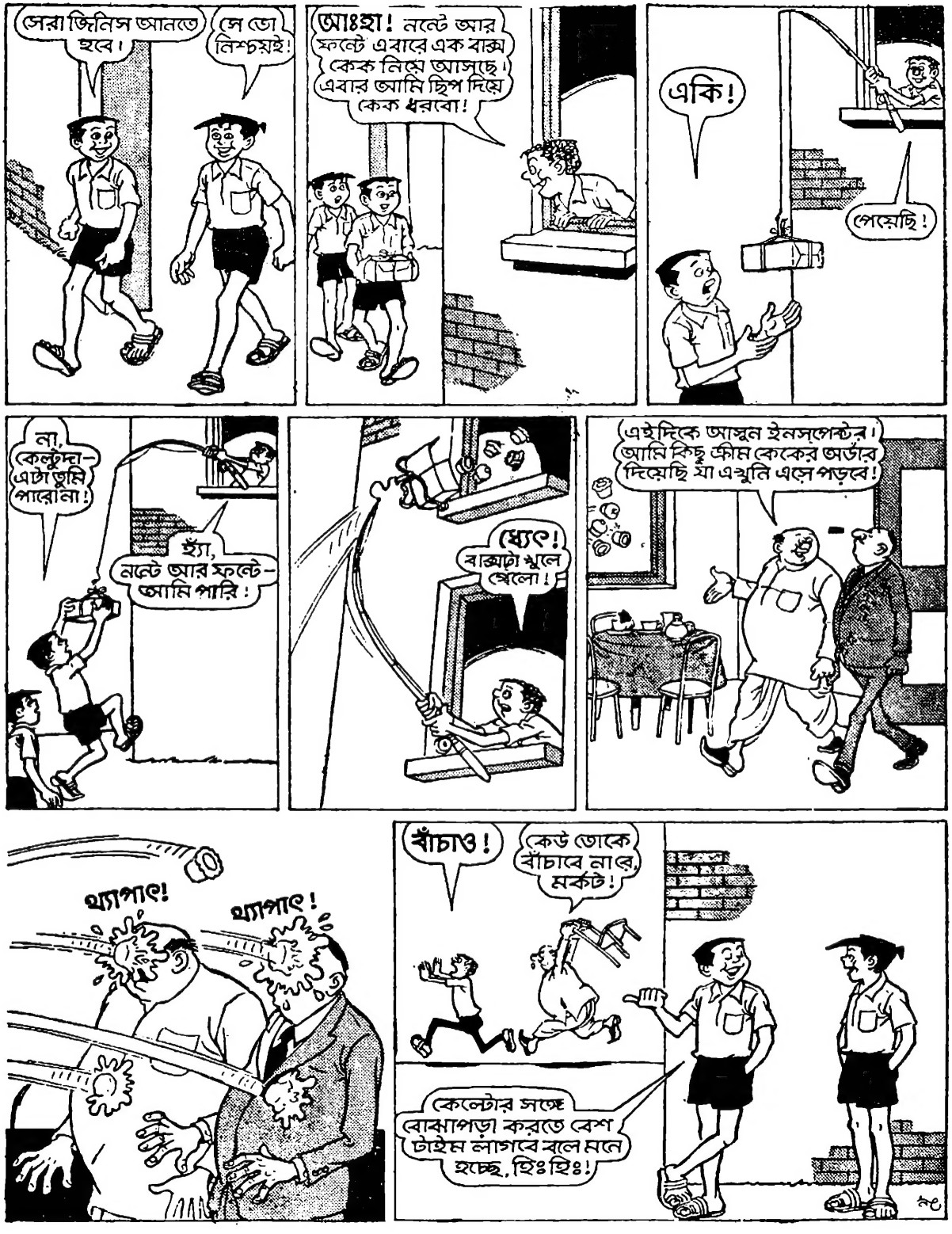
সেরা জিনিস আনতে হবে।
সে তো নিশ্চয়ই!
আঃহা! নন্টে আর ফন্টে এবারে এক বাক্স কেক নিয়ে আসছে। এবার আমি ছিপ দিয়ে কেক ধরবো!
একি!
পেয়েছি!
না, কেল্টুদা— এটা তুমি পারো না!
হ্যাঁ, নন্টে আর ফন্টে— আমি পারি!
ধ্যেৎ! বাক্সটা খুলে ফেলো!
এইদিকে আসুন ইনসপেক্টর। আমি কিছু ক্রীম কেকের অর্ডার দিয়েছি যা এখুনি এসে পড়বে!
থ্যাপাৎ!
থ্যাপাৎ!
বাঁচাও!
কেউ তোকে বাঁচাবে না রে, মর্কট!
কেল্টোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেশ টাইম লাগবে বলে মনে হচ্ছে, হিঃহিঃ!

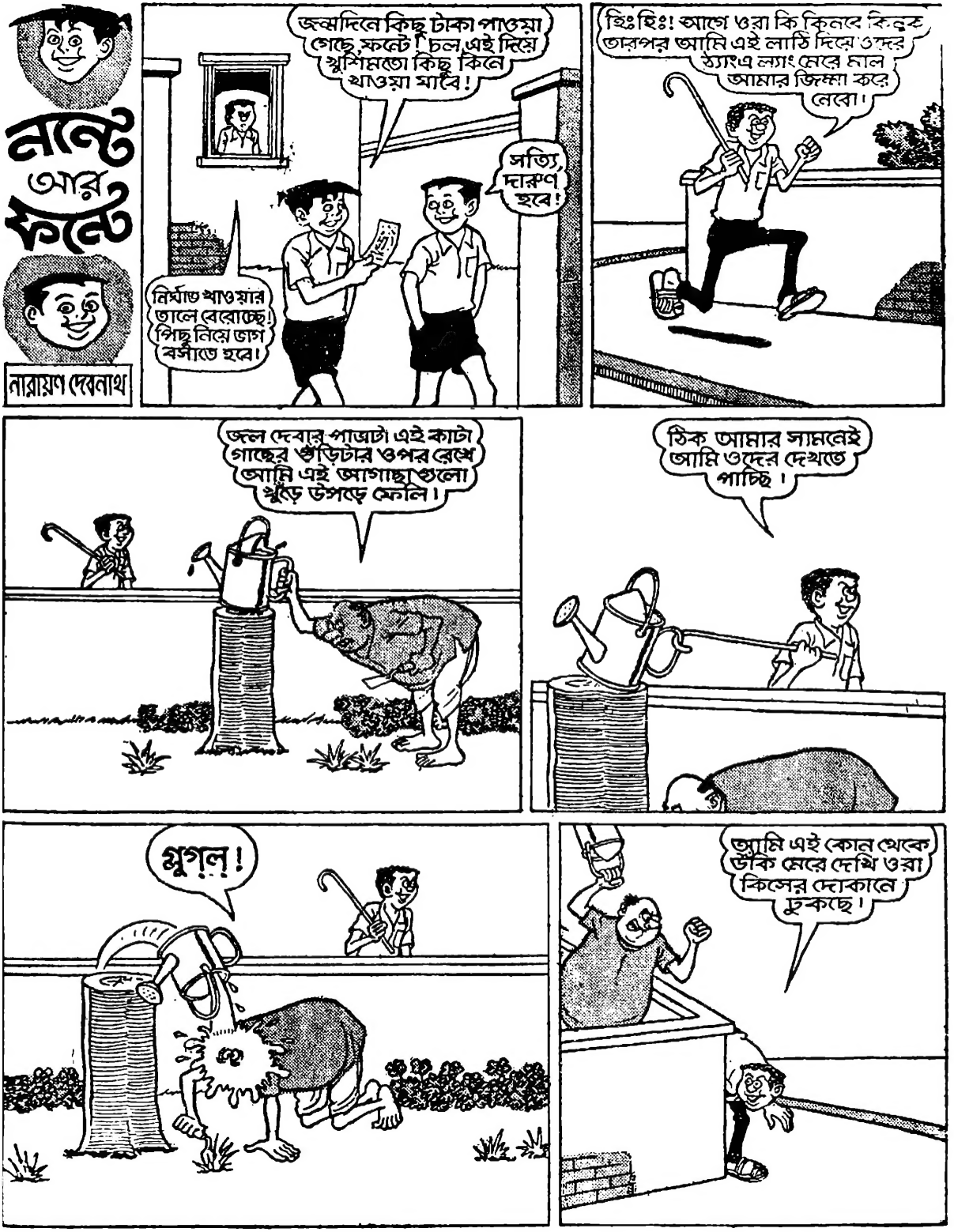
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
জন্মদিনে কিছু টাকা পাওয়া গেছে, ফন্টে! চল, এই দিয়ে খুশিমতো কিছু কিনে খাওয়া যাবে!
নির্ঘাত খাওয়ার তালে বেরোচ্ছে! পিছু নিয়ে ভাগ বসাতে হবে!
সত্যি, দারুণ হবে!
হিঃ হিঃ! আগে ওরা কি কিনবে কিনুক তারপর আমি এই লাঠি দিয়ে ওদের ঠ্যাংএ ল্যাং মেরে মাল আমার জিম্মা করে নেবো!
জল দেবার পাত্রটা এই কাটা গাছের গুঁড়িটার ওপর রেখে আমি এই আগাছাগুলো খুঁড়ে উপড়ে ফেলি।
ঠিক আমার সামনেই আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি।
মুগল!
আমি এই কোন থেকে উঁকি মেরে দেখি ওরা কিসের দোকানে ঢুকছে।

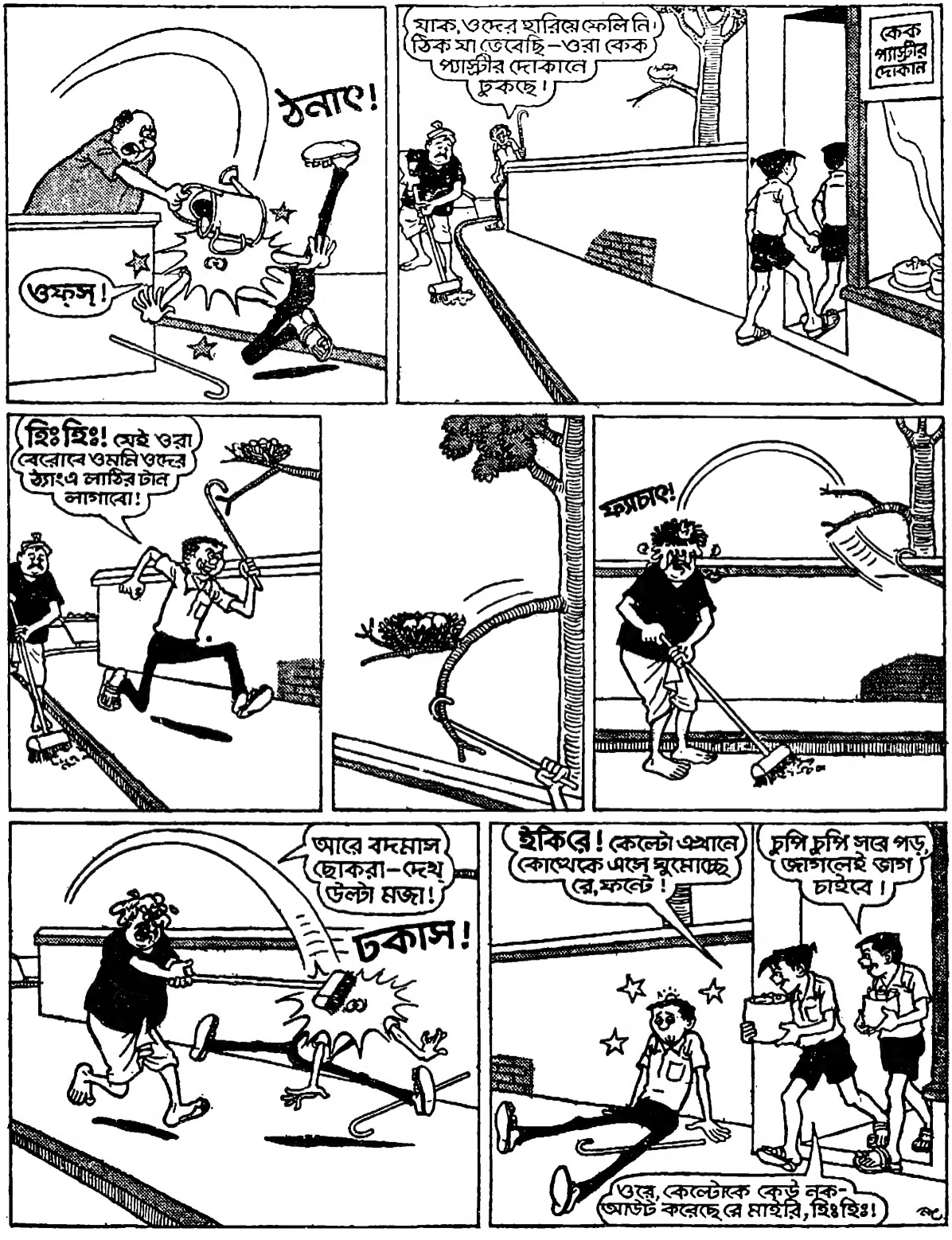
ঠনাৎ!
ওফ্‌স্!
যাক, ওদের হারিয়ে ফেলি নি। ঠিক যা ভেবেছি—ওরা কেক প্যাস্ট্রীর দোকানে ঢুকছে!
কেক প্যাস্ট্রীর দোকান
হিঃহিঃ! যেই ওরা বেরোবে ওমনি ওদের ঠ্যাংএ লাঠির টান লাগাবো!
ফ্যাচাৎ!
আরে বদমাস ছোকরা—দেখ্ উলটা মজা!
ঢকাস!
ইকিরে! কেল্টো এখানে কোত্থেকে এসে ঘুমোচ্ছে রে, ফন্টে!
চুপি চুপি সরে পড়, জাগলেই ভাগ চাইবে!
ওরে, কেল্টোকে কেউ নক-আউট করেছে রে মাইরি, হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কদিন থেকে শরীরটা খুবই দুর্বল লাগছে, মাথাও মাঝে মাঝে ঝিমঝিম করছে! ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।
এখুনি চলুন, স্যার!
কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। আঙুর, আপেল এইসব ফল খান, আর এই টনিকটা দিচ্ছি এটা রোজ খাবেন। এটা সিরাপের মতো খেতে ভালোই লাগবে।
কয়েকটা দিন কে যে আমার দেখাশুনো করবে, তাই ভাবছি।
কিচ্ছু ভাববেন না, স্যার! আমিই আপনার সব দেখ-ভাল করবো
পরদিন
স্যার দেখছি ঘুমোচ্ছেন! ডাক্তারবাবু বলেছেন খেতে খুব ভালো সিরাপের মতো। দেখিতো একটু চেখে।
ঘররর ঘোৎ!
!
ওঃ! এটা খেতে সত্যিই দুর্দান্ত!

এইরে! একটু একটু করে অনেকটা চেখে ফেলেছি!
কিছুক্ষণপরে
ঘুমুচ্ছিলেন বলে আর ডাকি নি। এবার টনিকটা খাবেন তো, স্যার?
হ্যাঁ, দে।
স্যার, টনিক প্রায় শেষ। কালই একটা আনতে হবে।
সেকি রে, কেলু! একদিনেই এক বোতল টনিক শেষ হয়ে গেলো?
আর কেউ খেয়ে নিচ্ছে না তো রে, কেলু?
সে ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার!
ওদিকে
চল, স্যার এখন কেমন আছেন দেখে আসি।
চল। কেলো তো স্যারকে খুব সেবা করছে।
এখন একটু ভালো বোধ করছেন তো, স্যার?
ভালো আর থাকি কি করে। আমি যা টনিক খাচ্ছি তার ডবল ফুরিয়ে যাচ্ছে!
কায়দা করে ব্যাপারটা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে ফায়দা তুলতে হবে।

পরে
শোন, নন্টে আর ফন্টে! আমি স্যারকে নিয়ে বাগানে বসছি। তোরা কেউ স্যারের টনিকটা ওখানে নিয়ে আসবি ঠিক দশমিনিট পরে।
পারবি তো?
নিশ্চয় পারবো।
চলুন, স্যার! আপনাকে একটু বাগানে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।
তা মন্দ বলিসনি. চল তা হলে।
আধঘণ্টা পরে
এবার চলুন, স্যার। আপনার টনিক খাওয়ার সময় হয়েছে।
হ্যাঁ, চল।
একি? আচ্ছা, টনিক টানা তাহলে তোদেরই কাজ। একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়েছিস!
আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন, স্যার। কিন্তু সেটা যে ওদের কাজ কে জানত
বদনাদায়ক কিছু সময়ের পর
আশা করি গুরুজনের জিনিসে ভবিষ্যতে আর হাত লাগাবে না।
অযথা ঠ্যাঙানি খেলুম, ফন্টে। কিন্তু কে আসল দাগী সেটা বের করতে হবে।
ঠিক বলেছিস, নন্টে। কে খাচ্ছে তাকে ধরতেই হবে।

চটপট কাজ সেরে নে, ফন্টে।
এই তো হয়ে গেলো বলে।
স্যারের টনিক খাওয়ার সময় হয়েছে তার আগে অবশ্যই আমি একটু চেখে দেখবো, হেঃ হেঃ!
হুঃ, নয়া মাল এসে গেছে দেখছি! স্যারও ঘুমোচ্ছেন– এই তালে একটু চেখে নি।
খুব কায়দা করে নন্টে আর ফন্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছি! হিঃ হিঃ! এবার এটা গলায় ঢেলে দি।
অ্যাঁক!
একি! কি করছিস তুই?
একি, কেলুটদা! তোমার সারা গায়ে এসব কি?
স্যার বোধহয় আদর করে কেলুটদাকে টনিক দিয়ে চান করিয়ে দিয়েছে। হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

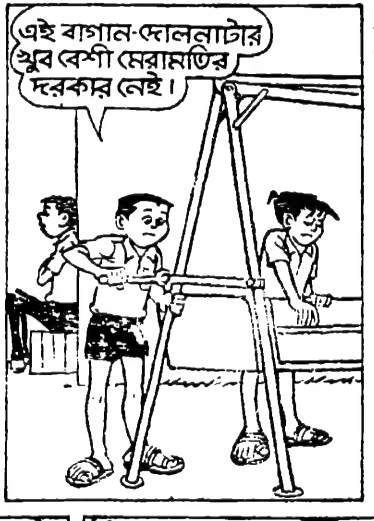

বোর্ডিংএ ফিরে
নন্টে, এবার চল সেই সাধু মহারাজের খাটিয়া মেরামত করে দিয়ে আসি।
আবার কোথায় যাচ্ছিস ?
আরে! একজন লোকের কাজ করে দিতে, ওটা তো তোমার লিস্টে তোলা নেই।
তাই বুঝি! চল তাহলে।
তোমরা এসে আমার খুব উপকার করলে। আমার সাধন শয্যা খারাপ থাকায় সাধনায় বড় ব্যাঘাত হচ্ছিলো।
ঠক ঠক
এবার ঠিক হয়ে যাবে।
বাঃ, খুব সুন্দর মেরামত করা হয়েছে!
কিন্তু ঐ যে কেল্টুদা বসে আছেন উনি কাজ পরীক্ষা করে দেখবেন।
তুমি এই সাধন-শয্যায় শুয়ে পরীক্ষা করলে বুঝতে পারবে।
হ্যাঁ, দেখবো।
সাধুজী কিছু ঠেকাবেন বলে মনে হচ্ছে না।
গেছি রে! এটা কিসের বিছানা রে?
এটা সাধুর সাধনা করার বিছানা। বড় কাঁটা পেরেকে তৈরি।
ওরে বাবারে! আমি নিদারুণ ঝাঝরা হয়ে গেছি! শিগগির আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। আমি বেশ কিছুদিন আর নড়াচড়া করছি না।
সেই ভালো কেল্টুদা।
সাধুর সাধন-শয্যার কাঁটা ওকে আমাদের পেছনে লাগার উৎসাহে উল্টো পড়িয়ে দিয়েছে।
এবার নিশ্চিন্তে আমরা ম্যাচের জন্যে ভালো প্র্যাকটিশ করতে পারবো।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

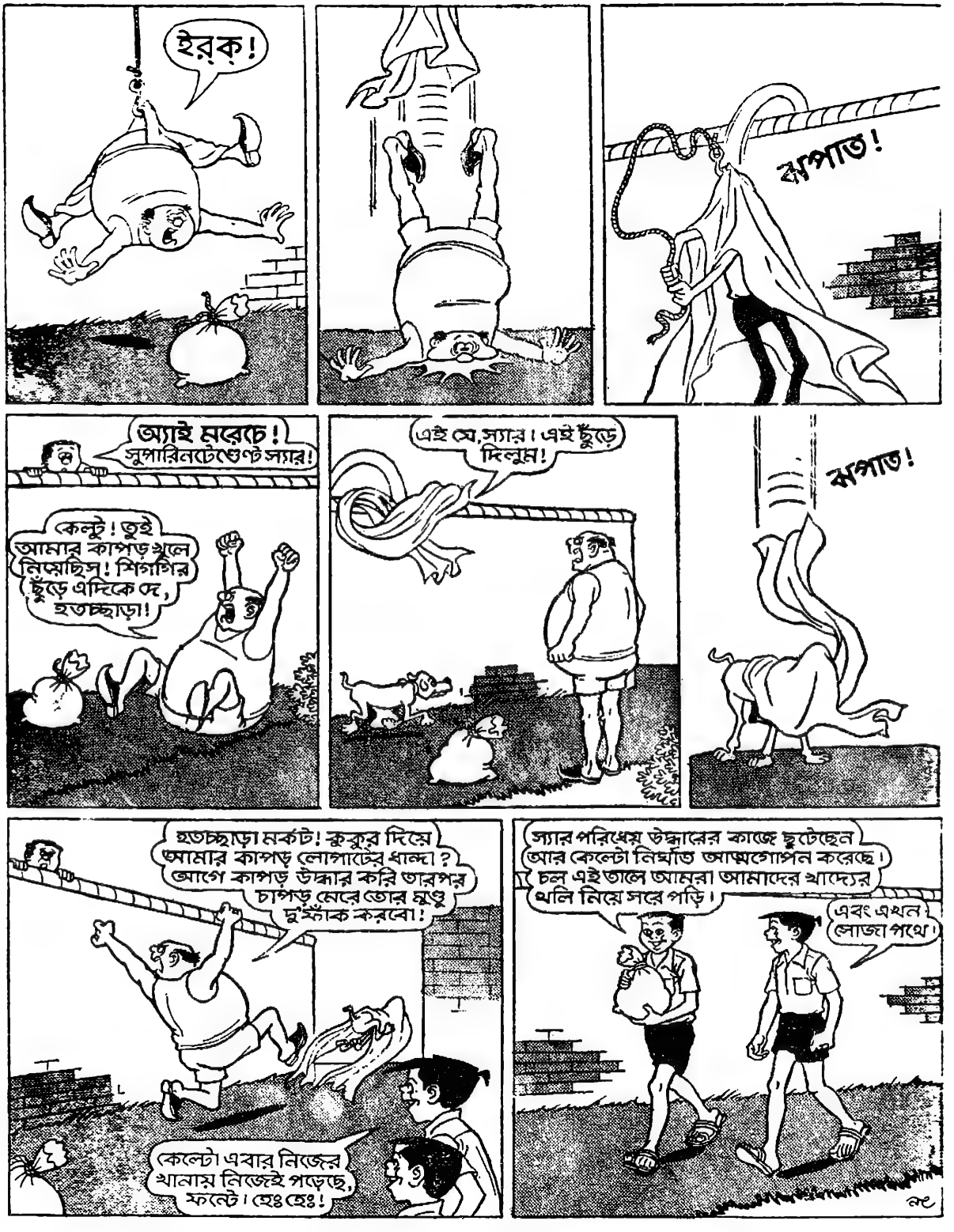
ইরক!
ঝপাত!
অ্যাই মরেচে!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
কেল্টু! তুই আমার কাপড় খুলে নিয়েছিস! শিগগির ছুঁড়ে এদিকে দে, হতচ্ছাড়া!
এই যে স্যার। এই ছুঁড়ে দিলুম!
ঝপাত!
হতচ্ছাড়া মর্কট! কুকুর দিয়ে আমার কাপড় লোপাটের ধান্দা? আগে কাপড় উদ্ধার করি তারপর চাপড় মেরে তোর মুণ্ডু দু'ফাঁক করবো!
কেল্টো এবার নিজের খানায় নিজেই পড়েছে, ফন্টে। হেঃ হেঃ!
স্যার পরিখেয় উদ্ধারের কাজে ছুটেছেন আর কেল্টো নির্ঘাত আত্মগোপন করেছে। চল এই তালে আমরা আমাদের খাদ্যের থলি নিয়ে সরে পড়ি।
এবং এখন সোজা পথে।

মন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

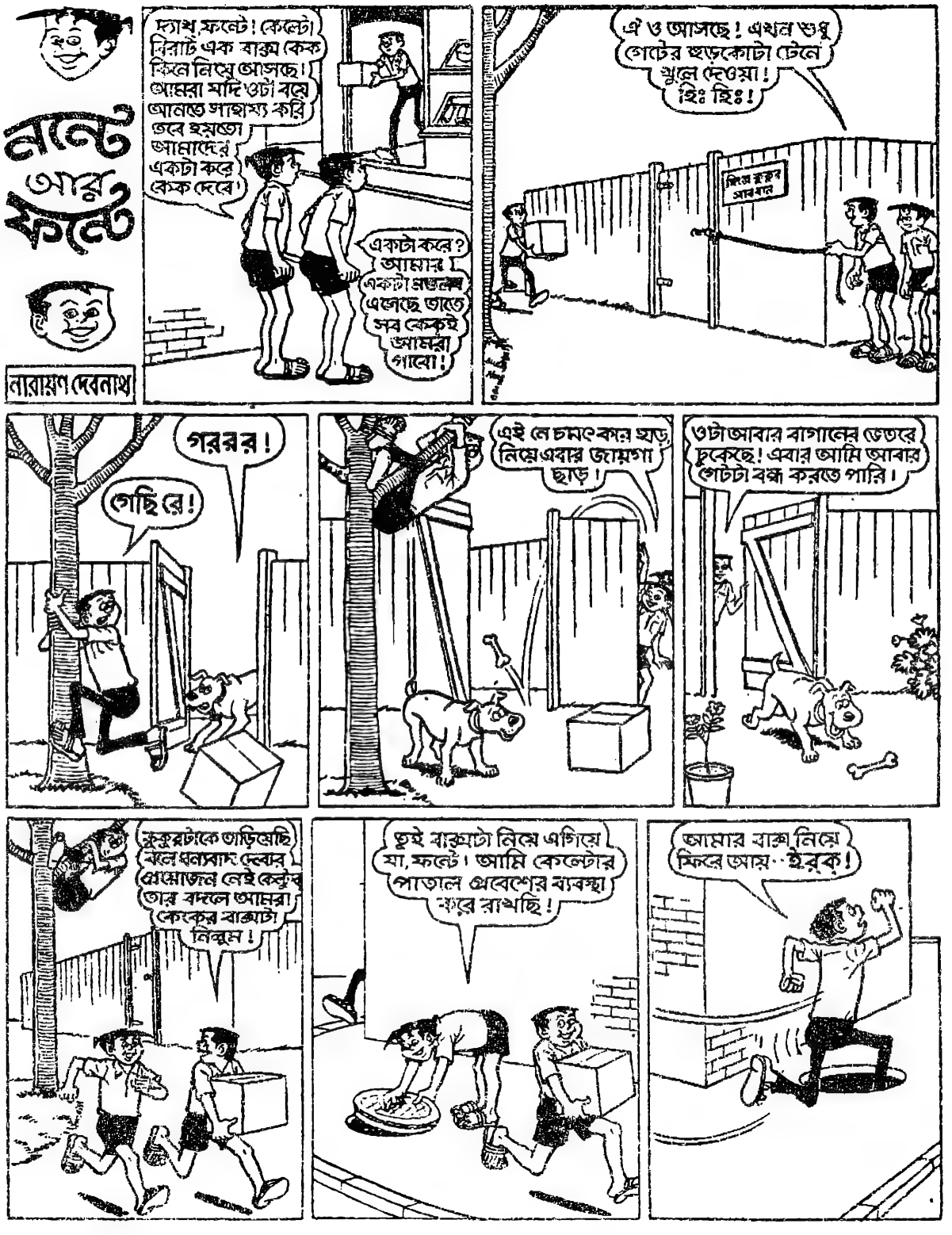

ওফ্!
হতচ্ছাড়াদের একবার ধরতে পারলে হয়!
কেল্টোটাকে খুব জোর ঝেড়ে ফ্যালা গেছে!
দ্যাখ্! আমি একটা পুরোনো প্যারাম্বুলেটর পেয়েছি। এতে করে নিতে সুবিধে হবে!
গরর! এবার তোদের ধরেছি!
মরেচ! কেল্টো!
ইররক! এটা আবার কোত্থেকে এলো!
কেল্টো রথে চড়ে একেবারে সোজা নদীর পথে!
গেছি রে!
ঝপাস!
জলে পড়ে তোমার হল যৎপরনাস্তি খারাপ কেল্টুদা—
তাই তোমার এই বাক্সের মাল আমরাই নিয়ে গিয়ে সদ্ব্যবহার করছি, হেঃহেঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

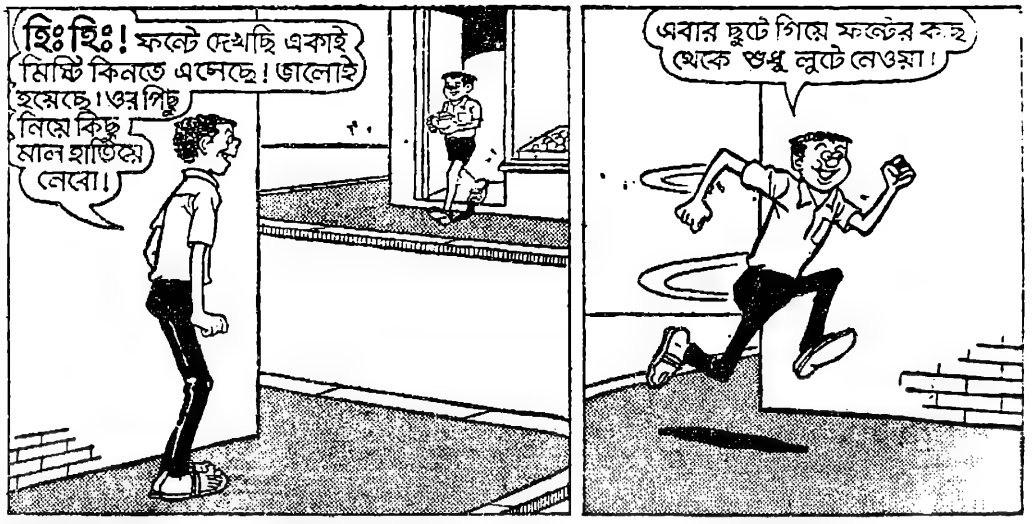

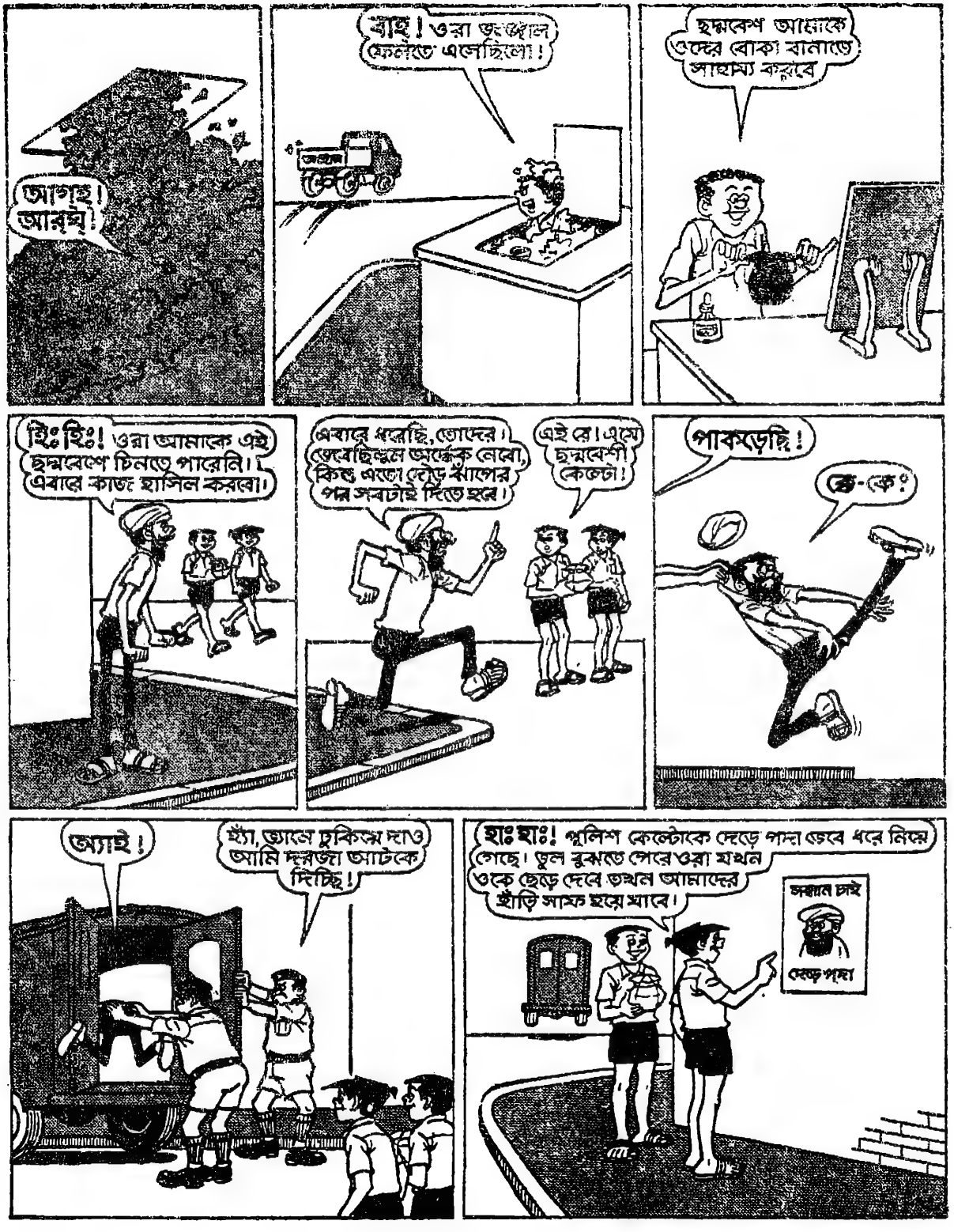
আগহু! আরম্ভ!
বাহ! ওরা জংগলে ফেলতে এসেছিলো!
ছদ্মবেশ আমাকে ওদের বোকা বানাতে সাহায্য করবে
হিঃ হিঃ! ওরা আমাকে এই ছদ্মবেশে চিনতে পারেনি। এবারে কাজ হাসিল করবো।
এবারে ধরেছি, তোদের। ভেবেছিলুম অর্ধেক নেবো, কিন্তু এতো দৌড় ঝাঁপের পর সবটাই দিতে হবে।
এই রে। এসে ছদ্মবেশী কেলেটা!
পাকড়েছি!
কে-কে?
অ্যাই!
হ্যাঁ, ভ্যানে ঢুকিয়ে দাও আমি দরজা আটকে দিচ্ছি!
হাঃ হাঃ! পুলিশ কেলেটাকে দেড়ে পাদা ভেবে ধরে নিয়ে গেছে। ভুল বুঝতে পেরে ওরা যখন ওকে ছেড়ে দেবে তখন আমাদের হাঁড়ি সাফ হয়ে যাবে।
সন্ধানে চাই
দেড়পাদা

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এখানে একটা জ্যোতিষীর গুমটি হয়েছে রে, নন্টে!
ভবিষ্যৎ বক্তা
ফিকুজি কোষ্ঠী প্রস্তুতকারক
মনে হচ্ছে ক্যাশ উপায়ের বেশ ভোজ্জা রাস্তা!
এই যে, নন্টে আর-ফন্টে! আমিও একজন ভবিষ্যৎ বলিয়ে! এই ছাখ আমি বলছি এই বলটা তোদের মাথায় ঠোকা মারবে!
মরেচে, কেলেঙ্কা! কিছু একটা ঘটাবে!
যদিও আমার বলটা স্ফটিকের নয়, হেঃহেঃ!
আর কিছু না হোক চোখে অন্ধকার তারা দেখতে পাবি।
দ্যাখ, নন্টে! ঐ ফেলে দেওয়া সোনালী মাছের জারটা ঠিক ঐ ভবিষ্যৎ বক্তার স্ফটিক বলের মতন দেখতে!
জঞ্জাল ফেলার স্থান
আবার একটা পুরোনো গুমটিও। একটা ঘড়েল এসেছে!
তোর পরিকল্পনা বেশ কার্যকরী হচ্ছে, নন্টে! আমাদের বেশ ক্যাশ আমদানী হচ্ছে!
এখানে দর্শনী
ওরা সব চলে গেছে, কিন্তু আমরাও বেশ গুছিয়ে নিয়েছি!
ওদের খুশ, এখুনি ফুস করে উবে যাবে!

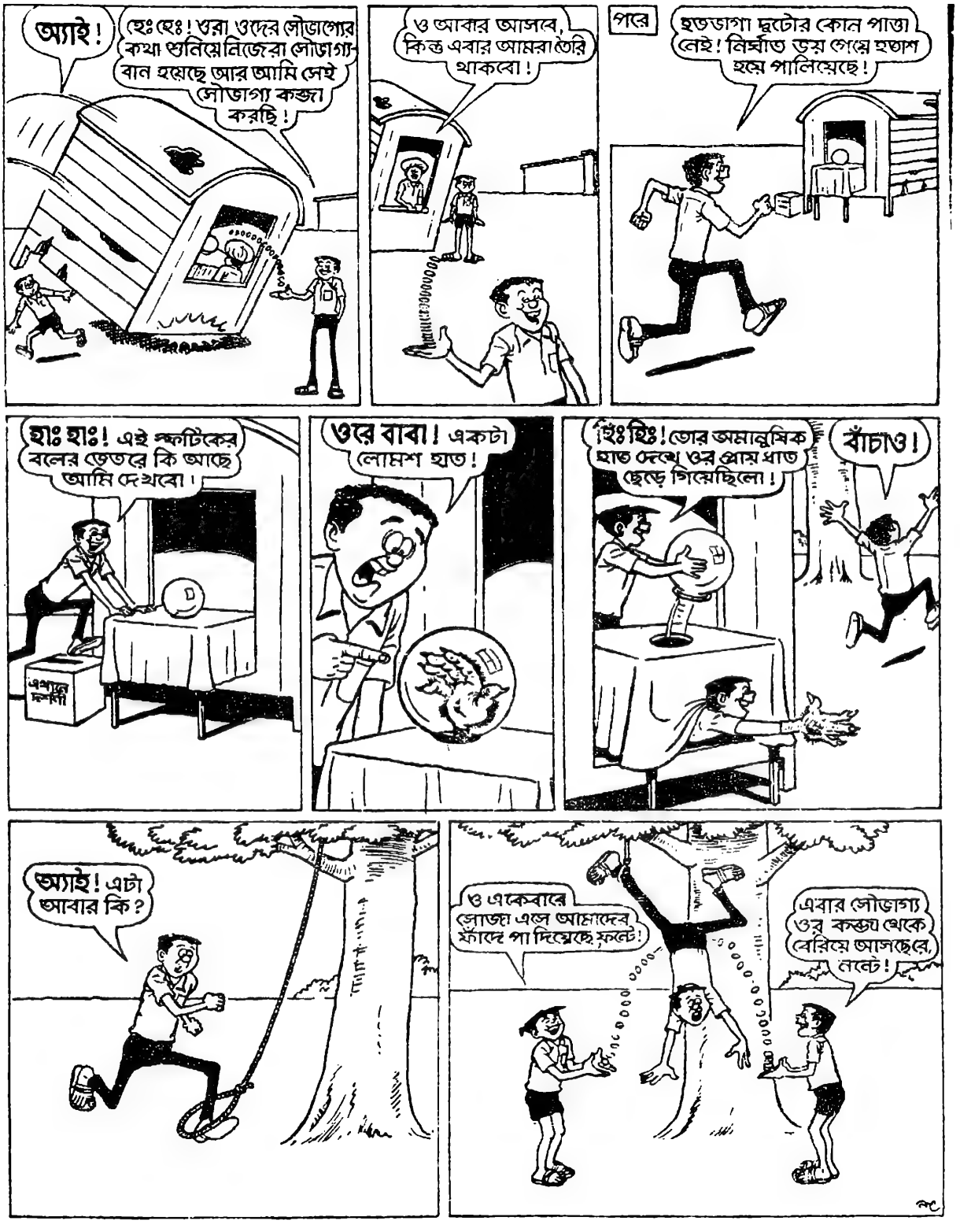
অ্যাই!
হেঃ হেঃ! ওরা ওদের সৌভাগ্যের কথা শুনিয়ে নিজেরা সৌভাগ্যবান হয়েছে আর আমি সেই সৌভাগ্য কব্জা করছি!
ও আবার আসবে, কিন্তু এবার আমরা তৈরি থাকবো!
পরে
হতভাগা দুটোর কোন পাত্তা নেই! নির্ঘাত ভয় পেয়ে হতাশ হয়ে পালিয়েছে!
হাঃ হাঃ! এই স্ফটিকের বলের ভেতরে কি আছে আমি দেখবো!
ওরে বাবা! একটা লোমশ হাত!
হিঃ হিঃ! তোর অমানুষিক হাত দেখে ওর প্রায় ধাত ছেড়ে গিয়েছিলো!
বাঁচাও!
অ্যাই! এটা আবার কি?
ও একেবারে জোজো এসে আমাদের ফাঁদে পা দিয়েছে ফন্টে!
এবার সৌভাগ্য ওর কব্জা থেকে বেরিয়ে আসছেরে, নন্টে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
রান্নার ঠাকুরের ইঁদুরকে খুব ভয়। এই চাবি দেওয়া খেলনা ইঁদুরটা আমাকে ভালোমন্দ খেতে সাহায্য করবে! হিঃহিঃ!
খেলনা
কি মনোরম সুস্বাদু রোস্ট চিকেন! এবার আমার খেলনা ইঁদুরে চাবি লাগাই।
আই বাপ, চুহা!
কি হচ্ছে কিচেনে?
দারুণ! ঠাকুর স্যারের রোস্ট চিকেন অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেছে, এই তালে হাতিয়ে নি।
ঠাকুরকে ভাগিয়েছি- একি! চিকেন গেলো কোথায়?
ওহ! কি বরাত রে মাইরি, নন্টে! একেবারে রোস্টেড চিকেন!
বাহ! নন্টে আর ফন্টে ওটাকে কব্জা লো!
আমিও ছাড়বো না। নিশ্চয় ওরা বাগানের কাঠের ঘরে গিয়ে খাবে তার আগেই ছিনিয়ে নিতে হবে!
আজি একঠো চুহা রসুই ঘরমে ঘুসলো!
অ্যাঁ! ইঁদুর?

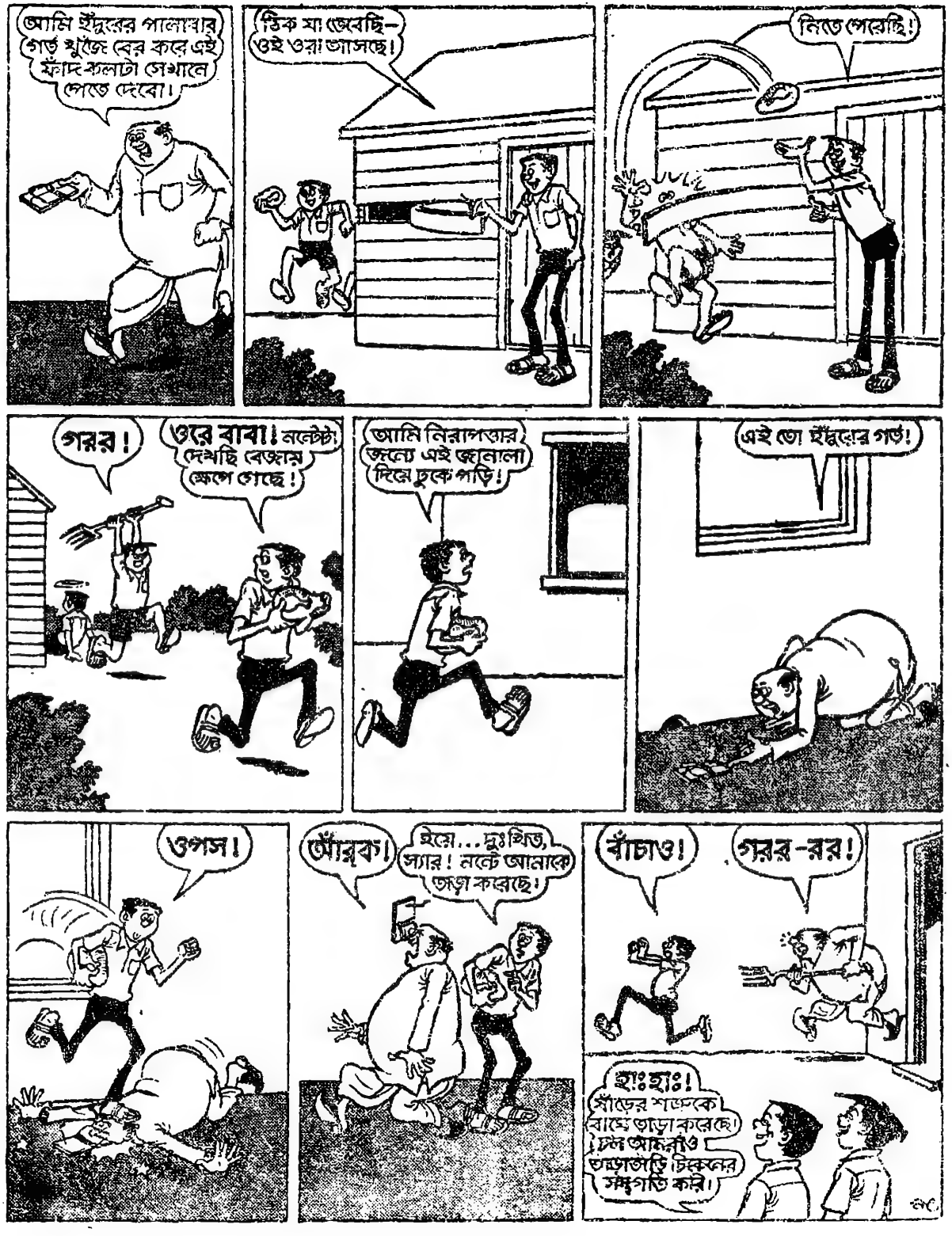
আমি ইঁদুরের পালাবার গর্ত খুঁজে বের করে এই ফাঁদ-কলটা সেখানে পেতে দেবো।
ঠিক যা ভেবেছি— ওই ওরা আসছে।
নিতে পেরেছি!
গররর!
ওরে বাবা! নন্টেটা দেখছি বেজায় ক্ষেপে গেছে!
আমি নিরাপত্তার জন্যে এই জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ি!
এই তো ইঁদুরের গর্ত!
ওপস!
আঁরক!
ইয়ে... দুঃখিত, স্যার! নন্টে আমাকে তাড়া করেছে।
বাঁচাও!
গররর-রর!
হাঃহাঃ! ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে তাড়া করেছে! চল আমরাও তাড়াতাড়ি টিফিনের সদ্গতি করি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

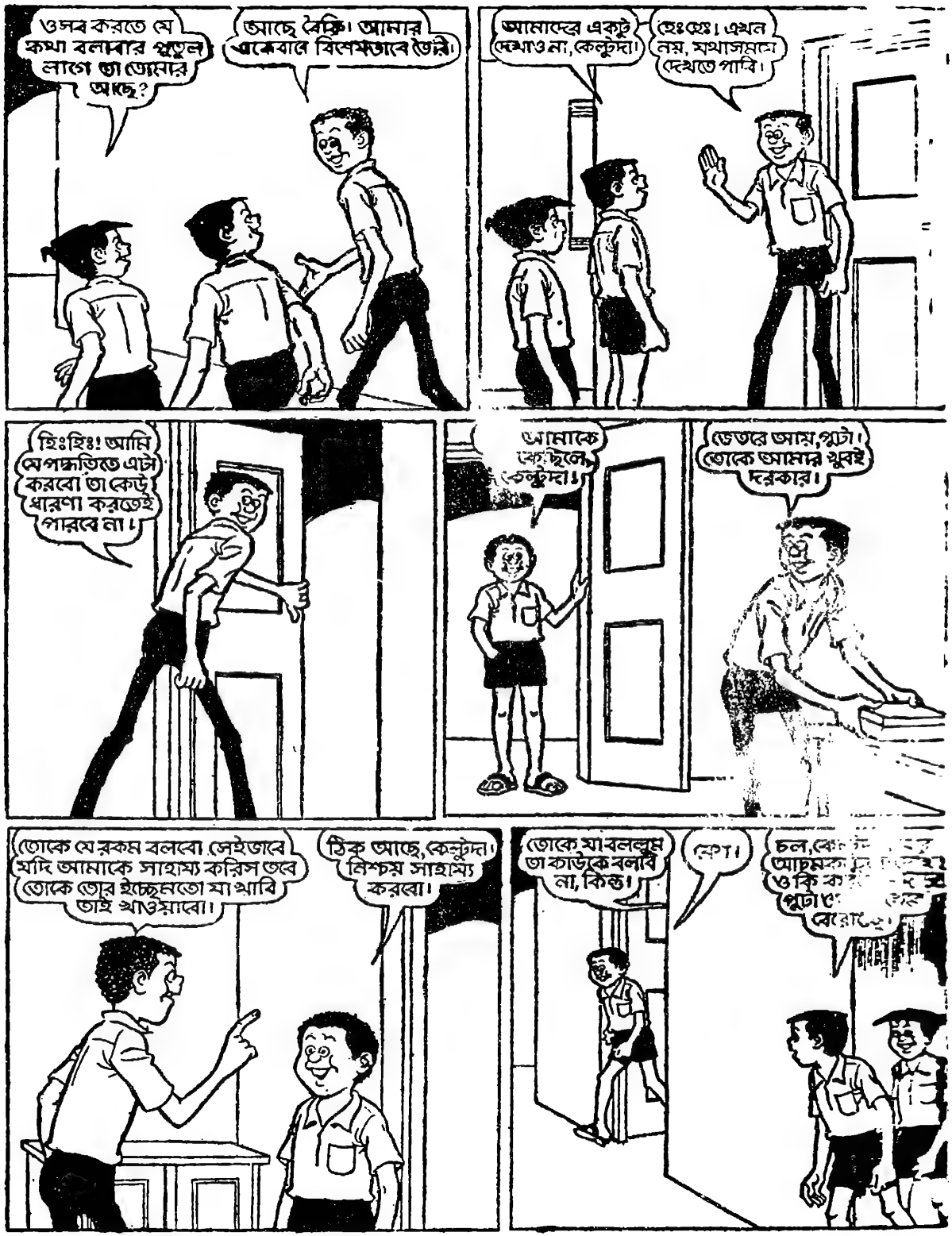
ওসব করতে যে কথা বলাবার পুতুল লাগে তা তোমার আছে?
আছে বৈকি। আমার একেবারে বিশেষভাবে তৈরী।
আমাদের একটু দেখাও না, কেলুদা।
হেঃহেঃ। এখন নয়, যথাসময়ে দেখতে পাবি।
হিঃহিঃ! আমি যে পদ্ধতিতে এটা করবো তা কেউ ধারণা করতেই পারবে না।
আমাকে ডেকেছিলে, কেলুদা।
ভেতরে আয়, প্টো। তোকে আমার খুবই দরকার।
তোকে যে রকম বলবো সেইভাবে যদি আমাকে সাহায্য করিস তবে তোকে তোর ইচ্ছেমতো যা খাবি তাই খাওয়াবো।
ঠিক আছে, কেলুদা। নিশ্চয় সাহায্য করবো।
তোকে যা বললুম তা কাউকে বলবি না, কিন্তু।
কো।
চল, ও কি প্টো বেরো

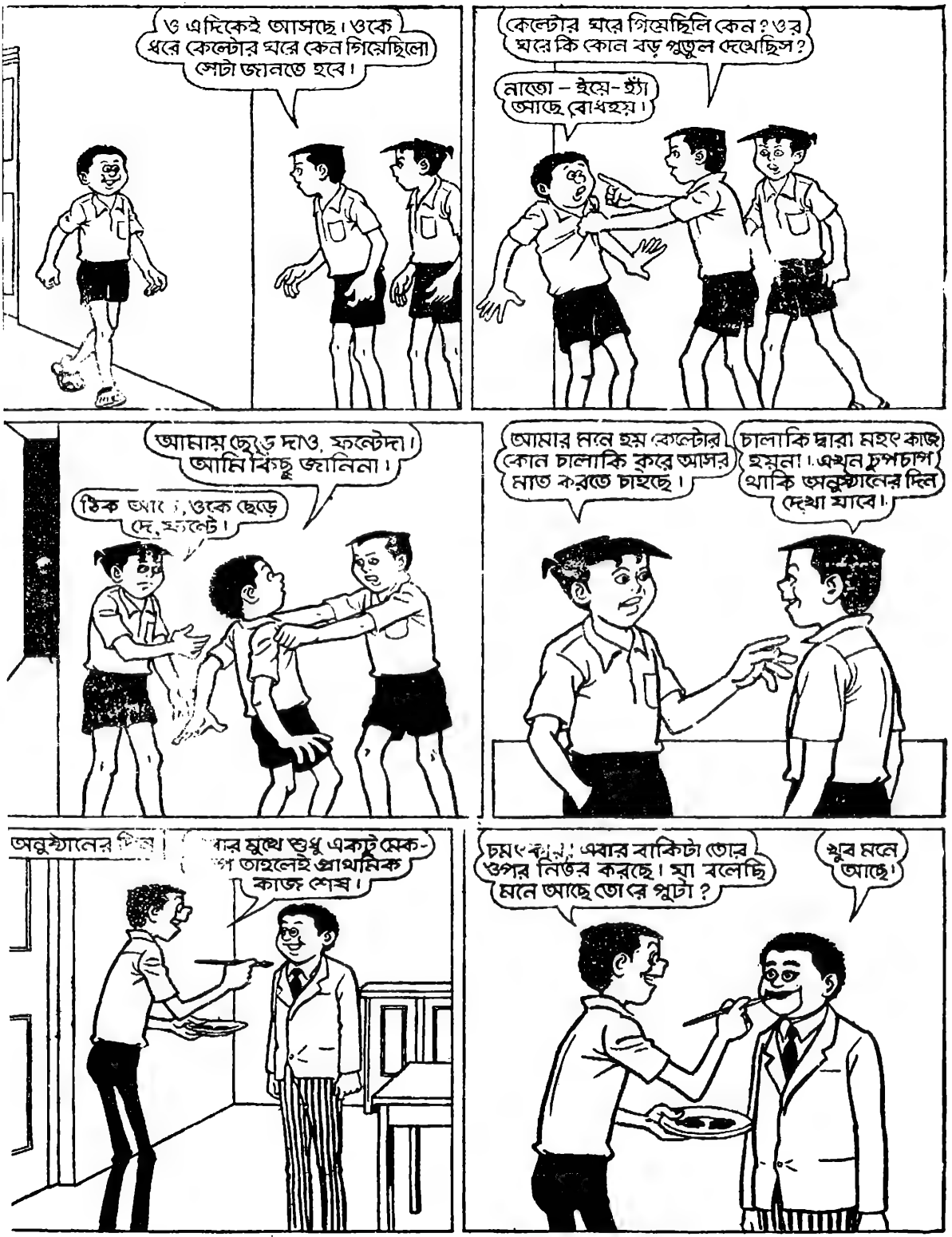
ও এদিকেই আসছে। ওকে ধরে কেল্টোর ঘরে কেন গিয়েছিলো সেটা জানতে হবে।
কেল্টোর ঘরে গিয়েছিলি কেন? ওর ঘরে কি কোন বড় পুতুল দেখেছিস?
নাতো – ইয়ে-হ্যাঁ আছে বোধহয়।
আমায় ছেড়ে দাও, ফন্টেদা। আমি কিছু জানিনা।
ঠিক আছে, ওকে ছেড়ে দে, ফন্টে।
আমার মনে হয় কেল্টোর কোন চালাকি করে আসর মাত করতে চাইছে।
চালাকি দ্বারা মহৎ কাজ হয়না। এখন চুপচাপ থাকি অনুষ্ঠানের দিন দেখা যাবে।
অনুষ্ঠানের দিন।
মুখে শুধু একটু মেক-আপ তাহলেই প্রাথমিক কাজ শেষ।
চমৎকার! এবার বাকিটা তোর ওপর নির্ভর করছে। যা বলেছি মনে আছে তোর পুটা?
খুব মনে আছে।

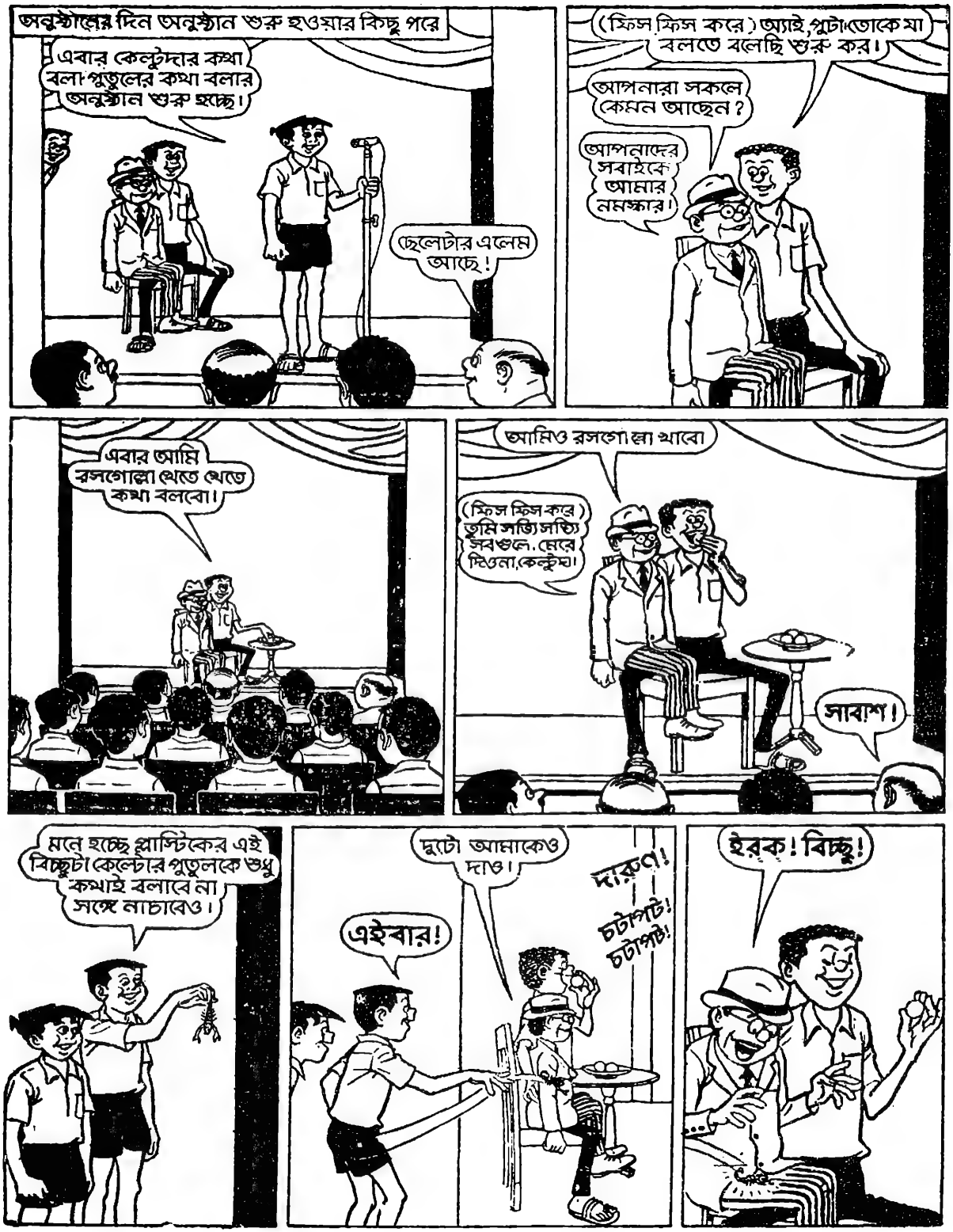
অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছু পরে
এবার কেলুদার কথা বলা পুতুলের কথা বলার অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে।
ছেলেটার এলেম আছে!
(ফিস ফিস করে) অ্যাই, পুটা তোকে যা বলতে বলেছি শুরু কর।
আপনারা সকলে কেমন আছেন?
আপনাদের সবাইকে আমার নমস্কার।
এবার আমি রসগোল্লা খেতে খেতে কথা বলবো।
আমিও রসগোল্লা খাবো
(ফিস ফিস করে) তুমি সত্যি সত্যি সবগুলো মেরে দিওনা কেলুদা।
সাবাশ!
মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের এই বিচ্ছুটা কেলুদার পুতুলকে শুধু কথাই বলাবে না সঙ্গে নাচাবেও।
দুটো আমাকেও দাও।
এইবার!
দারুণ! চটাপট! চটাপট!
ইরক! বিচ্ছু!

বাবা রে! কাঁকড়া বিছে আমাকে খেয়ে ফেললো রে!
অ্যাই, পুটা! আমায় ফেলে পালাচ্ছিস যে বড়ো!
কেল্টুদার কথা বলা পুতুল কেল্টুদাকে ফেলে পালাচ্ছে রে।
হিঃ হিঃ!
হোঃ হোঃ!
হতচ্ছাড়া ধাপ্পাবাজ!
সবাই চুপ করো। বোর্ডিং বন্ধের আগেই ওর ধাষ্টামোর প্রতিফল ও পাবে! যাই হোক এবার তোমাদের হাতের কৌশলে ছায়াবাজি দেখাবেন গদাই মাল।
দেখে নেবো!
হাতের নানা কৌশলে আমি তোমাদের কয়েকটা জন্তুর মুখ করে দেখাচ্ছি। ইচ্ছে করলে তোমরাও শিখে নিতে পারো।
এই দ্যাখো, খরগোস।
দ্যাখো ছাগল।
একটু পরে
ঐ ছায়াবাজি দেখে আমার একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে, পুটা!
কি আইডিয়া কেল্টুদা
কাল দেখতে পাবি।

চল কেল্টার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে— আরে! ওর জানালার কাছে রাখা ফলের টুকরির ছায়া দেয়ালে পড়েছে।
আপেল মনে হচ্ছে। চল নিয়ে সরে পড়ি। পরে খাওয়া যাবে।
আচ্ছা করে লাগা, পুটা। আমাদের প্রদর্শণী পণ্ড করার দণ্ড।
এটা একটা ফাঁদ রে, নন্টে।
যা ডাণ্ডা পেটাই করা হয়েছে তাতে বেশ কিছুদিন ঠাণ্ডা থাকবে, কি বলিস, পুটা?
হ্যাঁ, কেল্টুদা। আমি তো জয়ঢাকের মতো পিটিয়েছি হিঃ হিঃ!
ওঃ!
উঃ!
চলতো, নন্টে! আমরাও পাল্টা দিয়ে আসি।
নিশ্চয়! ওরা জয়ঢাক বাজিয়েছে, আমরা দামামা বাজাবো।
ওরে বাবা! পাগলা কুকুর!
গোঁ গোঁ! গরর! ঘেউ ঘেউ!
হোঃ হোঃ! ওরা আর একটা ছায়াবাজির কৌশলে পড়েছে।
তারপর
দ্যাখ, নন্টে! ফলের টুকরির আদলে কেটে নেওয়া এই কার্ডবোর্ডের টুকরিটা আমি পেয়েছি।
এই তাহলে ওদের খেলা! ঠিক আছে- আমিও দেখাচ্ছি।
এই রে! সব ফাঁস হয়ে গেলো।

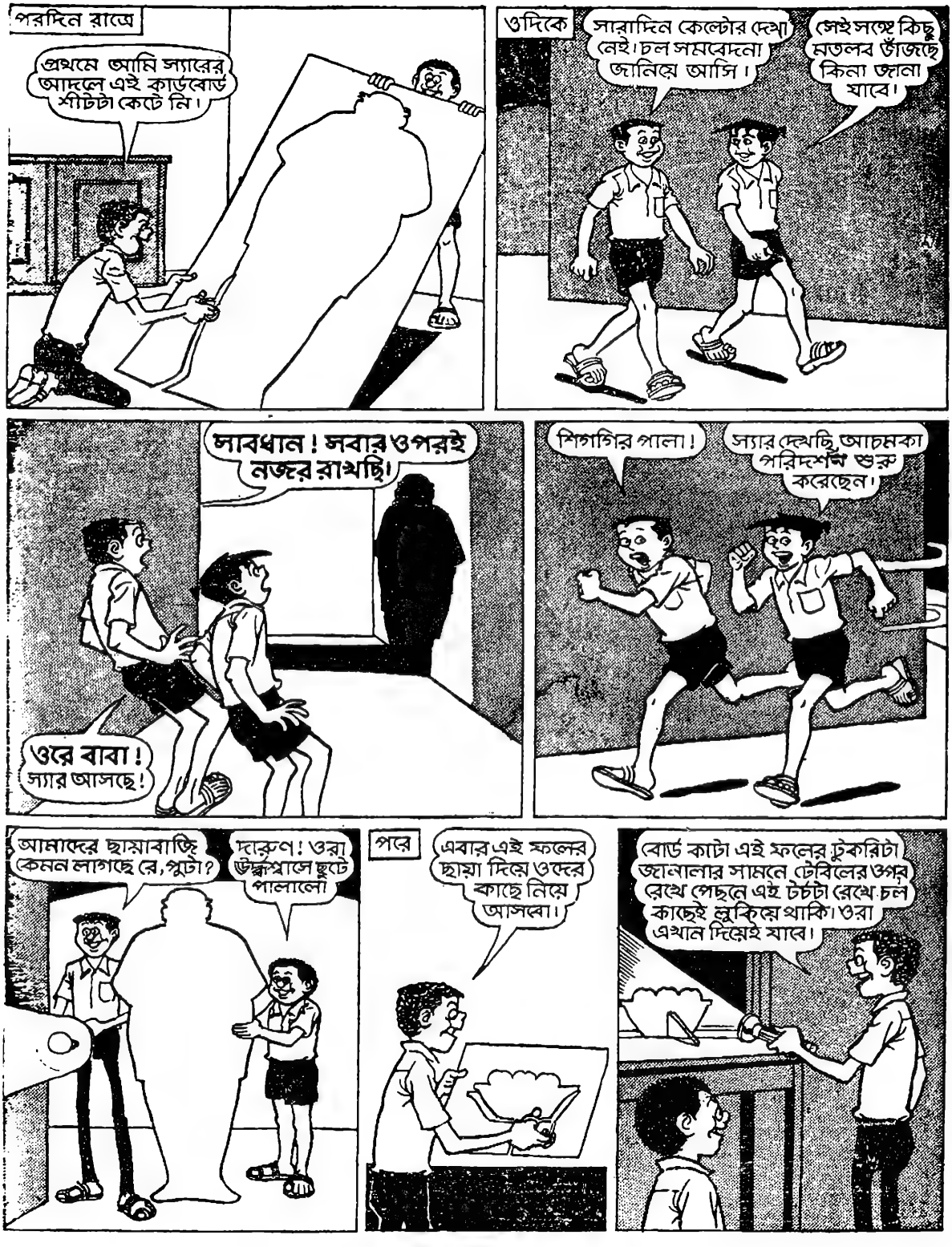
পরদিন রাত্রে
প্রথমে আমি স্যারের আদলে এই কার্ডবোর্ড শীটটা কেটে নি।
ওদিকে
সারাদিন কেল্টোর দেখা নেই। চল সমবেদনা জানিয়ে আসি।
সেই সঙ্গে কিছু মতলব ভাঁজছে কিনা জানা যাবে।
সাবধান! সবার ওপরই নজর রাখছি।
ওরে বাবা! স্যার আসছে!
শিগগির পালা!
স্যার দেখছি আচমকা পরিদর্শন শুরু করেছেন।
আমাদের ছায়াবাজি কেমন লাগছে রে, পুটো?
দারুণ! ওরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালালো
পরে
এবার এই ফলের ছায়া দিয়ে ওদের কাছে নিয়ে আসবো।
বোর্ড কাটা এই ফলের টুকরিটা জানালার সামনে টেবিলের ওপর রেখে পেছনে এই টর্চটা রেখে চল কাছেই লুকিয়ে থাকি। ওরা এখান দিয়েই যাবে।

আমাদের ছায়াবাজি ওরা জেনে ফেলেছে কেলুদা!
জানুক। জেনে কি করছে চল দেখে আসি।
স্যারের ঘরে যে ধেড়ে ইঁদুরটা ঢুকিয়েছি সেটা তাড়া করে স্যার আসছে, ফল্টে।
অ্যাই, তোরা এখানে কি করছিস? একটা ইঁদুরকে এদিকে আসতে দেখেছিস?
হ্যাঁ, স্যার! অন্ধকারে কি একটা ছুটে এলো!
আমার হাত থেকে পালাবে কোথায়।
আমি আপনার পেছনে টর্চ ধরছি, স্যার!
হাঃ হাঃ! দ্যাখ, গুটা। ওরা আমাদের প্ল্যান নকল করছে।
চল, ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ছায়াবাজি চুরমার করে ফেলি।
কিছুক্ষণের জন্যে টর্চটা নিবিয়ে দি।
পা দিয়ে আচ্ছা করে খেঁৎলে দে, গুটা। আরে! নরম লাগছে মনে হচ্ছে- মরেচে! এটা আসল মেরে!
এখন আবার টর্চটা জ্বালাই!
স্যা-স্যার!
হিঃ হিঃ! এটা কিন্তু কার্ডবোর্ড কেটে ছায়াবাজি নয়—এ একেবারে আসল কায়াবাজি!
গেছিরে!
হুরুক্!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নববর্ষে ওরা নির্ঘাত কেক, মিষ্টি নিয়ে আসবে আর আমি সেগুলোর সদ্ব্যবহার করবো।
কেল্টো গেটের কাছে ঘাপটি মেরে আছে রে, নন্টে!
থাকতে দে। আমরা ভেতরে যাবার আগে দেয়াল টপকে খাবারের থলেটা ভেতরে ফেলে দি! তাহলে কেল্টু কিছুই বুঝতে পারবে না!
কিন্তু
আশ্চর্য! কোথায় গেলো বলতো? এখানেই তো পড়ে থাকার কথা!
বাহ্! নতুন বছরে কিছুই খাওয়া হলো না। নিশ্চয় ওরা কোন চালাকি করেছে!
তাজ্জব! এতো সুখাদ্য এখানে এলো কি করে? যাই হোক চটপট এগুলো সরিয়ে ফেলি!
মনে হচ্ছে তোদেরই মাল। কিন্তু তোদের বরাত মন্দ! আমি সব খাবার পেয়ে এই ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। হেঃহেঃ!
আমি কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তোরা তোদের কাজ কর!

এখান থেকে আমরা খাবার বের করতে পারবো না, কিন্তু আমরাও ওর ড্রয়ারে পেরেক সেঁটে দিচ্ছি কেল্টোও যাতে এটা খুলতে না পারে!
তোরা এখন বাইরে চ'লে যা, নন্টে আর ফন্টে!
এইবার সুখাদ্য দিয়ে নববর্ষের উদ্‌যাপন!
একি! ড্রয়ার খুলছে না তো!
ওকি করছিস রে, কেল্টু?
চিচিং-
-ফাঁক!
ওঁক্‌স!
নর্কট, উচ্চিংড়ে! তুমি চিচিং ফাঁক করছো? তোর ঐ মুণ্ডু আমি আজ দু-ফাঁক করবো!
কেল্টো আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়ে গেছে, নন্টে!

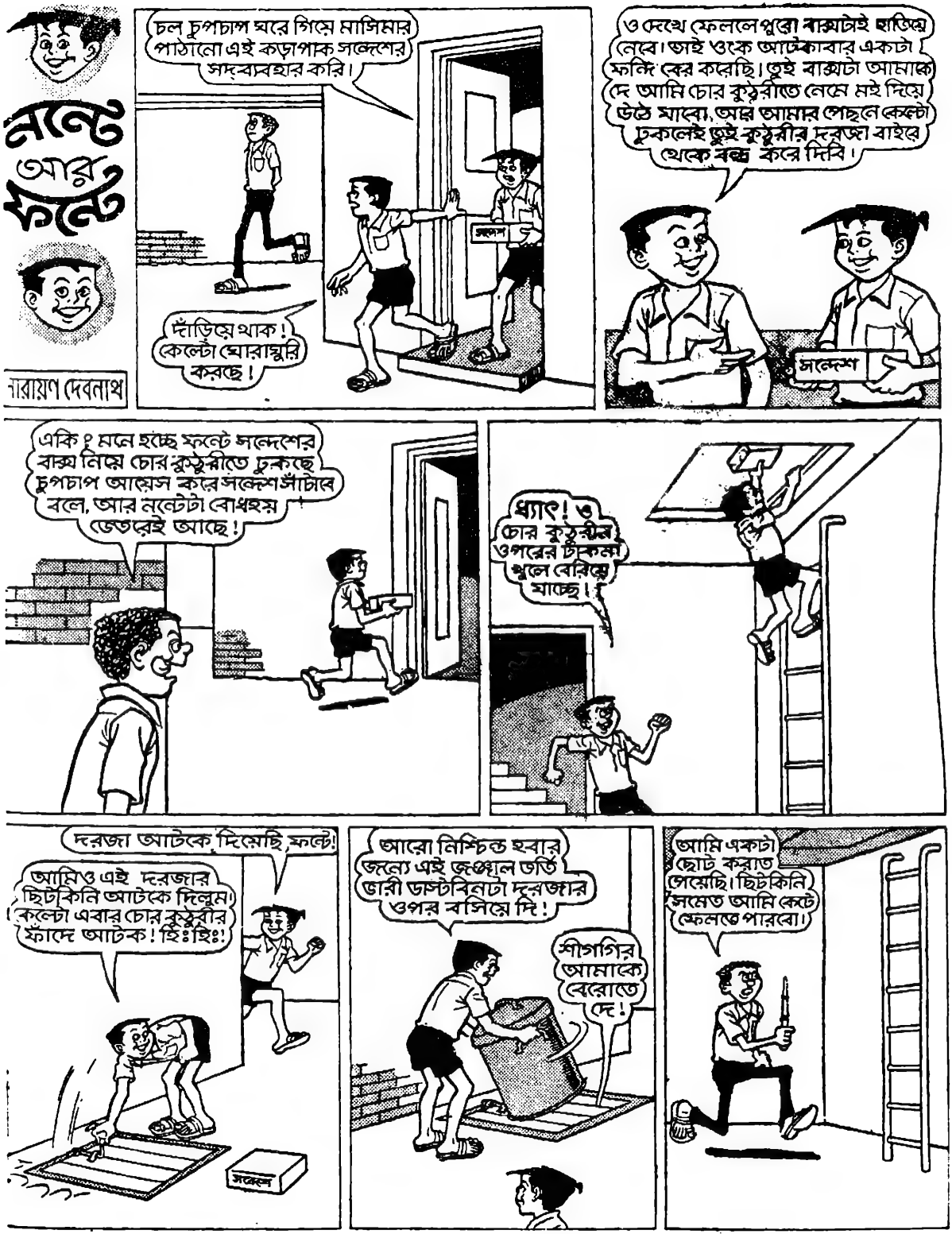
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চল চুপচাপ ঘরে গিয়ে মাসিমার পাঠানো এই কড়াপাক সন্দেশের সদ্ব্যবহার করি।
দাঁড়িয়ে থাক! কেল্টো ঘোরাঘুরি করছে!
সন্দেশ
ও দেখে ফেললে পুরো বাক্সটাই হাতিয়ে নেবে। তাই ওকে আটকাবার একটা ফন্দি বের করেছি। তুই বাক্সটা আমাকে দে আমি চোর কুঠুরীতে নেমে মই দিয়ে উঠে যাবো, আর আমার পেছনে কেল্টো ঢুকলেই তুই কুঠুরীর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিবি।
সন্দেশ
একি? মনে হচ্ছে ফন্টে সন্দেশের বাক্স নিয়ে চোর কুঠুরীতে ঢুকছে চুপচাপ আয়েস করে সন্দেশ সাঁটাবে বলে, আর নন্টেটা বোধহয় ভেতরেই আছে!
ধ্যাৎ! ও চোর কুঠুরীর ওপরের ঢাকনা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে!
দরজা আটকে দিয়েছি, ফন্টে!
আমিও এই দরজার ছিটকিনি আটকে দিলুম। কেল্টো এবার চোর কুঠুরীর ফাঁদে আটক! হিঃহিঃ!
সন্দেশ
আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্যে এই জঞ্জাল ভর্তি ভারী ডাস্টবিনটা দরজার ওপর বসিয়ে দি!
শীগগির আমাকে বেরোতে দে!
আমি একটা ছোট করাত পেয়েছি। ছিটকিনি সমেত আমি কেটে ফেলতে পারবো।

যাঃ! করাতটা ভেঙে গেলো!
ছিটকিনির চারপাশে অর্দ্ধেক কাটতে পেরেছি। এবার মনে হয় এই শুঁড়িটা দিয়ে ঘা মেরে সবটাই ভেঙে ফেলতে পারবো।
কি ঘুস্কিল! ডাস্টবিনটাকে কে এই দরজাটার ওপর রাখলো!
দড়াম!
আগহ!
আচ্ছা- এ তাহলে তোর কাজ!
ওরে বাবা! এযে সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার! ঝটপট সরে পড়তে হবে।
ঢনাৎ!
সরবার আগেই তোকে মরবার দাখিল করে ছাড়বো, মর্কট!
গেছিরে!
স্যার ফিস্ত হয়ে যে কাজে লিপ্ত হয়েছে তা শেষ হতে ঢের সময় লাগবে। চল এবার আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বেশ তরিবৎ করে সন্দেশের সদ্‌গতি করি।
এবং বেশ নিশ্চিন্তে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

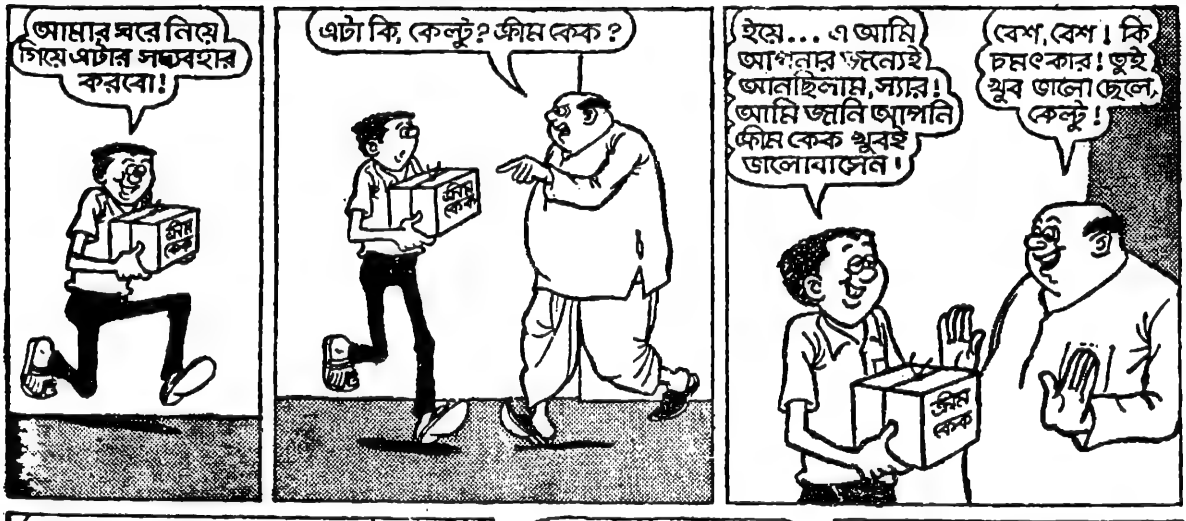

বটে! আমার প্রিয় খাবার নিয়ে আবার আমার সঙ্গে রসিকতা! মজা দেখাচ্ছি!
স্যার তো দিব্যি ক্রীম কেক খাচ্ছে। আমি আমার ড্রয়ারে যা আছে, কলা আছে তাই দিয়ে টিফিন সারি।
হিঃহিঃ! আগের মজুত মাল বের করতে গেলে নাজেহাল হয়ে যাবে!
মরেচে! ড্রয়ারটা এভাবে জ্যাম হয়ে গেলো কি করে!
খুলেছে! ওপস্!
গর্র! এই যে তোকে পেয়েছি, কেল্টু! আমি তোকে...
হুক!
আর আমরাও এই ভালে কেল্টোর কলা আর আম দিয়ে টিফিনের কাম সেরে ফেলি।
হিঃহিঃ! স্যারের রোখ দেখে মনে হচ্ছে হয় ড্রয়ার নয় কেল্টোর মুড়ো, একটা গুঁড়ো হবেই!

মন্টে আর ফন্টে
রণ দেবনাথ
বেকারী থেকে স্যারের জন্যে আনা ক্রীম কেকটা ঠাকুর টেবিলটার ওপর রেখেছে। আমি এই ছাতার লাঠিটা দিয়ে ওটা নাগালে আনতে পারি!
ছাতার লাঠি কতো কাজের! এবার ছাদে গিয়ে এটার সদ্গতি করি।
একটা বেশ ভালো গন্ধ পাচ্ছিস, কল্টু? আমি নিশ্চিত এটা কোনে বেকারীর তৈরি কিছুর গন্ধ!
মরেচে! স্যার!
না, স্যার! আমি কোন গন্ধই তো পাচ্ছি না।
খাবারের লিস্টটাতে কেল্টো একটা ক্রীম কেক রাখলো!
আমরা ওটা টেনে নীচে নামিয়ে নেবো!
কি দারুণ ক্রীম কেক রে, মাইরি!
নেই!
ইস! জুতোর একটা পেরেক বেরিয়েছে!
গররর! কেউ ওটা টেনে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেছে!

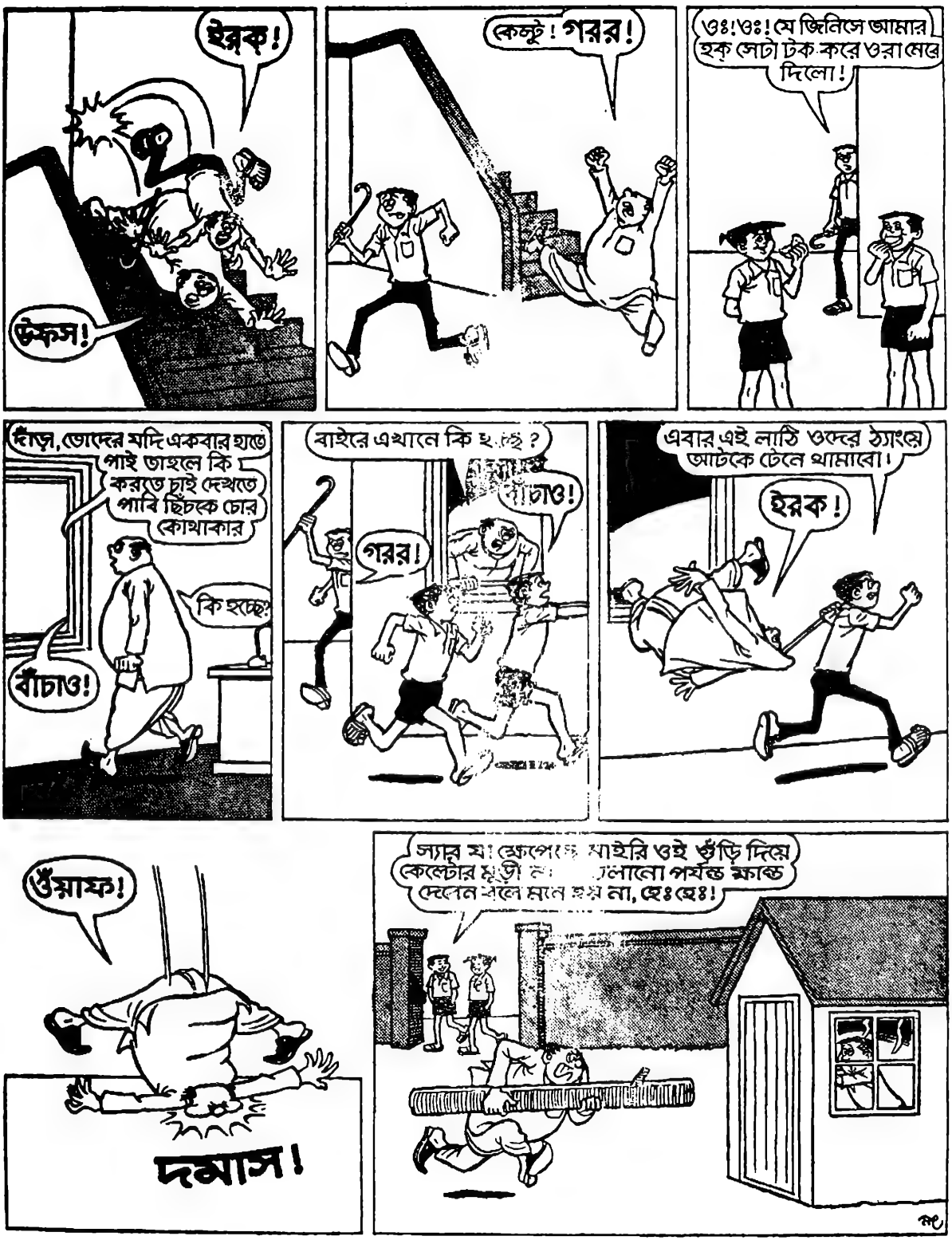
ইরক!
উফস!
কেল্টু! গরর!
ওঃ!ওঃ! যে জিনিসে আমার হক্ সেটা টক করে ওরা মেরে দিলো!
দাঁড়া, তোদের যদি একবার হাতে পাই তাহলে কি করতে চাই দেখতে পাবি ছিঁচকে চোর কোথাকার
কি হচ্ছে?
বাঁচাও!
বাইরে এখানে কি হচ্ছে?
বাঁচাও!
গরর!
এবার এই লাঠি ওদের ঠ্যাংয়ে আটকে টেনে থামাবো।
ইরক!
ওঁয়াফ!
দমাস!
স্যার যা ক্ষেপেছে যাইরি ওই গুঁড়ি দিয়ে কেল্টোর মুণ্ডী [illegible] পর্যন্ত ফাক্ত দেবেন বলে মনে হয় না, হেঃ হেঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

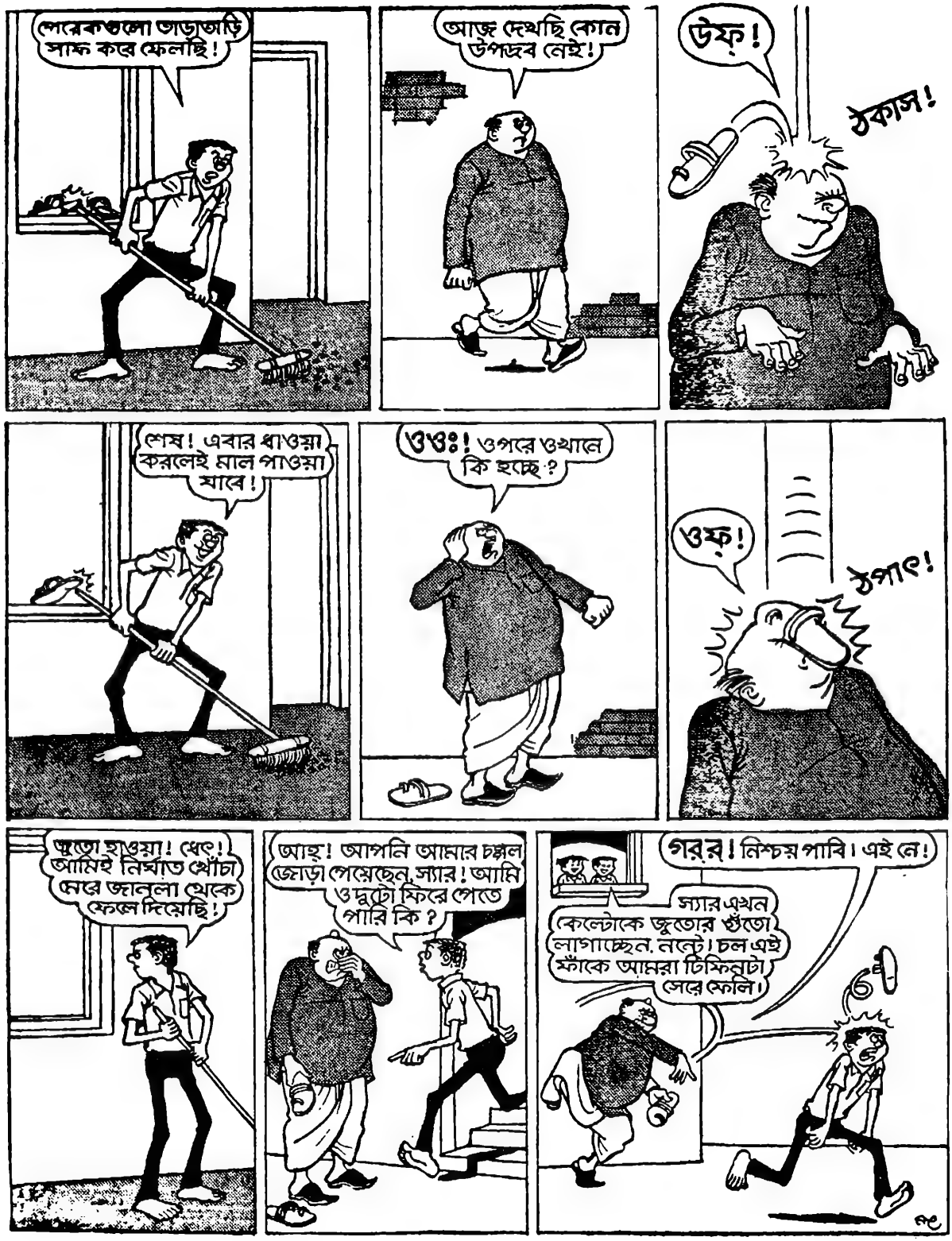
পেরেকগুলো তাড়াতাড়ি সাফ করে ফেলছি!
আজ দেখছি কোন উপদ্রব নেই!
উফ্!
ঠকাস!
শেষ! এবার ধাওয়া করলেই মাল পাওয়া যাবে!
ওওঃ! ওপরে ওখানে কি হচ্ছে?
ওফ্!
ঠপাৎ!
জুতো হাওয়া! ধেৎ! আমিই নির্ঘাত খোঁচা মেরে জানলা থেকে ফেলে দিয়েছি!
আহ্! আপনি আমার চঞ্চল জোড়া পেয়েছেন, স্যার! আমি ওদুটো ফিরে পেতে পারি কি?
গর্‌র্! নিশ্চয় পাবি। এই নে!
স্যার এখন কেলেটাকে জুতোর গুঁতো লাগাচ্ছেন, নন্টে। চল এই ফাঁকে আমরা টিফিনটা সেরে ফেলি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

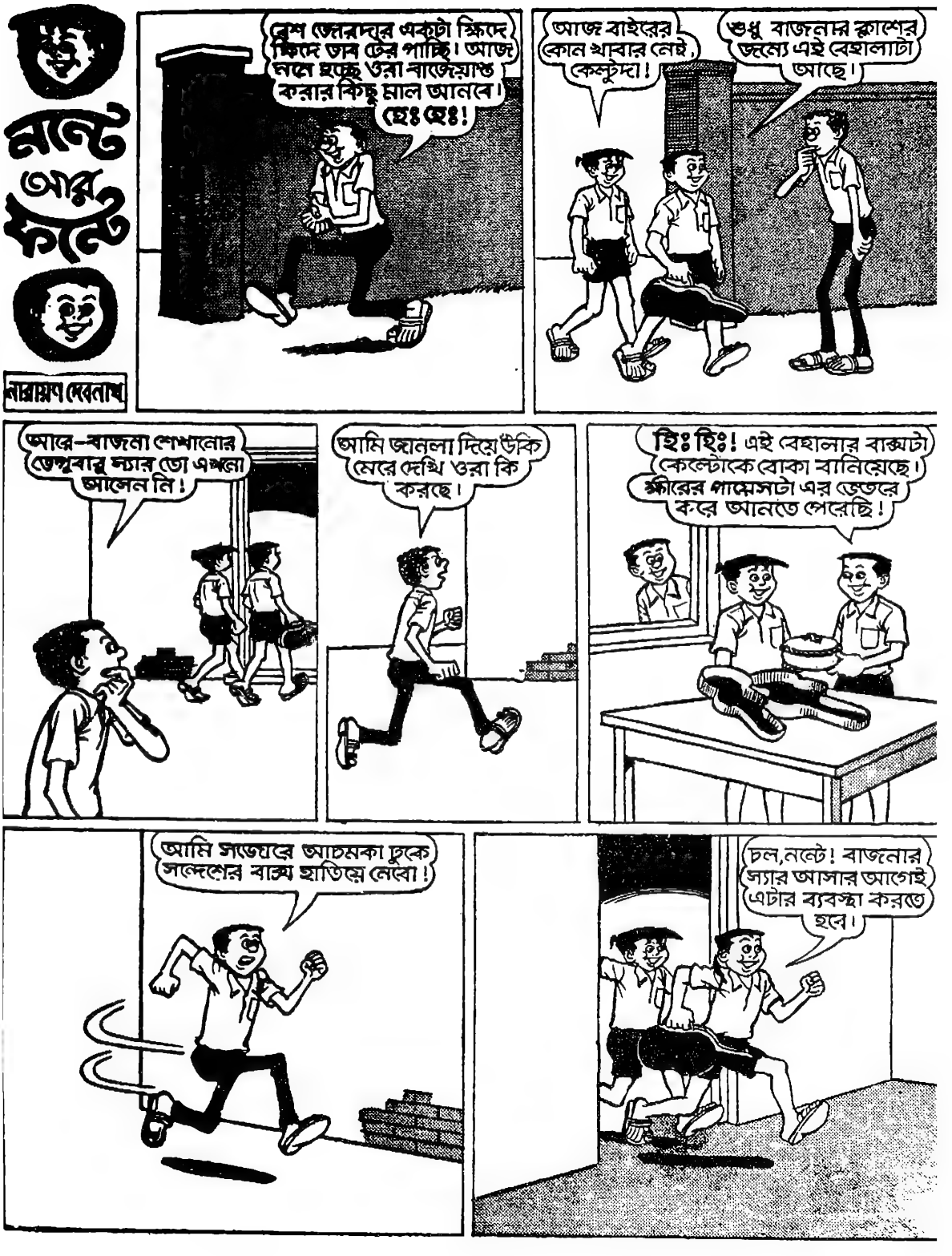

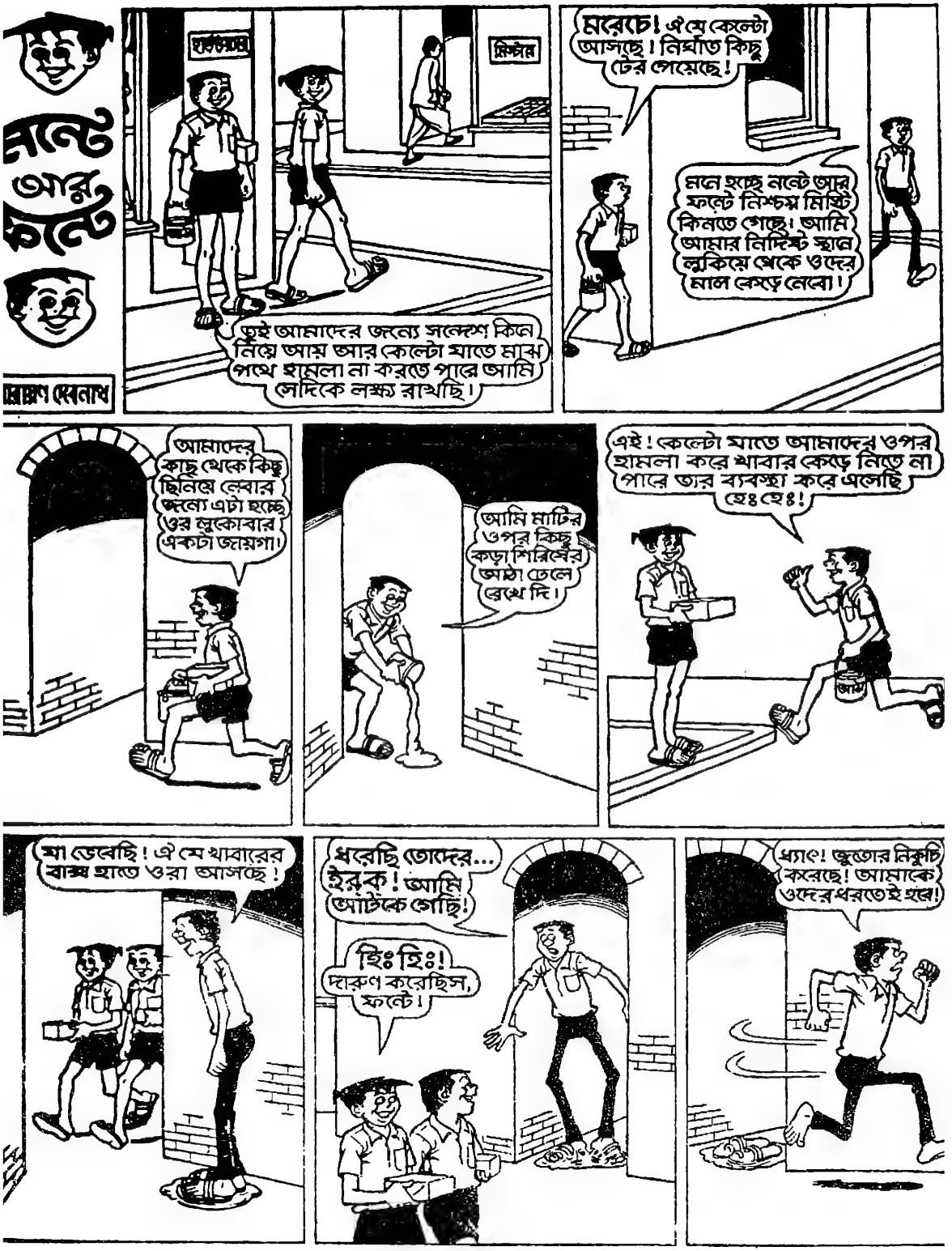
নন্টে আর ফন্টে
তুই আমাদের জন্যে সন্দেশ কিনে নিয়ে আয় আর কেল্টো যাতে মাঝ পথে হামলা না করতে পারে আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।
মরেচে! ঐ যে কেল্টো আসছে। নির্ঘাত কিছু টের পেয়েছে!
মনে হচ্ছে নন্টে আর ফন্টে নিশ্চয় মিষ্টি কিনতে গেছে। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে থেকে ওদের মাল কেড়ে নেবো।
আমাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবার জন্যে এটা হচ্ছে ওর লুকোবার একটা জায়গা।
আমি মাটির ওপর কিছু কড়া শিরিষের আঠা ঢেলে রেখে দি।
এই! কেল্টো যাতে আমাদের ওপর হামলা করে খাবার কেড়ে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করে এসেছি হেঃ হেঃ!
যা ভেবেছি! ঐ যে খাবারের বাক্স হাতে ওরা আসছে!
ধরেছি তোদের... ইরক! আমি আটকে গেছি!
হিঃ হিঃ! দারুণ করেছিস, ফন্টে।
ধ্যাৎ! জুতোর নিকুচি করেছে! আমাকে ওদের ধরতেই হবে!

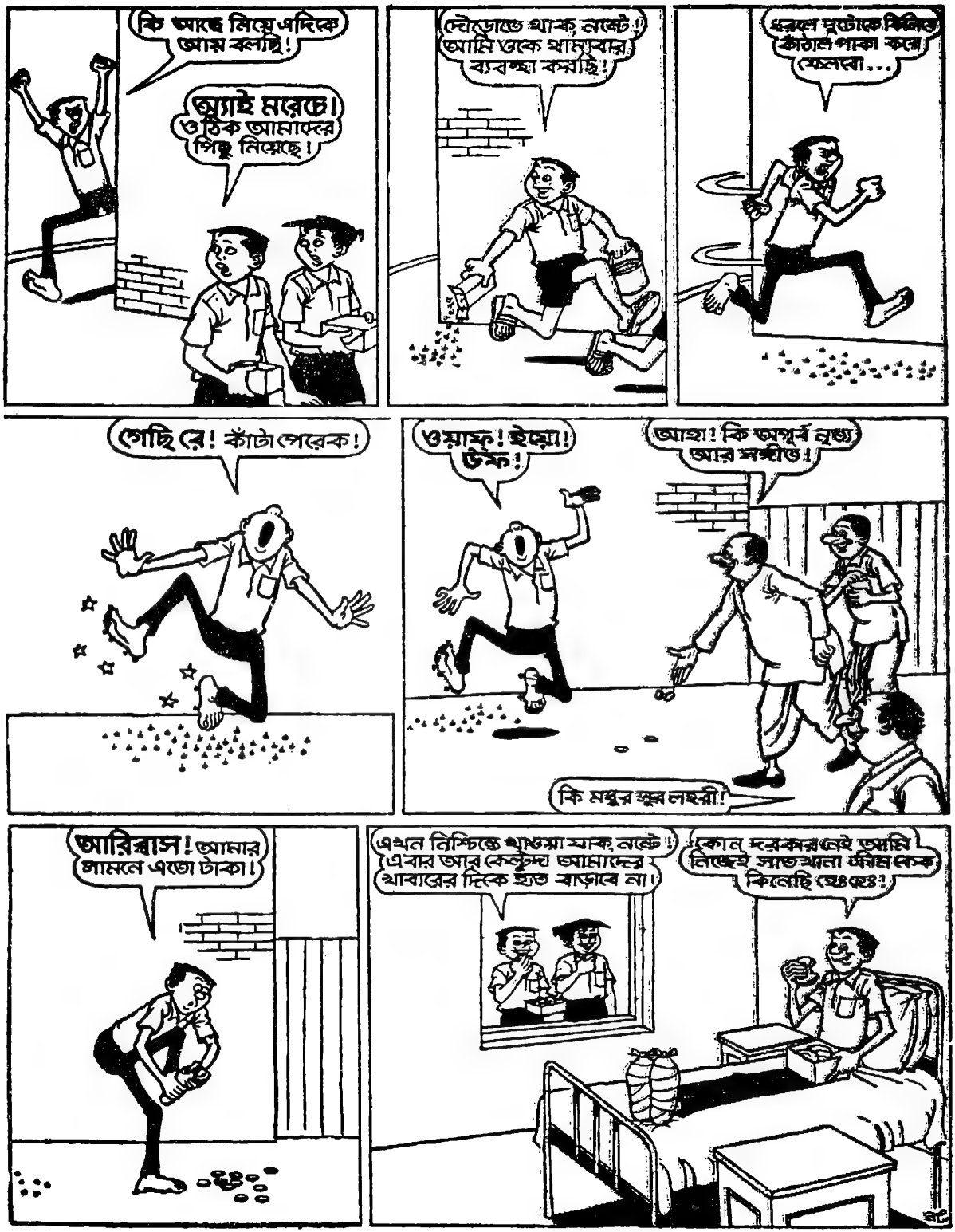
কি আছে নিয়ে এদিকে আয় বলছি!
অ্যাই মরেছে! ও ঠিক আমাদের পিছু নিয়েছে!
দৌড়োতে থাক, নন্টে! আমি ওকে থামাবার ব্যবস্থা করছি!
এবারে দুটোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকা করে ফেলবো...
গেছি রে! কাঁটা পেরেক!
ওয়াফ্! ইয়ো! উফ্!
আহা! কি অপূর্ব নৃত্য আর সঙ্গীত!
কি মধুর সুর লহরী!
আরিব্বাস! আমার সামনে এতো টাকা!
এখন নিশ্চিন্তে খাওয়া যাক, নন্টে! এবার আর কেলুদা আমাদের খাবারের দিকে হাত বাড়াবে না!
কোন দরকার নেই আমি নিজেই সাতখানা জাম কেক কিনেছি হেঃ হেঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নতুন বছরে অন্য সব স্যারদের খাওয়াবার জন্যে স্যার অনেক খাবার এনেছেন।
চলতো একবার দেখে আসি।
আসুন, আসুন, ভদ্রমহোদয়গণ!
কত খাবার রে, মাইরি!
এই তালে এখান থেকে কিছু মাল সরিয়ে ফেলি।
সন্দেশ
আসুন, খাওয়ার আগে আমরা বোর্ডিং ঘুরটা একটু ঘুরে দেখি!
খাসা! ওরা যখন চলে যাবে সেই ফাঁকে আমি কিছু মাল হাতিয়ে নেবো।
সন্দেশ থেকে শুরু করি — মরেচে! কেউ অ্যালার্ম ফিট করে রেখেছে!
পালিয়ে আয়, ফন্টে!
ক্যা অ্যাঁ অ্যাঁ!
সন্দেশ
আমি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো... ওফ্‌স!
উফ্‌!
স্যার! আপনার আনা খাবার চুরির চেষ্টার দায়ে আমি একে ধরেছি!
আ- আচ্ছা, স্যার!
বেশ করেছিস, কেল্টু! ফন্টে ১,০০০ লাইন লিখবি!

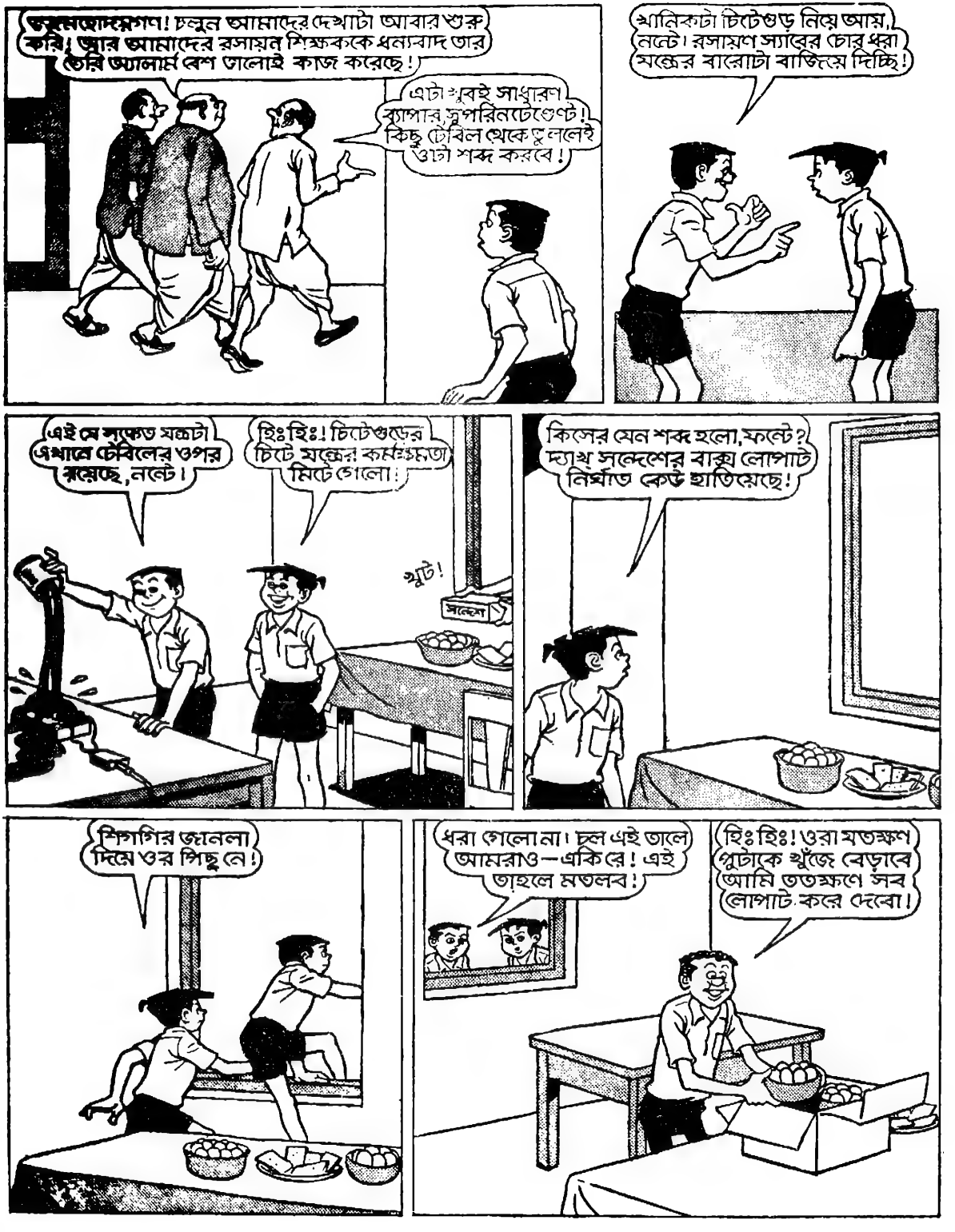
তরুণোদ্যোগগণ! চলুন আমাদের দেখাটা আবার শুরু করি! আর আমাদের রসায়ন শিক্ষককে ধন্যবাদ তার তৈরি অ্যালার্ম বেশ ভালোই কাজ করেছে!
এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার, সুপরিনটেণ্ডেণ্ট! কিছু টেবিল থেকে তুললেই ওটা শব্দ করবে!
খানিকটা চিটেগুড় নিয়ে আয়, নন্টে। রসায়ণ স্যারের চোর ধরা যন্ত্রের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছি!
এই যে সংকেত যন্ত্রটা এখানে টেবিলের ওপর রয়েছে, নন্টে।
হিঃ হিঃ! চিটেগুড়ের চিটে যন্ত্রের কার্যক্ষমতা মিটে গেলো!
খুট!
সন্দেশ
কিসের যেন শব্দ হলো, ফন্টে? দ্যাখ সন্দেশের বাক্স লোপাট নির্ঘাত কেউ হাতিয়েছে!
শিগগির জানলা দিয়ে ওর পিছু নে!
ধরা গেলো না। চল এই তালে আমরাও—একি রে! এই তাহলে মতলব!
হিঃ হিঃ! ওরা যতক্ষণ পুটাকে খুঁজে বেড়াবে আমি ততক্ষণে সব লোপাট করে দেবো!

সাবধানে পুটা! এটা খাবারে ভর্তি! জায়গা মতো লুকিয়ে রাখবি।
ঠিক আছে, কেল্টুদা।
তুই আবার মাথায় এই টুপি লাগিয়ে ঘুরছিস কেন রে, কেষ্টু? হাঃ হাঃ!
একি! তোর টুপির তলায় চপ এলো কি করে?
হতচ্ছাড়া! কোথায় নজর রাখবি তা নয় তুই নিজেই খাবার সাবাড় করার তালে আছিস? যা ১০০০ লাইন লিখে আমায় দেখাবি।
তুই গিয়ে পুটার কাছ থেকে খাবারের বাক্সটা কেড়ে নে, আমি এদিকে কেল্টো আর ওর লেখার দিকে নজর রাখি!
ঠিক আছে, ফন্টে!
?
শিগগির এটা দিয়ে দে, পুটা!
কেল্টুদা! খাবারের বাক্স ছিনতাই করে নিলো!

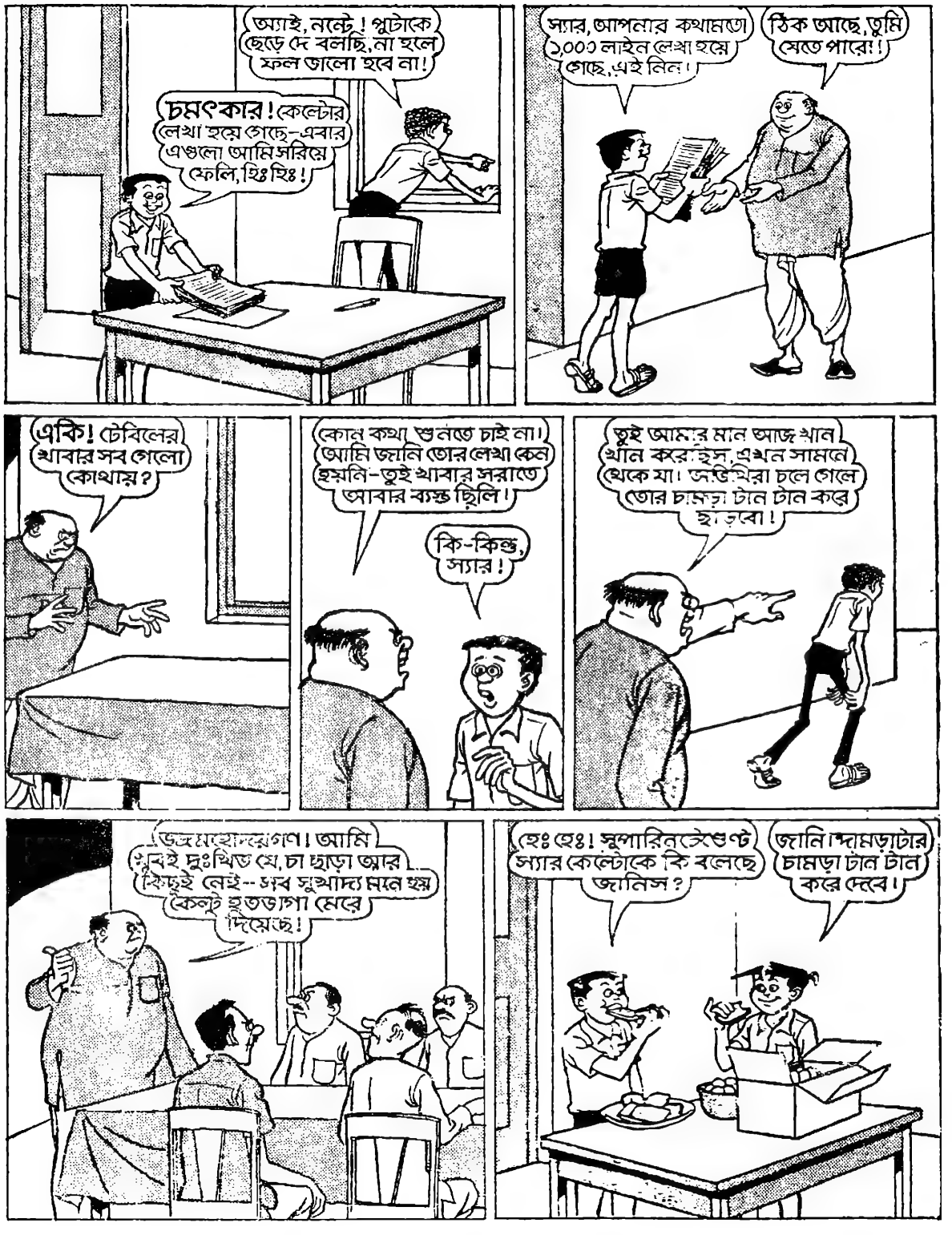
অ্যাই, নন্টে! পুটাকে ছেড়ে দে বলছি, না হলে ফল ভালো হবে না!
চমৎকার! কেল্টোর লেখা হয়ে গেছে—এবার এগুলো আমি সরিয়ে ফেলি, হিঃ হিঃ!
স্যার, আপনার কথামতো ১,০০০ লাইন লেখা হয়ে গেছে, এই নিন।
ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো!
একি! টেবিলের খাবার সব গেলো কোথায়?
কোন কথা শুনতে চাই না। আমি জানি তোর লেখা কেন হয়নি—তুই খাবার সরাতে আবার ব্যস্ত ছিলি!
কি-কিন্তু, স্যার!
তুই আমার মান আজ খান খান করেছিস, এখন সামনে থেকে যা। অতিথিরা চলে গেলে তোর চামড়া টান টান করে ছাড়বো!
ভদ্রমহোদয়গণ! আমি খুবই দুঃখিত যে, চা ছাড়া আর কিছুই নেই—সব সুখাদ্য মনে হয় কেল্টু হতভাগা মেরে দিয়েছে!
হেঃ হেঃ! সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার কেল্টোকে কি বলেছে জানিস?
জানি। চামড়াটার চামড়া টান টান করে দেবে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নতুন বছরে খাওয়ার জন্যে আমি একটা ভালো সাইজের কেক কিনেছি। উলস্! খেতে শুরু করি।
?
এ-একি! আমার কেক!
ওটা নিয়ে এখানে ফিরে আয় বলছি!
হেঃ হেঃ! এবার আমরা কেল্টোর কেকই হাতিয়ে নিয়েছি!
গরর! শুধু ওদের হাতে পাওয়ার অপেক্ষা!
আমার কেক আমাকে ফিরিয়ে দে বলছি!
এতো গোলমাল কিসের?
কেল্টো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে আসছে রে, নন্টে!
আর্‌হ্!
ইরক! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!

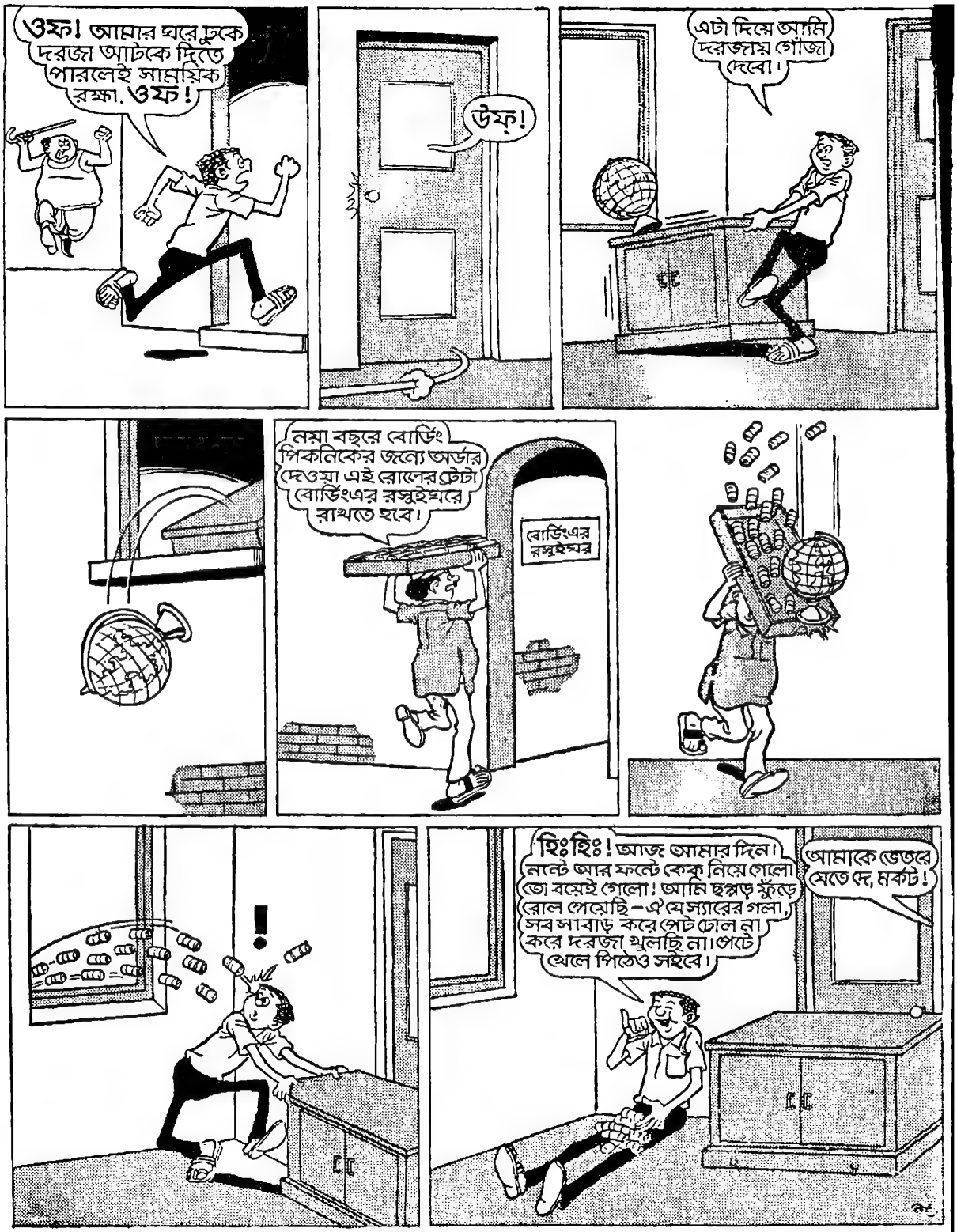
ওফ! আমার ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিতে পারলেই সাময়িক রক্ষা. ওফ!
উফ্!
এটা দিয়ে আমি দরজায় গোঁজা দেবো।
নয়া বছরে বোর্ডিং পিকনিকের জন্যে অর্ডার দেওয়া এই রোলের টেটা বোর্ডিংএর রসুইঘরে রাখতে হবে।
বোর্ডিংএর রসুইঘর
!
হিঃহিঃ! আজ আমার দিন। নন্টে আর ফন্টে কেক্ নিয়ে গেলো তো বয়েই গেলো! আমি ছপ্পড় ফুঁড়ে রোল পেয়েছি—ঐ মেস্যারের গলা, সব সাবাড় করে পেট ঢোল না করে দরজা খুলছি না। পেটে খেলে পিঠেও সইবে।
আমাকে ভেতরে যেতে দে, মর্কট!

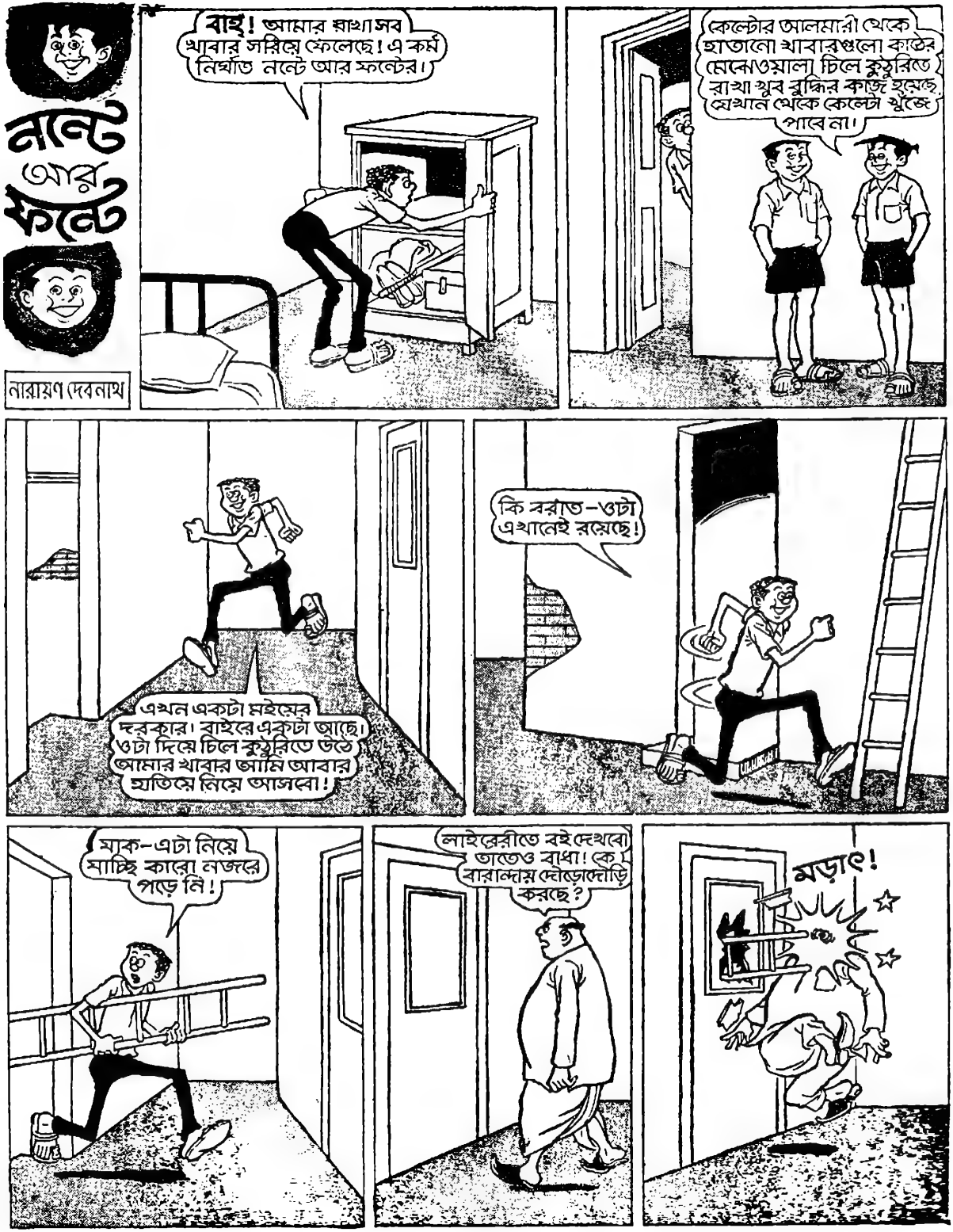
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ্! আমার রাখা সব খাবার সরিয়ে ফেলেছে! এ কর্ম নির্ঘাত নন্টে আর ফন্টের।
কেল্টোর আলমারী থেকে হাতানো খাবারগুলো কাঠের মেঝেওয়ালা চিলে কুঠুরিতে রাখা খুব বুদ্ধির কাজ হয়েছে, সেখানে থেকে কেল্টো খুঁজে পাবে না।
এখন একটা মইয়ের দরকার। বাইরে একটা আছে। ওটা দিয়ে চিলে কুঠুরিতে উঠে আমার খাবার আমি আবার হাতিয়ে নিয়ে আসবো!
কি বরাত-ওটা এখানেই রয়েছে!
ম্যাক-এটা নিয়ে যাচ্ছি কারো নজরে পড়ে নি!
লাইব্রেরীতে বই দেখবো তাতেও বাধা! কে! বারান্দায় দৌড়াদৌড়ি করছে?
মড়াৎ!

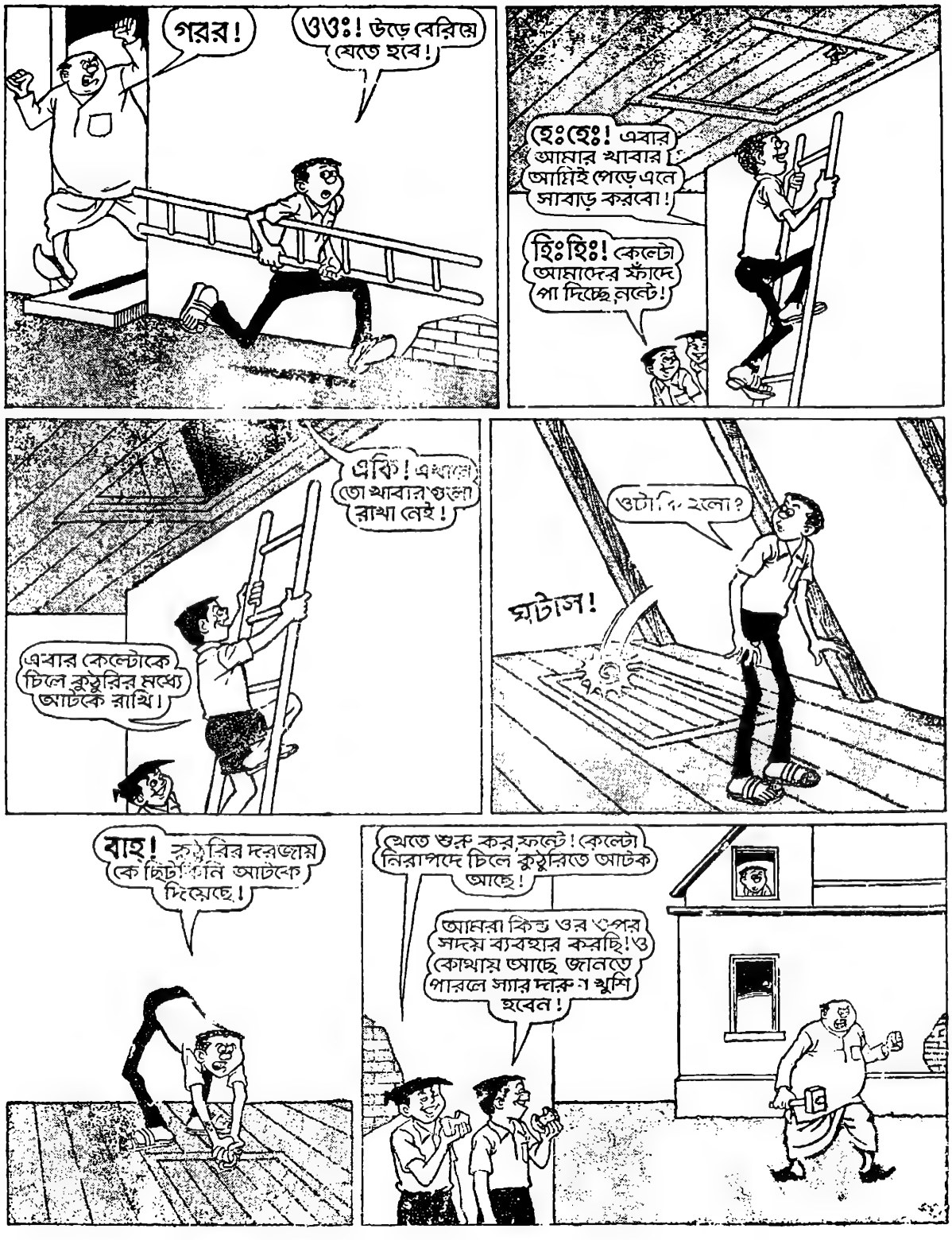
গররর!
ওওঃ! উড়ে বেরিয়ে যেতে হবে!
হেঃহেঃ! এবার আমার খাবার আমিই পেড়ে এনে সাবাড় করবো!
হিঃহিঃ! কেল্টো আমাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে নন্টে!
একি! এখানে তো খাবার গুলো রাখা নেই!
এবার কেল্টোকে ঢিলে কুঠুরির মধ্যে আটকে রাখি!
ওটা কি হলো?
ঘটাস!
বাহ! কুঠুরির দরজায় কে ছিটকিনি আটকে দিয়েছে!
খেতে শুরু কর ফন্টে! কেল্টো নিরাপদে ঢিলে কুঠুরিতে আটক আছে!
আমরা কিন্তু ওর ওপর সদয় ব্যবহার করছি! ও কোথায় আছে জানতে পারলে স্যার দারুণ খুশি হবেন!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আজ ডোজন ঠিক ওজন মাফিক হয়নি, তাই আমি আমার এই পয়া ছড়িটা সঙ্গে নি, এটা বহুত কাজে লাগে, আর এটা আমাকে খানার ব্যাপারে কিছু টানার ব্যবস্থা করতে পারে!
আমি ওই কেকগুলো নেবো, ফন্টে!
এদিকে আবার নন্টে আসছে মনে হচ্ছে সন্দেশের বাক্স নিয়ে! আমি এই ছড়ি বেঁকিয়ে তাড়াতাড়ি ওর থেকে ওটা নিয়ে নেবো, তারপর...
ছিটকে তলায় লাগলেই-ওহ্! পেয়ে গেছি!
মরেছে! কেলুদা!
কেক নিয়েছে তো ভারী বয়ে গেছে! আমি এবার চিকেন রোস্ট কিনে এনেছি খাওয়ার জন্যে।
আঃহা! আমার ছড়ি আবার কার্যকরী হবে!
কিন্তু প্রথমেই এটার ডগাটা ছুঁচালো করা দরকার!
সামান্য একটু ভলোয়ার চালনার চর্চা আর আমি চিকেন রোস্ট পেয়ে গেলাম! হেঃ হেঃ!
গরর! কেক ছেড়েছি, কিন্তু আমার চিকেন নিয়ে হতচ্ছাড়া কেলোটাকে পালাতে দেবোনা!

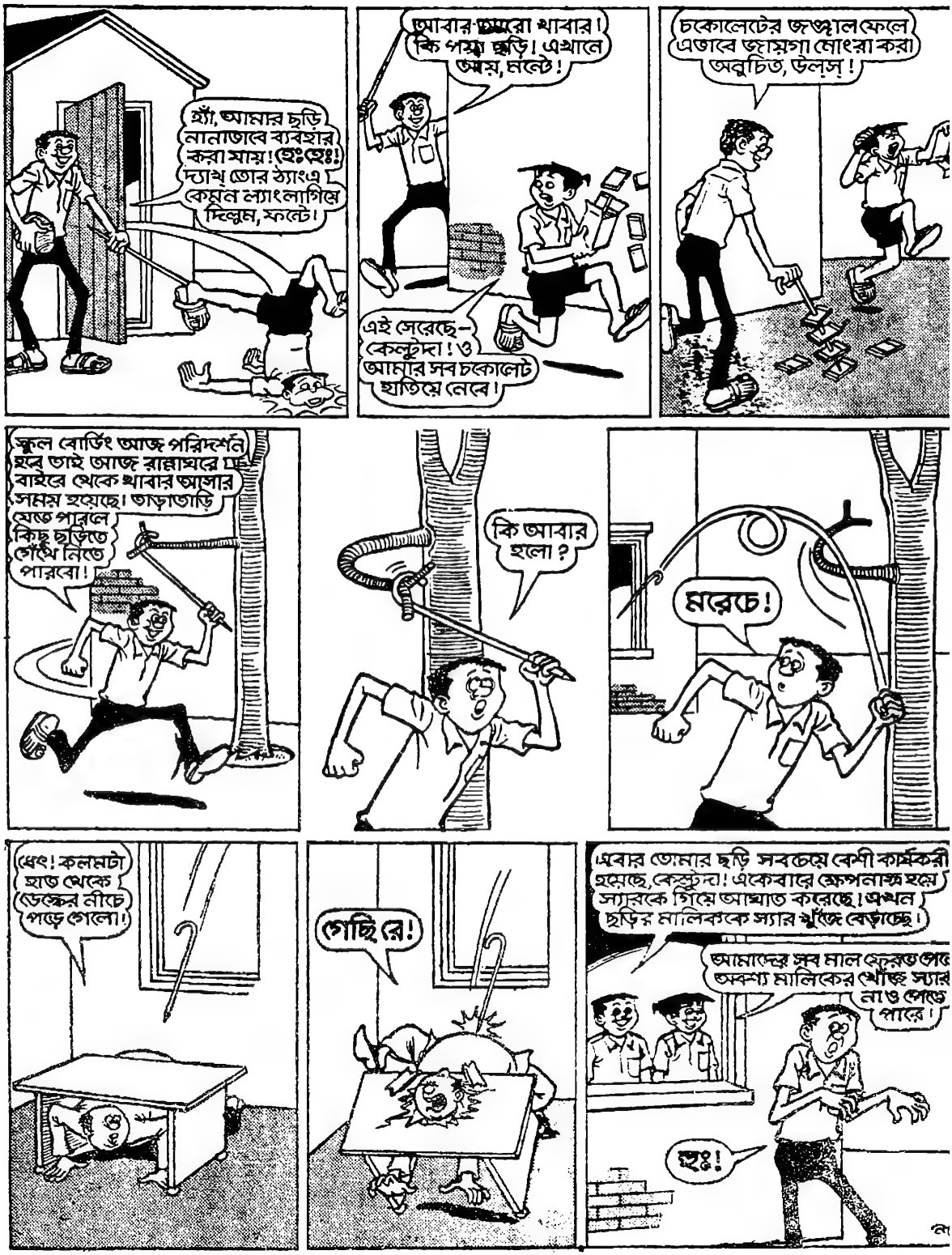
হ্যাঁ, আমার ছড়ি নানাভাবে ব্যবহার করা যায়! হেঃহেঃ! দ্যাখ্ তোর ঠ্যাংএ কেমন ল্যাং লাগিয়ে দিলুম, ফন্টে!
আবার আরো খাবার! কি পয়া ছড়ি! এখানে আয়, নন্টে!
এই সেরেছে– কেল্টুদা! ও আমার সব চকোলেট হাতিয়ে নেবে!
চকোলেটের জঞ্জাল ফেলে এভাবে জায়গা নোংরা করা অনুচিত, উলস্!
স্কুল বোর্ডিং আজ পরিদর্শন হবে তাই আজ রান্নাঘরে ঢুকে বাইরে থেকে খাবার আসার সময় হয়েছে। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে কিছু ছড়িতে গেঁথে নিতে পারবো!
কি আবার হলো?
মরেচে!
ধেৎ! কলমটা হাত থেকে ডেস্কের নীচে পড়ে গেলো।
গেছি রে!
এবার তোমার ছড়ি সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছে, কেল্টুদা! একেবারে ক্ষেপনাস্ত্র হয়ে স্যারকে গিয়ে আঘাত করেছে! এখন ছড়ির মালিককে স্যার খুঁজে বেড়াচ্ছে!
আমাদের সব মাল ফেরত পেলে অবশ্য মালিকের খোঁজ স্যার নাও পেতে পারে!
হুঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো ওরকম নাক টানছে কেন বল তো? ওর কি সর্দ্দি লেগেছে?
না—ও সব নয় ও খাবারের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে!
শুঁক! শুঁক!
শিগগির চলো ওর সব ফন্দী পণ্ড করে আমাদের সব কিছুর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি।
উলস-উলস! আমি খাবারের মিস্টি গন্ধ পাচ্ছি!
সুপারিনটিনবাবুকা থোড়া ভুখ লাগিয়েসে। ইসলিয়ে হামি বাবুর জন্যে ওমলেট বানিয়েসে।
এই আমার মওকা! ঠাকুর ব্যাটা স্যারের ঘরে থাকার মধ্যেই আমি ঘরে ঢুকে কিছু রসদ হাতিয়ে নেবো!
রান্নাঘর
ঠনাৎ!
এসব নির্ঘাত ঠাকুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নন্টে আর ফন্টে করেছে!
কেল্টু দূর হটো
বোর্ডিংএর বাগানে ওরা পোলট্রি বানিয়েছে। আমি ওখান থেকে ডিম হাতিয়ে এই প্যানে নিজেই আমার ওমলেট তৈরি করে নেবো।
দ্যাখ্! এখানেও ঘনা দিয়েছে। ভাগ্যিস আমরা নিরাপত্তার নানা ব্যবস্থা করে রেখেছি!
হেঃ হেঃ! মনে হচ্ছে এখুনি ডিম পেড়েছে!

দমাস!
হিঃহিঃ! ডিম যাতাতে গিয়ে গুঁতো খেয়ে ঝিম ধরে গেছে বোধ হচ্ছে!
ওঃ! নাকটা গেছে!
ওদিকে
এই যে আপনার চেয়ে পাওনা বিশেষ ডিমাচিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ বলে দিয়েছেন এটা খুবই সাবধানে রাখতে।
ধন্যবাদ! প্রকৃতি বিজ্ঞান ক্লাশে এটা দেখাতে হবে।
আরিব্বাস! স্যারের ডেস্কের ওপর রাখা ডিমটার কি সাইজ!
এটা দিয়ে দুর্দান্ত সাইজের একখানা ওমলেট হবে!
আরে! মনে হচ্ছে এটা যেন ফাটছে। আমার ডেস্কের মাল বেরিয়ে যাবে না!
ওরে বাবারে! এটা যে একটা কুমীরের ডিম!
হিঃহিঃ! কেল্টা এখন কিছুদিন আর খাবারের গন্ধ শুঁকতে পারবে না।
ওমলেট রেঁধে খাওয়ার বদলে কেল্টা এখন নাকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে আছে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এটি নতুন ছেলে, বোঁচা। এর বাবা একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক।
নন্টে আর ফন্টেকে শায়েস্তা করতে ও আমাকে সাহায্য করতে পারবে।
এই যে, কেল্টুদা! আমি শুনেছি দুটো ছেলে তোমাকে নাজেহাল করে। আপনার হয়ে আমি ওদের ব্যবস্থা করছি!
স্কুলের পর
তোমার সাইকেল পাম্পের মাথার ঢাকনাটা খুলে ফেলো তারপর তুমি এটা দিয়ে ছিপি ছুঁড়তে পারবে, এই ভাবে—
সত্যি, দারুণ আইডিয়া!
ঐ যে, কেল্টোর নয়া স্যাঙাত! ও নাকি আমাদের শায়েস্তা করবে। ওদের সাইকেলের চাকায় হাওয়া নেই এই তালে আমরাই ওদের শায়েস্তা করে দি!
সাইকেল ফেলে পালাতেও পারবে না।
ওরা হাঁটু গেড়ে বসে, আমরা তেড়ে গিয়ে দুজনকে ঠুসে দেবো!
হেঃ হেঃ! আমাদের ফাঁদে ওরা আসছে!
ঠিক নাকে লাগিয়েছি! কি টিপ!
ওঁফ্!
উঁফ্!
আমিও, বোঁচা! আবার ছিপি লোড করে নে!

গেছি রে!
উফ্‌স্! এখান থেকে ঝাটপট পালা, ফন্টে!
আরেকটা মতলব এসেছে। প্রথমে এই ড্রামটায় কয়েকটা ফুটো করে নিই।
ফুটো গুলোতে ছিপি এঁটে দিয়েছি। এবার এই ড্রামটাকে টেনে গাছের ওপর তুলবো।
এবার ড্রামটা জলে ভর্তি করি।
শিগগিরই
আমি চ্যালেঞ্জ করছি তোরা দুজনে আমাকে দড়ি টানা টানিতে হারাতে পারবি না।
ঠিক আছে!
হিঃহিঃ! এবার আমি ছিপিগুলো খুলে দেবো!
নন্টে আর ফন্টেকে ঠিক ড্রামের নীচে রাখতে হবে!

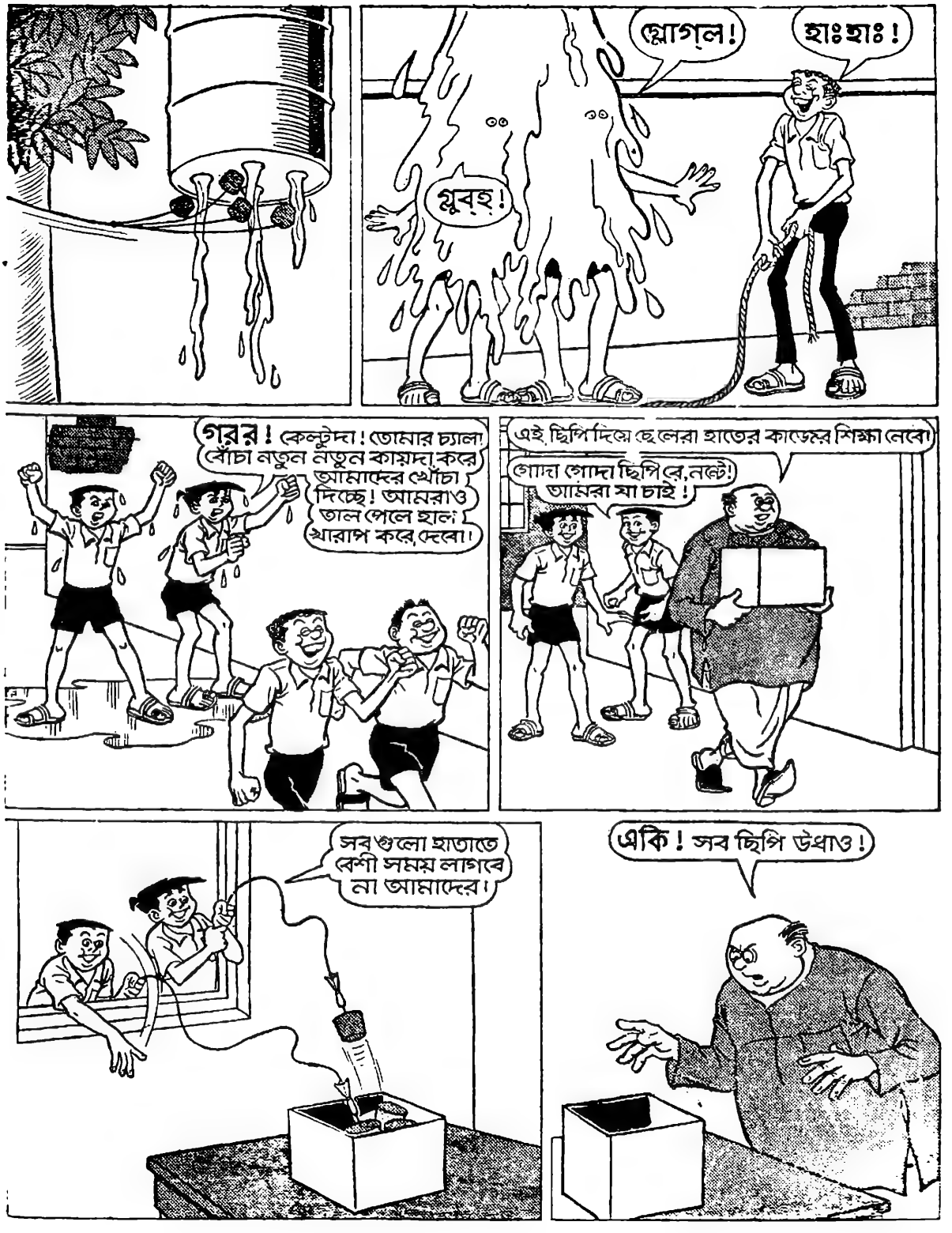
গ্লোগল!
হাঃহাঃ!
গুবহ!
গরর! কেল্টুদা! তোমার চ্যালা বোঁচা নতুন নতুন কায়দা করে আমাদের খোঁচা দিচ্ছে! আমরাও তাল পেলে হাল খারাপ করে দেবো।
এই ছিপি দিয়ে ছেলেরা হাতের কাজের শিক্ষা নেবে।
গোদা গোদা ছিপি রে, নন্টে! আমরা যা চাই!
সব গুলো হাতাতে বেশী সময় লাগবে না আমাদের।
একি! সব ছিপি উধাও!

তুই ওদের টোপ দিয়ে কাছে নিয়ে আসবি পাছে কি হবে ওরা টের পাবে।
তৈরি থাকবি আমি ওদের ঠিক নিশানায় নিয়ে আসবো।
ও একলা আছে। ওর ওপরে নিশানা প্র্যাক্‌টিস কর, বোঁচা।
ফন্টে! ওরা আসছে তুই তৈরি তো?
এবার আমাদের ছিপির গোলা যাচ্ছে!
ইকর! ছিপি, কেল্টুদা! গোদা সাইজের!
আফ্‌ক্‌!
আঁক্‌স্‌!
পেয়েছি— আমার উধাও হওয়া ছিপি! এ তাহলে তোদেরই কাজ, কেল্টু?
ন না, স্যার! আমরা কিছু করিনি।
তোরা করিস নি তো এই ছিপিগুলো তোদের কাছে উড়ে এসেছে? ঠিক আছে পরে এর ব্যবস্থা করছি। এগুলো তুলে আমার ঘরে রাখবি।

কিছু পরে
নন্টে আর ফন্টের জন্যে ল্যাবের কাছে আমাদের ইজ্জত গেলো। ওদের আর ছাড়বো না, বোঁচা!
ওরা এদিকেই এসেছে।
ফিস ফিস তোমরা এদিকে শোনো!
হাঃ! এ আবার কে র‍্যা? আমাদের ডাকে কেন?
তোমরা যে দুজনকে খুঁজছো, তারাই বোধহয় ঐ ড্রামের মধ্যে লুকিয়ে আছে!
তাই বুঝি?
চমৎকার! এবার ওদের শায়েস্তা করার একটা দারুণ মতলব এসেছে, কেল্টুদা! আপনার কাছে মজার হরেক জিনিস রয়েছে দেখছি। আমি দুটো গন্ধবোমা কিনতে চাই!
হঃ হঃ! খুব ভালো। এই নাও!
আমি একটায় ফেলটি আর তুমি একটায় ফেলো, কেল্টুদা!
ফেলেছি, বোঁচা!
ওয়াক! ড্রাম থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি!
উফ! কি দুর্গন্ধ রে, মাইরি!
পরে
(ফিসফিসিয়ে) এদিকে শোনো!

এখন তাকিও না, কিন্তু ঐ ছেলেদুটো ঐ গাছে উঠে আছে! তোমরা নীচে গেলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে!
বটে, পড়াচ্ছি ঝাঁপিয়ে!
এবার তাহলে দু'প্যাকেট চুলকানি চূর্ণ দিন। ওরা আমাদের ছাড়াই এবার গাছ থেকে ঝাঁপাবে।
কি বরাত রে, বোঁচা! আমাদের একজনে নজরে রাখার আর নাস্তানাবুদ করার মালের জোগানদার জুটে গেছে।
এগুলি ওদের গাছ থেকে নামালো বলে! হেঃহেঃ!
ওয়াহ্!
ইরক্!
গেছি রে! শিগগির পুকুরে ঝাঁপাবি চল!
উফ্!
হেঃ হেঃ! আপনার নজরেদারীর জন্য ধন্যবাদ, মহাশয়!
খুব শায়েস্তা করা গেছে, কেলুদা। তোমাকে আর সহজে ঘাঁটাবে না।

কেল্টো আর বাঁচাকে ঐ গলিটায় বল নিয়ে খেলতে দেখেছি–
ঠিক আছে এবার আচমকা গিয়ে মজা দেখাবো!
ছেলেদুটো এবার খেঁটে নিয়ে আসছে! ওদের সাবধান হবার সঙ্কেত দি।
পীপ!
পিপ!
ঐ শোনো আমাদের হিতৈষী বন্ধুর সঙ্কেত! তার মানে নন্টে আর ফন্টে আসছে! আমরা বেকায়দায়! চলো সরে পড়ি, কেল্টুদা!
ইস্! হতচ্ছাড়া দুটো পালালো মাইরি!
হিঃহিঃ! ফিরিওয়ালা বন্ধু আবার আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে!
আশ্চর্য! ওরা জানছে কি করে?
একটা কথা ভাবছি, ওরা আমাদের উপস্থিতি আগে ভাগে টের পাচ্ছে কি করে?
আমার মনে হচ্ছে ঐ ফিরিওয়ালাটা ওদের চর! কারণ আমরা যেখানে থেকেছি, কাছাকাছি ওকেও দেখেছি, আর ওর থেকে জিনিস নিয়ে আমাদের ওপর ব্যবহার করেছে!
এবার তাহলে চরকে দেখাচ্ছি মজা!
ওদিকে
মাকড়া দুটোকে হাত করেছি। এবার ওদের পাহারায় রেখে রাস্তার পাশের বাড়িটা থেকে মালকড়ি হাতিয়ে পুলিশ আমার খোঁজ পাবার আগেই কেটে পড়তে হবে। হেঃহেঃ!

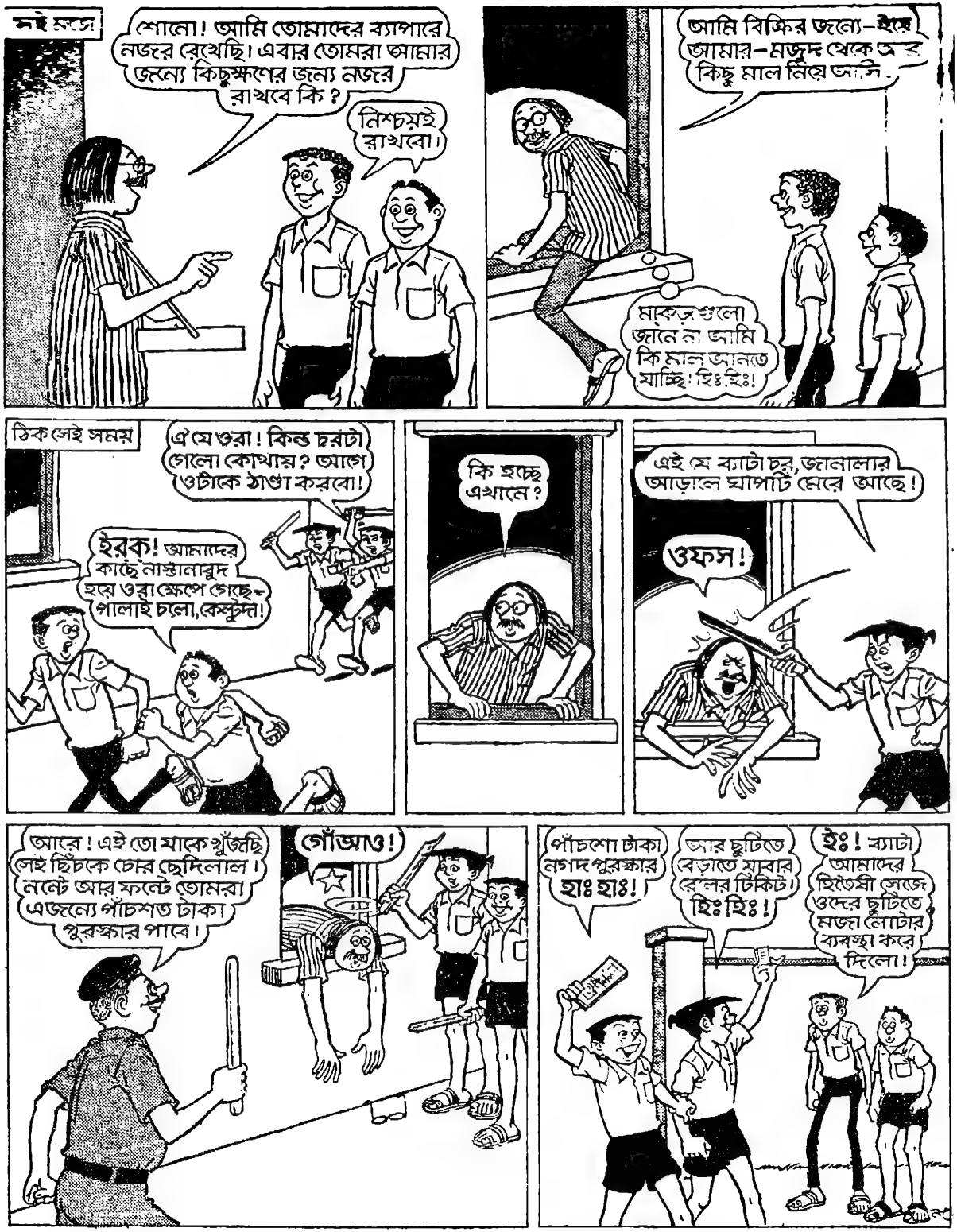
সই মজে
শোনো! আমি তোমাদের ব্যাপারে নজরে রেখেছি। এবার তোমরা আমার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য নজরে রাখবে কি?
নিশ্চয়ই রাখবো।
আমি বিক্রির জন্যে—ইয়ে আমার—মজুদ থেকে আর কিছু মাল নিয়ে আসি।
মাকড়গুলো জানে না আমি কি মাল আনতে যাচ্ছি! হিঃ হিঃ!
ঠিক সেই সময়
ঐ যে ওরা! কিন্তু চরটা গেলো কোথায়? আগে ওটাকে ঠাণ্ডা করবো!
ইরক! আমাদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে ওরা ক্ষেপে গেছে—পালাই চলো, কেল্টুদা!
কি হচ্ছে এখানে?
এই যে ব্যাটা চর, জানালার আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে!
ওফস!
আরে! এই তো যাকে খুঁজছি সেই ছিঁচকে চোর ছেদিলাল! নন্টে আর ফন্টে তোমরা এজন্যে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাবে।
গোঁআও!
পাঁচশো টাকা নগদ পুরস্কার হাঃ হাঃ!
আর ছুটিতে বেড়াতে যাবার রেলের টিকিট! হিঃ হিঃ!
ইঃ! ব্যাটা আমাদের হিতৈষী সেজে ওদের ছুটিতে মজা লোটার ব্যবস্থা করে দিলো!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
আমি ডেস্কের মধ্যে ফাঁদ পেতেছি। কেলোটা যদি খাবারের লোভে আবার হাত দেয় তো উচিত শিক্ষা পাবে।
এই যে, ফন্টে! আমারও তোকে একটা বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার আছে!
!
!
প্রথমে যা – এবং ডেস্কটা খোল্!
এই মরেচে!
গদাম!
ওঁয়াফ্!
এই হলো শিক্ষা – গুরুজনের ওপরে চালাকি ফলাতে যাবি না, ছিঃ ছিঃ!
শোধ তুলতে আমি এবার ওর ডেস্কের ভেতরে বক্সিং দস্তানা রেখে এসেছি!
এই যে, জ্যারের পার্টির ক্রীম কেক বেকারীর লোক নিয়ে এসেছে। আমি সার্ট কাটে রান্নাঘরে গিয়ে ওটা ওর কাছ থেকে বাগিয়ে নি!
তারপর তাল বুঝে ব্যাপারটা নন্টে আর ফন্টের কাঁধে চাপিয়ে দেবো!
রান্নাঘরের পিছনের দরজা

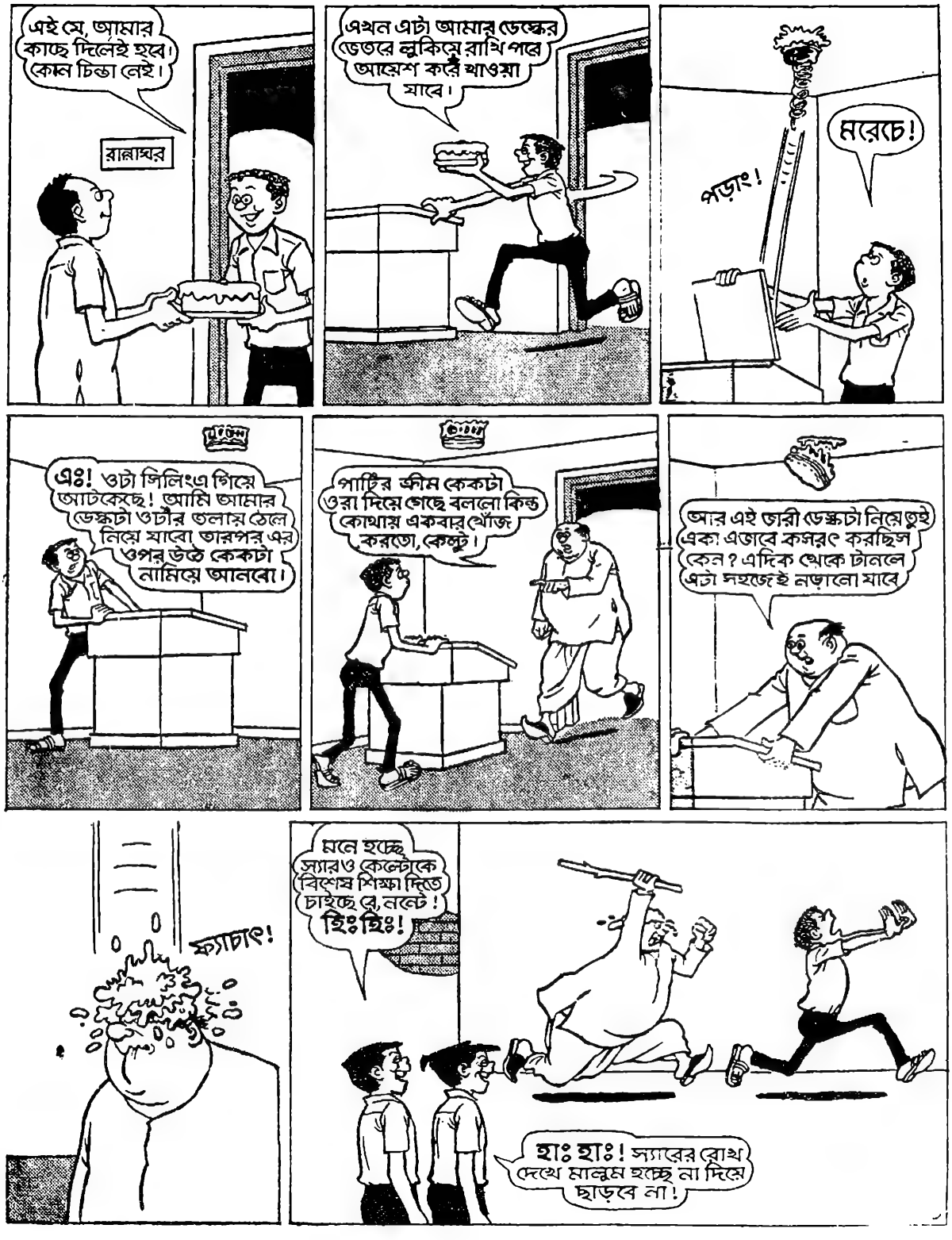
এই যে, আমার কাছে দিলেই হবে। কোন চিন্তা নেই।
রান্নাঘর
এখন এটা আমার ডেস্কের ভেতরে লুকিয়ে রাখি পরে আয়েশ করে খাওয়া যাবে।
মরেচে!
পড়াৎ!
এঃ! ওটা সিলিংএ গিয়ে আটকেছে! আমি আমার ডেস্কটা ওটার তলায় ঠেলে নিয়ে যাবো তারপর এর ওপর উঠে কেকটা নামিয়ে আনবো।
পার্টির ক্রীম কেকটা ওরা দিয়ে গেছে বললো কিন্তু কোথায় একবার খোঁজ করতো, কেল্টু।
আর এই ভারী ডেস্কটা নিয়ে তুই একা এভাবে কসরৎ করছিস কেন? এদিক থেকে টানলে এটা সহজেই নড়ানো যাবে
ফ্যাচাৎ!
মনে হচ্ছে স্যারও কেল্টোকে বিশেষ শিক্ষা দিতে চাইছে রে, নন্টে! হিঃ হিঃ!
হাঃ হাঃ! স্যারের রোখ দেখে মালুম হচ্ছে না দিয়ে ছাড়বে না!

আর

নারায়ণ দেবনাথ

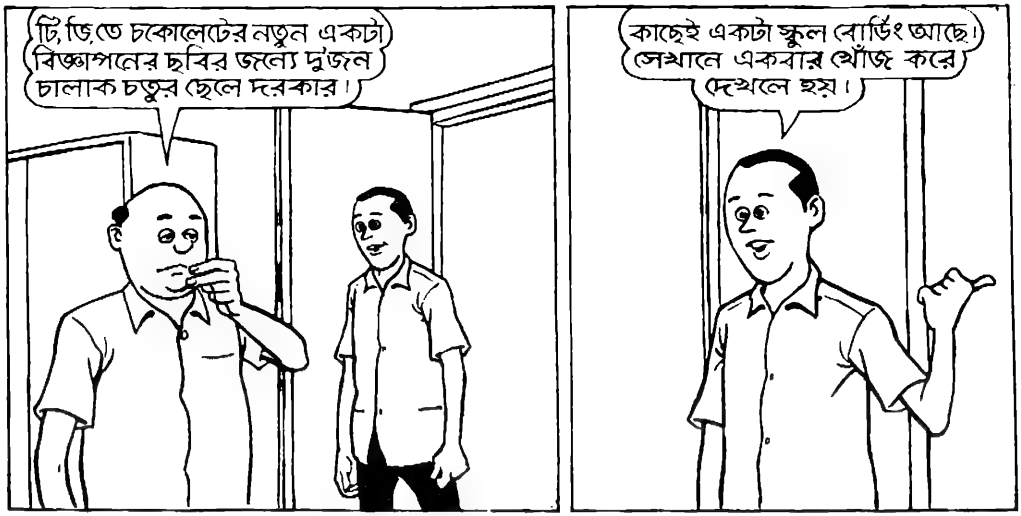
টি,ভি,তে চকোলেটের নতুন একটা বিজ্ঞাপনের ছবির জন্যে দু'জন চালাক চতুর ছেলে দরকার।
কাছেই একটা স্কুল বোর্ডিং আছে। সেখানে একবার খোঁজ করে দেখলে হয়।

আচ্ছা, তোমাদের সুপরিনটেণ্ডেণ্ট এখন ভেতরে আছেন ?
হ্যাঁ, আছেন। সোজা চলে যান।
তোমাদের নাম কি, খোকা ?
ওর নাম নন্টে আর আমার ফন্টে।

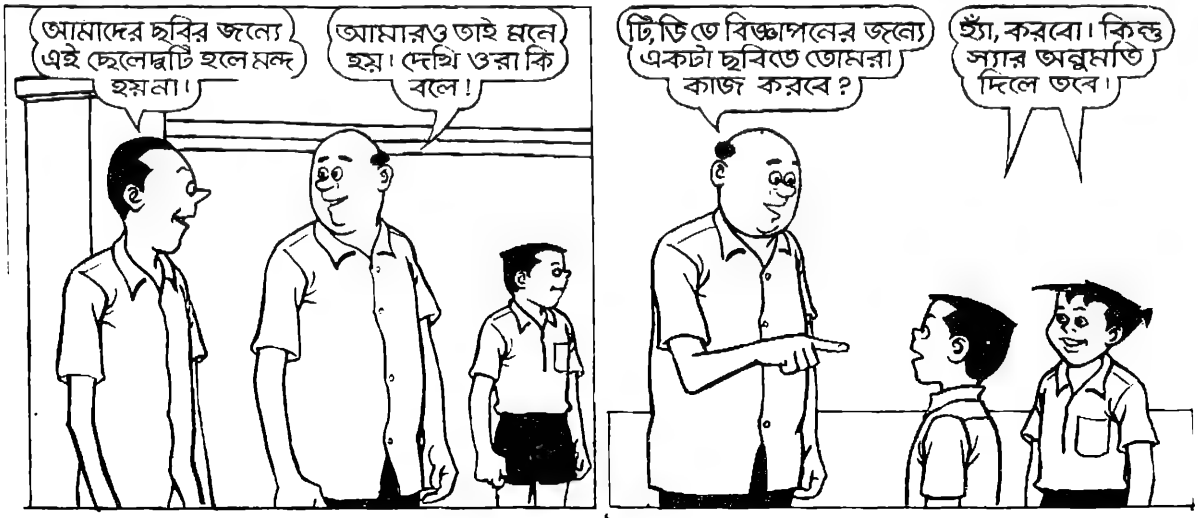
আমাদের ছবির জন্যে এই ছেলেদুটি হলে মন্দ হয়না।
আমারও তাই মনে হয়। দেখি ওরা কি বলে!
টি,ভি তে বিজ্ঞাপনের জন্যে একটা ছবিতে তোমরা কাজ করবে ?
হ্যাঁ, করবো। কিন্তু স্যার অনুমতি দিলে তবে।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে কথা বলি।
একটা চকোলেট তৈরির প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের টি.ভি ফিল্ম তোলার জন্য আপনার বোর্ডিং এর দুটি ছেলেকে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার আপনি যদি অনুমতি দেন—
কোন দুটি ছেলে? কি নাম?
আসার সময় দেখা নাম বললো নন্টে আর ফন্টে।
বুঝেছি, তা নিতে পারেন আমি অনুমতি দিলাম।
তোমাদের স্যার অনুমতি দিয়েছেন এবার আমরা কাজ শুরু করবো।
কবে থেকে শুরু হবে?
সেটা ঠিক করে তোমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে দেবো।
ছেলেদুটিকে বেশ চটপটে বলেই মনে হচ্ছে। কাজ করিয়ে নিতে পারলে ভালোই করবে।
ভাগ্যিস কেল্টো ওর চ্যালাটা এখানে নেই
যা বলেছিস। এখন এখানে থাকলেই বাগড়া দিতো।

কিন্তু দুদিন পরেই
কেল্টু যে! এসে গেছিস? জলে তোদের বাড়ির কোন ক্ষতি হয়নি তো?
না,স্যার। আমাদের ওদিকটায় কোন জল ঢোকেনি!
তুই তোর ঘরে যাওয়ার সময় নন্টে আর ফন্টেকে এই চিঠিটা দিয়ে দিস।
কিসের চিঠি, স্যার! ওদেরও বন্যার ব্যাপার নাকি?
না, একটা চকোলেট কোম্পানী টি,ভি,তে বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে একটা ফিল্ম তুলছে, তাতে ওরা দুজনে কাজ করছে। তাই ওদের যাবার জন্যে লিখেছে।
আচ্ছা দিয়ে দেবো,স্যার!
দ্যাখ, বোঁচা! দুদিন আমরা এখানে নেই, তাতেই ওরা টি,ভি,তে অ্যাক্টিংএর চান্স পেয়ে গেলো!
বলো কি, কেল্টুদা! টি,ভি,তে অ্যাক্টিং!
জেনে রাখ, বোঁচা! অ্যাক্টিং ওরা করবে না করবো আমরা, আমি আর তুই।
দারুণ,কেল্টুদা, দারুণ!
মরেচে! কেল্টুদা যে রে!
হ্যাঁ,আমি! এখানে তোদের আর যেতে হবে না। যাচ্ছি আমি। হেঃ হেঃ!

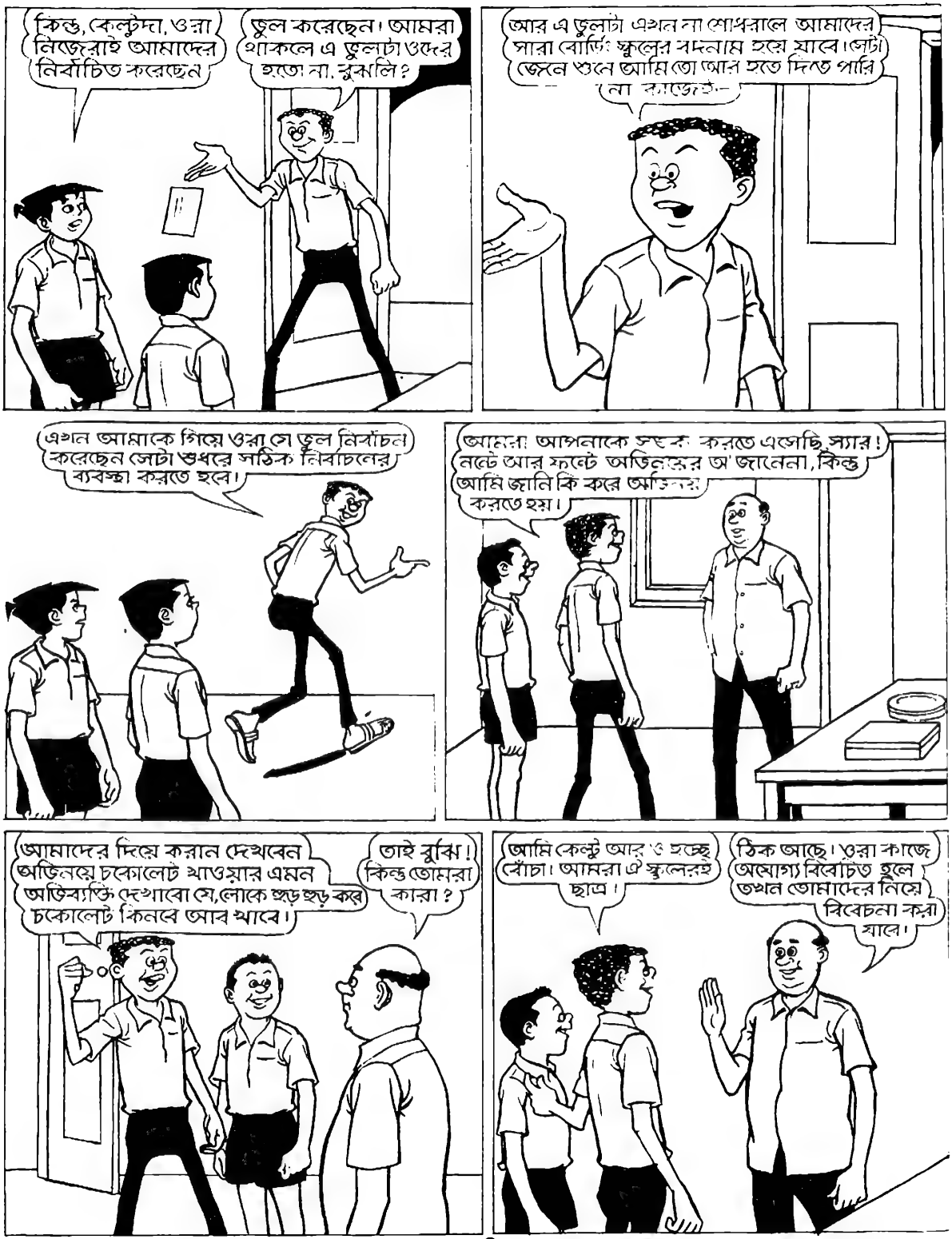
কিন্তু, কেল্টুদা, ওরা নিজেরাই আমাদের নির্বাচিত করেছেন
ভুল করেছেন। আমরা থাকলে এ ভুলটা ওদের হতো না, বুঝলি?
আর এ ভুলটা এখন না শোধরালে আমাদের সারা বোর্ডিং স্কুলের বদনাম হয়ে যাবে। সেটা জেনে শুনে আমি তো আর হতে দিতে পারি না কাজেই—
এখন আমাকে গিয়ে ওরা যে ভুল নির্বাচন করেছেন সেটা শুধরে সঠিক নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
আমরা আপনাকে সতর্ক করতে এসেছি স্যার! নন্টে আর ফন্টে অভিনয়ের অ' জানেনা, কিন্তু আমি জানি কি করে অভিনয় করতে হয়।
আমাদের দিয়ে করান দেখবেন অভিনয়ে চকোলেট খাওয়ার এমন অভিব্যক্তি দেখাবো যে, লোকে হুড় হুড় করে চকোলেট কিনবে আর খাবে।
তাই বুঝি! কিন্তু তোমরা কারা?
আমি কেল্টু আর ও হচ্ছে বোঁচা। আমরা ঐ স্কুলেরই ছাত্র।
ঠিক আছে। ওরা কাজে অযোগ্য বিবেচিত হলে তখন তোমাদের নিয়ে বিবেচনা করা যাবে।

তাহলে দেখবেন ওরা সত্যিই কাজের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
এ তুমি কি জিনিস বানাচ্ছো, কেলুদা?
এ হচ্ছে অযোগ্য বানাবার হাতিয়ার!
ছবি তোলার দিন
তোমাদের রূপসজ্জা ঠিকই আছে দেখছি। এবার কি ভাবে কি বলবে আর করবে সেটা জানিয়ে দিচ্ছি।
ঠিক আছে
হতাশ হয়ে কেলেটাটা বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে।
মনে হয়, কিন্তু তবুও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
শোনো, নন্টে আর ফন্টে! এই চকোলেট হাতে নিয়ে সংলাপ বলতে বলতে তোমরা দুজনে ঝোপের পাশ দিয়ে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবে।
আচ্ছা।
তাহলে এবার তোমরা ঝোপের ওমাথায় চলে যাও তারপর পরিষ্কার উচ্চারণে সংলাপ বলতে বলতে এগোও।
ঠিক আছে, স্যার!

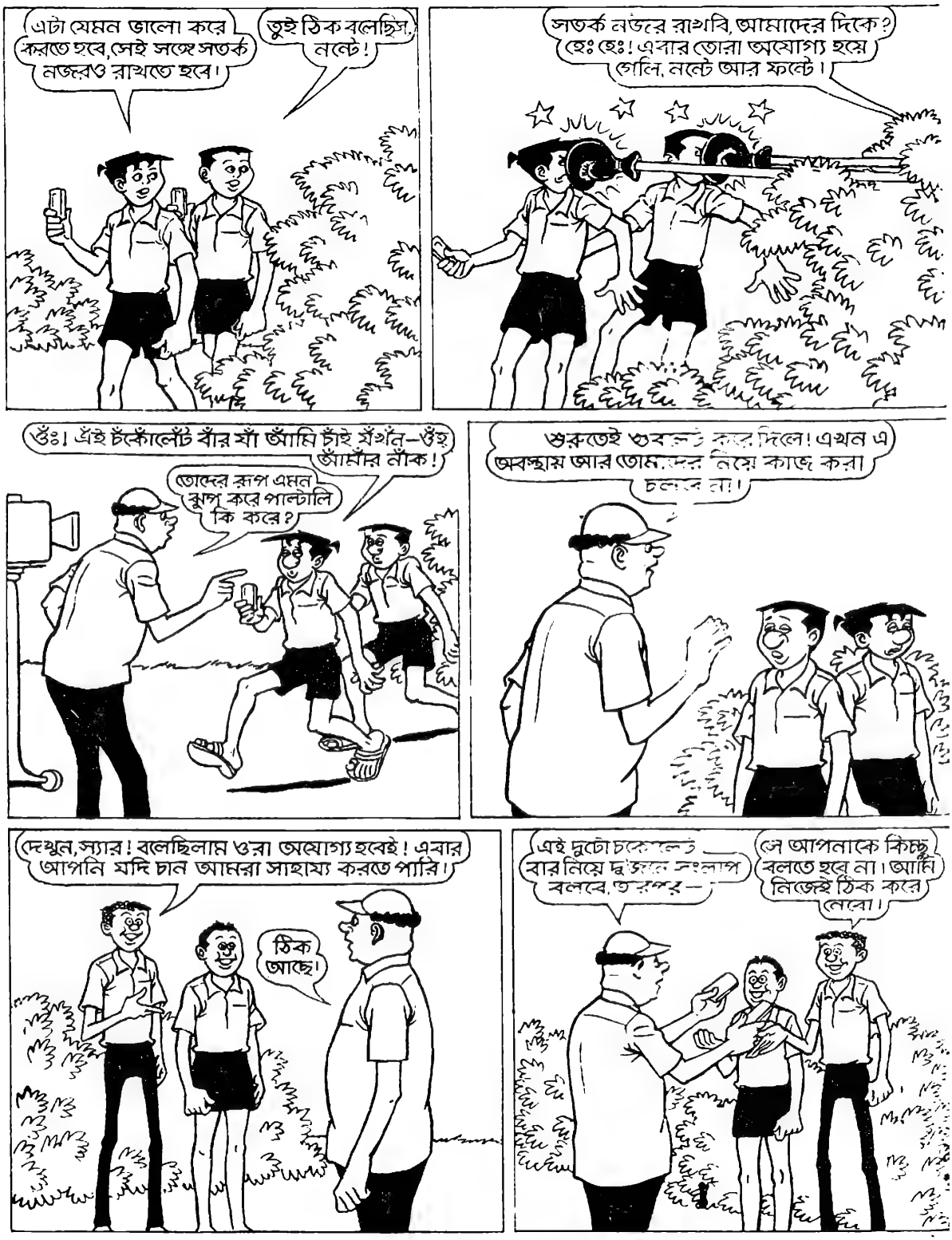
এটা যেমন ভালো করে করতে হবে, সেই সঙ্গে সতর্ক নজরও রাখতে হবে।
তুই ঠিক বলেছিস, নন্টে!
সতর্ক নজরে রাখবি, আমাদের দিকে? হেঃ হেঃ! এবার তোরা অযোগ্য হয়ে গেলি, নন্টে আর ফন্টে।
ওঃ! এই চকোলেট বার যা আমি চাই যখন—ওঃ! আমার নাক!
তোদের রূপ এমন ঝুপ করে পাল্টালি কি করে?
শুরুতেই গুবলেট করে দিলে! এখন এ অবস্থায় আর তোমাদের নিয়ে কাজ করা চলবে না!
দেখুন, স্যার! বলেছিলাম ওরা অযোগ্য হবেই! এবার আপনি যদি চান আমরা সাহায্য করতে পারি।
ঠিক আছে।
এই দুটো চকোলেট বার নিয়ে দু'জনে সংলাপ বলবে, তারপর—
সে আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি নিজেই ঠিক করে নেবো।

গে এই ঝিলের ধারে বল খেলোয়াড় হিসেবে খেলার
র এই চকোলেট কেমন লাগে, এর ওপর তোমার
একার একটা শট নেওয়া হবে।
দেখবেন কি রকম একসপ্রেশন দিই।
ফুটবল খেলে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন এপ্রতিষ্ঠানের চকোলেট বার তখন আমাকে যথেষ্ট
সবল করে আবার লাফাতে আর—
আমার গুলতি নিক্ষিপ্ত এই কাঁটা পেরেকটা প্রমাণ করবে যে, চকোলেট না খেয়েই ও দারুণ লাফাতে পারে!
একেবারে টার্গেটে।
এ রকম তো চিত্রনাট্যে ছিলো না!
দুঃখিত! কেলুদাকে ইয়ে-নি-নির্ঘাত তিমুরুলে হুল ফুটিয়েছে।
একটা শটও তোলা হলো না। তোমাদের দিয়ে হবে না।
কাজের বদলে অকাজ করে ফিল্ম নষ্ট করে তোমরা যথেষ্ট ক্ষতি করেছো। কাজেই—
ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিলো। এবার দেখবেন কি রকম প্রাণবন্ত অ্যাক্টিং!

এবার দেখা যাবে কেল্টোটা কেমন চকোলেট খেয়ে অ্যাক্টিং করে।
নূন আর লঙ্কা গুড়ো মেশানো চকোলেট যখন চাখবে, হিঃ হিঃ!
চকোলেট
স্টার্ট ক্যামেরা! টেক হচ্ছে, কথা বলা শুরু করো!
সকালে উঠেই আমার এই চকোলেট বার চাই আর যত পাই ততই খাই বেশী খেলেও অরুচি নাই।
চমৎকার! এবার দেখাও যে বারগুলি খেয়ে তোমরা কি রকম আনন্দ পাচ্ছো।
ইর্‌ক্‌!
উক্‌স্‌!
আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো!
হতভাগা চিমড়ে মর্কট! আমার পুরো ফিল্মগুলো একেবারে বরবাদ করে দিলি। এই দ্যাখ এবার আমার লক্ষ্যভেদের অ্যাক্টিং।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজোর ছুটির কয়েকদিন আগে
ডিস্কো দীওয়ানে আহা...
কোথায় বাজছে বলতো ?
কেল্টোর ঘরে বাজছে বলে মনে হচ্ছে যেন !
আহা...আহা...
সেই রকমই তো মনে হচ্ছে রে ! চল তো গিয়ে দেখি।
দীওয়ানে আহা...
গানের সঙ্গে একটা অন্যরকম শব্দও আসছে রে নন্টে !
আরিব্বাস ! টেপ চালিয়ে কেল্টুদা ডিস্কো নাচছে যে, রে !
নাচছে না হাত পা ছুড়ছে রে নন্টে !
ডিস্কো দীওয়ানে
কে র‍্যা ! কানের কাছে ড্যাজোর ড্যাজোর করে আমার মনঃসংযোগ ছিন্ন করে দিচ্ছিস !
এই যে আমরা, কেল্টুদা। গান শুনে এসে দেখি তুমি হাত পা ছুড়ছো !
কি বললি ! আমি হাত পা ছুড়ছি ? ওরে মুখ্যুরা তোরা নৃত্যকলার কি বুঝিস ? এ নাচে যতো শরীর বাঁকাবি তত উৎকর্ষতা বাড়বে। ভালো করে দ্যাখ্।

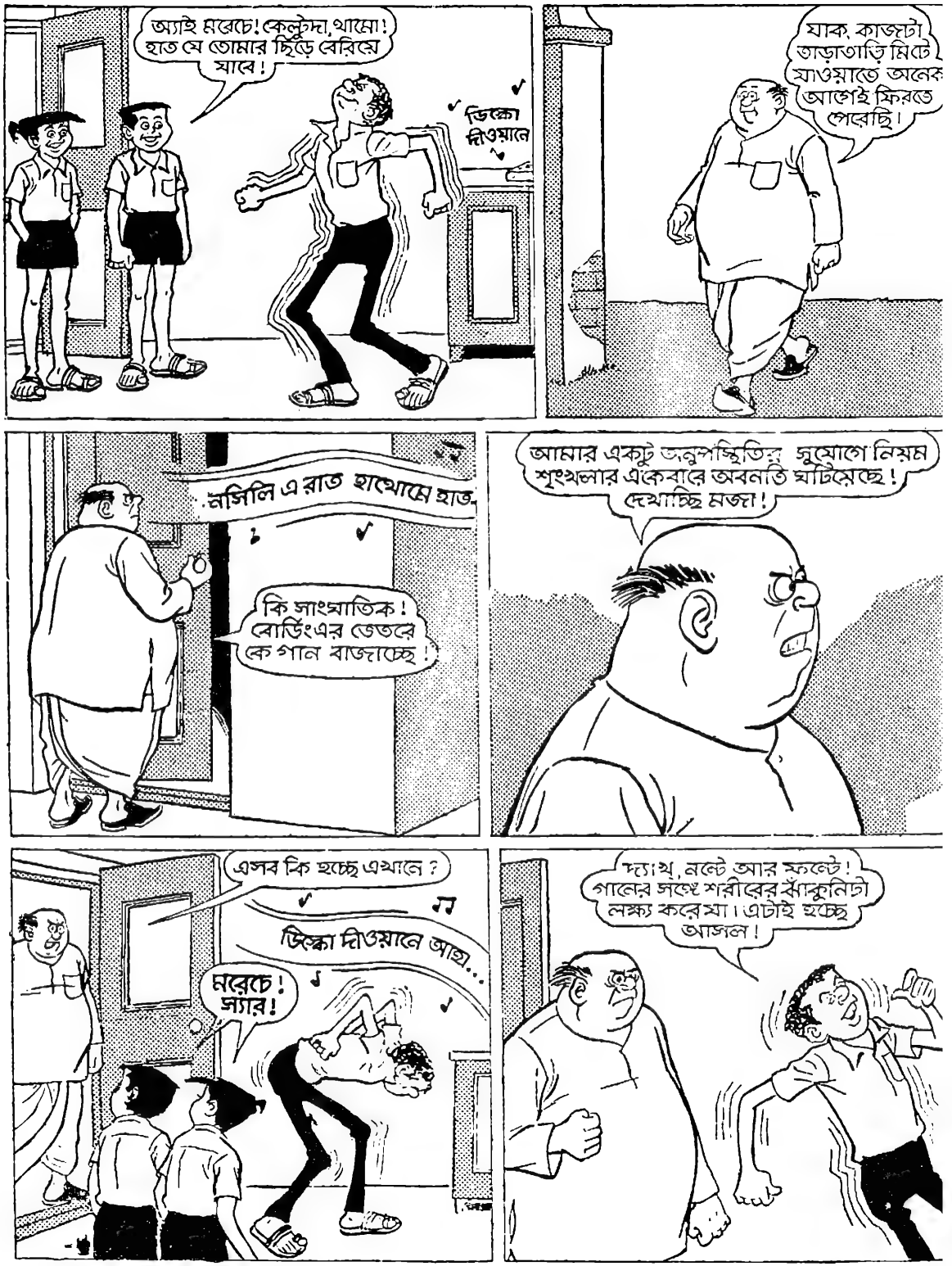
অ্যাই মরেচে! কেলুদা, থামো! হাত যে তোমার ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!
ডিস্কো দীওয়ানে
যাক, কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়াতে অনেক আগেই ফিরতে পেরেছি।
নজিলি এ রাত হাথোমে হাত
কি সাংঘাতিক! বোর্ডিংএর ভেতরে কে গান বাজাচ্ছে!
আমার একটু অনুপস্থিতির সুযোগে নিয়ম শৃংখলার একেবারে অবনতি ঘটিয়েছে! দেখাচ্ছি মজা!
এসব কি হচ্ছে এখানে?
ডিস্কো দীওয়ানে আহা...
মরেচে! স্যার!
দ্যাখ, নন্টে আর ফন্টে! গানের সঙ্গে শরীরের ঝাঁকুনিটা লক্ষ্য করেছ। এটাই হচ্ছে আসল!

এই হচ্ছে ডিস্কো ড্যান্স, বুঝলি? তোদের বলা হয়নি আমি অল ধাপা ডিস্কো প্রতিযোগিতায় নাচছি— ইরক!
ওটা'দে!
ডিস্কো দীওয়ানে
স্যার ইয়ে এটার কথা বলছেন? মানে এই টেপ রেকর্ডারটা...মানে...
তোর মানে কানে অনেক শুনেছি, ওটাই চাইছি।
এটা আমি বাজেয়াপ্ত করলুম।
ওরে বাবা, সর্বনাশ হয়ে গেলো!
স্যার চলে যাচ্ছেন। চল, কেলুর ঘরে গিয়ে দেখি কি হলো!
চল।
কি গো, কেলুদা! তোমার যে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থা। চোট-ফোট পেয়েছো নাকি?
চোট মানে মোক্ষম চোট! স্যার টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে গেছেন!

সব থেকে মুস্কিল হচ্ছে ঐ টেপ রেকর্ডারটা আমার এক বন্ধু তার চেনা এক দোকান থেকে চেয়ে এনে দিয়েছে, পরশু ফেরত দেবার কথা। দিতে না পারলে আমার যে কি অবস্থা হবে ভাবতেই পারছি না!
এক কাজ করো না, কেল্টুদা! তক্কে তক্কে থাকো। যখন স্যার একটু এদিক ওদিক যাবেন তখন টুক করে ঘরে ঢুকে ওটা নিয়ে আসবে।
না হয় স্যার যখন কসে ঘুম লাগাবে তখন চুপি চুপি গিয়ে তুলে নিয়ে চলে আসবে।
তোরা যতো ফালতু মতলব বের করছিস! নন্টের মতলব মতো হলে পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে যাবে, আর ফন্টের মতলবে করতে গেলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে তবে হবে, কাজেই ওটাও অসম্ভব! অন্য ধান্দা দ্যাখ্।
পরে
কেল্টোটা এবার খুব গাড়ায় পড়েছে, নন্টে। সব ভাতেই মাতব্বরী করা বেরিয়ে যাবে।
আমার মাথায় অন্য একটা মতলব উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে রে, ফন্টে।
কি মতলব রে নন্টে?
কেল্টোকে অদৃশ্য করার মতলব। ও বলছিলো শুধু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে আনা যায় সেই অদৃশ্যই আমরা ওকে করবো তারপর দেখবি কি দারুণ ব্যাপার হবে!
কি করে হবে রে, নন্টে?
শোন তবে— (ফিস ফিস)

সেদিন রাত্রে
বৎস! আত্মহননের কথা চিন্তা করাও পাপ!
আর কোন আশা নেই। এখন আমাকে জান দিয়েই মান বাঁচাতে হবে।
কে-কে কথা বললো?
আমি বলেছি, বৎস।
তু-তুমি-আ-আপনি কে? কি করে কোত্থেকে এই রাতে এখানে এলেন?
আমার পরিচয় জেনে কি হবে বৎস। আমি এই জানালার কাছ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তোমার কাতর হতাশব্যঞ্জক কথাই আমাকে এখানে টেনে আনলো।
কিন্তু আপনি ঘরের মধ্যে এলেন কোন পথে?
ঐ জানালা পথে, বৎস।
ঠিক আছে, তোমার কৌতুহল নিবৃত্ত করছি। শোন, বৎস। আমি সেই প্রাচীন বালখিল্য মুনিদেরই একজন। প্রয়োজন হলে আমরা সুক্ষ্ম দেহে যে কোন স্থান দিয়ে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারি। এবার বলতো বৎস, কেন তুমি আত্মহননের কথা বলছিলে?
বলছি। তার আগে আমার প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!
আরে, আরে! একি করো বৎস? দীর্ঘ জীবন লাভ করো।

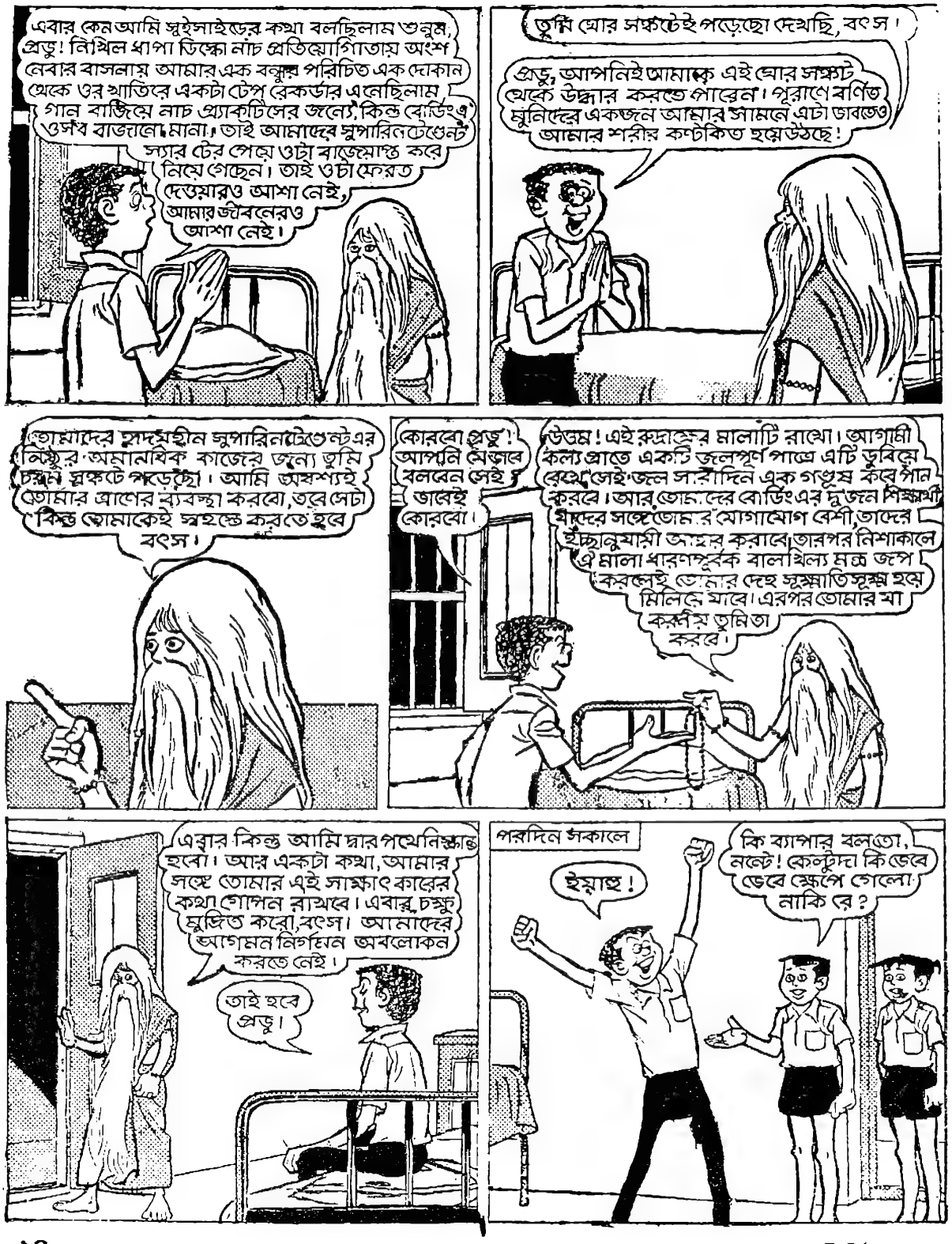
এবার কেন আমি সুইসাইডের কথা বলছিলাম শুনুন, প্রভু! নিখিল ধাপা ডিস্কো নাচ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার বাসনায় আমার এক বন্ধুর পরিচিত এক দোকান থেকে ওর খাতিরে একটা টেপ রেকর্ডার এনেছিলাম, গান বাজিয়ে নাচ প্র্যাকটিসের জন্যে, কিন্তু বোর্ডিংএ ওসব বাজানো মানা, তাই আমাদের সুপারিনটেণ্ডেন্ট স্যার টের পেয়ে ওটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছেন। তাই ওটা ফেরত দেওয়ারও আশা নেই, আমার জীবনেরও আশা নেই।
তুমি ঘোর সঙ্কটেই পড়েছো দেখছি, বৎস।
প্রভু, আপনিই আমাকে এই ঘোর সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারেন। পুরাণে বর্ণিত মুনিদের একজন আমার সামনে এটা ভাবতেও আমার শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠছে!
তোমাদের হৃদয়হীন সুপারিনটেণ্ডেন্টএর নিষ্ঠুর অমানবিক কাজের জন্যে তুমি চরম সঙ্কটে পড়েছো। আমি অবশ্যই তোমার ত্রাণের ব্যবস্থা করবো, তবে সেটা কিন্তু তোমাকেই স্বহস্তে করতে হবে বৎস।
কোরবো প্রভু! আপনি যেভাবে বলবেন সেই ভাবেই কোরবো।
উত্তম! এই রুদ্রাক্ষের মালাটি রাখো। আগামী কল্য প্রাতে একটি জলপূর্ণ পাত্রে এটি ডুবিয়ে রেখে সেই জল সারাদিন এক গণ্ডূষ করে পান করবে। আর তোমাদের বোর্ডিংএর দুজন শিক্ষার্থী যাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বেশী, তাদের ইচ্ছানুযায়ী আহার করাবে, তারপর নিশাকালে ঐ মালা ধারণপূর্বক বালখিল্য মন্ত্র জপ করলেই তোমার দেহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে মিলিয়ে যাবে। এরপর তোমার যা করণীয় তুমিতো করবে।
এবার কিন্তু আমি দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হবো। আর একটা কথা, আমার সঙ্গে তোমার এই সাক্ষাৎকারের কথা গোপন রাখবে। এবার চক্ষু মুদিত করো, বৎস। আমাদের আগমন নির্গমন অবলোকন করতে নেই।
তাই হবে প্রভু।
পরদিন সকালে
ইয়াহু!
কি ব্যাপার বলতো, নন্টে! কেল্টুদা কি ভেবে ভেবে ক্ষেপে গেলো নাকি রে?

আচ্ছা, তোদের কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল।
ফন্টে রে! কেলুদার মস্তিষ্কে নিশ্চিত লোডশেডিং হয়েছে! তাই সব এমন অসংলগ্ন সংলাপ বেরোচ্ছে।
একটু পরে
এই নে, নন্টে আর ফন্টে! তোদের জন্যে নিয়ে এলুম।
উরিব্বাস!
কি ব্যাপার বলো তো, কেলুদা? গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াচ্ছো?
খাওয়াচ্ছি কি আর অমনি! প্রাণের দায়ে খাওয়াচ্ছি। কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে সুদে আসলে তুলবো।
ও কিছু না। এমনি।
একটা দুর্দান্ত খবর শোন, নন্টে আর ফন্টে! আজ রাতে স্যারের ঘর থেকে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসবো, অবশ্যই সুক্ষ্ম দেহে! আসিস, চাক্ষুস দেখতে পাবি।
সেদিন রাত্রে সবাই শোবার পর
ঠিক সময়ে এসে গেছিস। এই শেষ গণ্ডূষ পান করে তারপর এই রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরে বালখিল্য মন্ত্র জপ, তারপর দেখবি, আমি নেই!
বালখিল্য, বালখিল্য– কি রে? আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?
আশ্চর্য! কেলুদা তুমি মিলিয়ে যাচ্ছো!
যাঃ, আর নেই!

সত্যি তোরা আর আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না!
হ্যাঁ গো, কেলুদা! শুধু তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি!
জয়, বালখিল্য! এবার তাহলে স্যারের ঘর থেকে টেপ রেকর্ডারটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি।
ফন্টে! আর একটু বাদেই বিস্ফোরণ ঘটবে!
আঃ! জলতেষ্টার জন্যে ঘুম আসছিলো না, এবার ঘুমোনো যাক — কে?
অ্যাই মরেছে! স্যার জেগে রয়েছে! থাকুক আমাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে না। দেখি কোথায় আছে টেপ রেকর্ডারটা।
অ্যাই কেল্টো! ডাকছি তাতে সাড়া না দিয়ে তুই এদিক ওদিক কি ছাড় ছাচ্ছিস? মতলবটা কী তোর?
সেকি! আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? কিন্তু আমিতো এখন সূক্ষ্ম দেহে রয়েছি!
তুই সূক্ষ্ম দেহে রয়েছিস কি রকম? এই তো তুই তোর ফ্ল্যাটে মার্কা দেহ নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে!
এইরে! মন্ত্রটা বোধহয় ঠিক মতো জপ করা হয়নি — বালখিল্য বালখিল্য বা—
কি বললি মর্কট! আমি বালখিল্য? আমার সঙ্গে মস্করা? ধরলে তোকে একেবারে সত্যিকারের সূক্ষ্ম করে ছাড়বো!
না স্যার — ইরক!
কেল্টোর মিথিল ধাপ্পা বোধহয় এখানেই চাপা পড়লো, ফন্টে!
এই চুল দাড়িতেই কেল্টো কাত।
শুধু কাত নয় একেবারে চিৎপাত!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কদিন থেকে কেল্টোর আর বোল চাল শোনা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার বলতো?
কেল্টু নাকি এখন ঘর থেকে বেরোচ্ছে না।
কেন রে? ঘরের মধ্যে করছোটা কি?
কে জানে। চল গিয়ে দেখে আসি।
একিরে, নন্টে! কেল্টো এসব কি করছে রে?
ভূত বিতাড়ণ পদ্ধতি
কে র‍্যা!
ইয়ে আমরা গো কেল্টুদা! নন্টে আর ফন্টে।
এসব নিয়ে তুমি চুপি চুপি কি করছো বলোতো কেল্টু দা!
তুমি কি তান্ত্রিকদের মতো তন্ত্রসাধনা প্র্যাকটিস করছো নাকি?
হেঃ হেঃ! ওরে মূর্খ! এ সে তন্ত্র নয়। এ হচ্ছে বদ প্রেতদের শায়েস্তা করে বিতাড়নের মন্ত্র। এ আমার এখন করায়ত। আমি এখন যে কোন বেয়াড়া প্রেতকে মন্ত্রের বেত মেরে দেশ থেকে শেষ করে দিতে পারি!

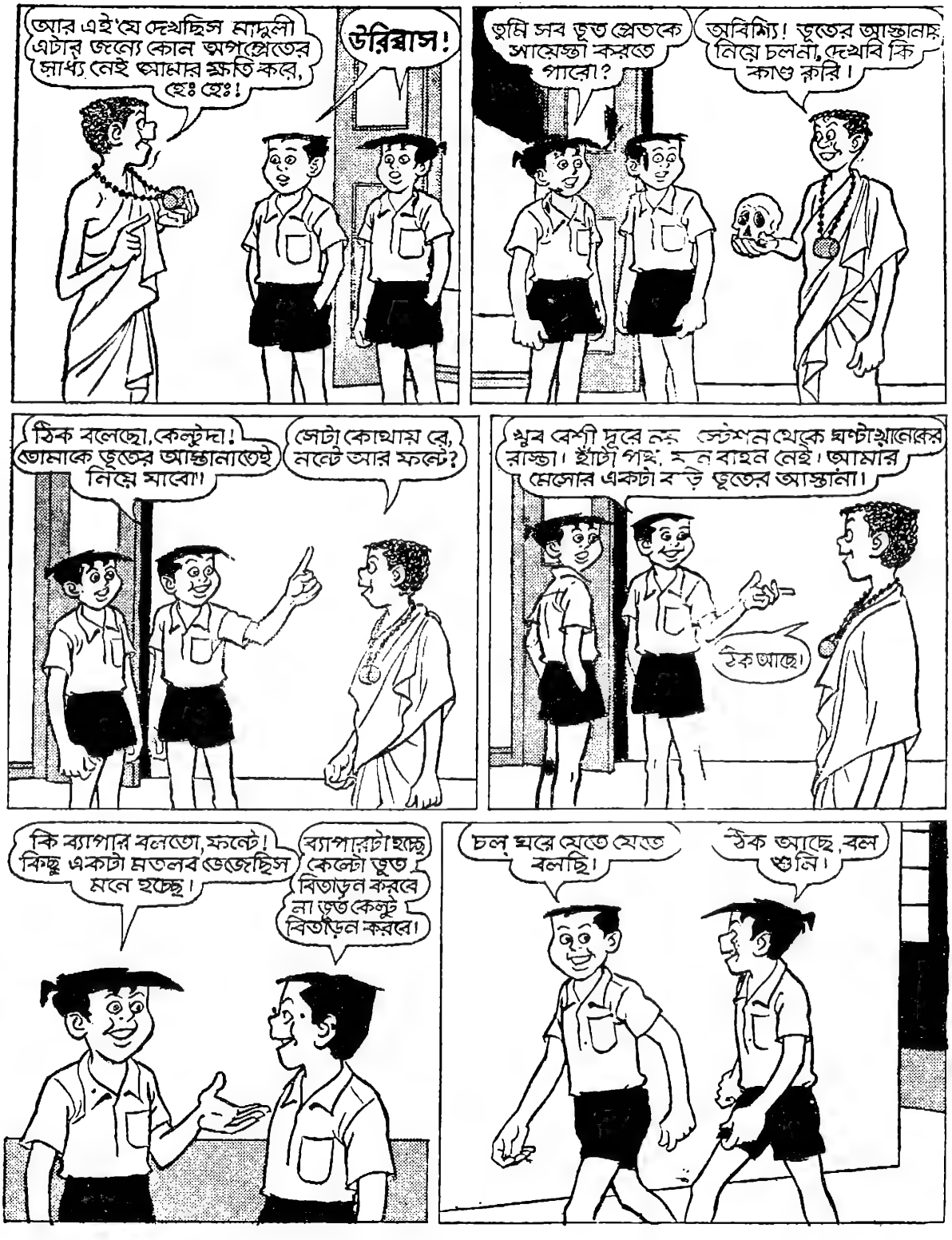
আর এই যে দেখছিস মাদুলী এটার জন্যে কোন অপপ্রেতের সাধ্য নেই আমার ক্ষতি করে, হেঃ হেঃ!
উরিব্বাস!
তুমি সব ভূত প্রেতকে সায়েস্তা করতে পারো?
অবিশ্যি! ভূতের আস্তানায় নিয়ে চলনা, দেখবি কি কাণ্ড করি।
ঠিক বলেছো, কেলুদা! তোমাকে ভূতের আস্তানাতেই নিয়ে যাবো।
সেটা কোথায় রে, নন্টে আর ফন্টে?
খুব বেশী দূরে নয় স্টেশন থেকে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। হাঁটা পথ, যান বাহন নেই। আমার মেসোর একটা বাড়ি ভূতের আস্তানা।
ঠিক আছে।
কি ব্যাপার বলতো, ফন্টে! কিছু একটা মতলব ভেজেছিস মনে হচ্ছে।
ব্যাপারটা হচ্ছে কেলো ভূত বিতাড়ন করবে না ভূত কেলু বিতাড়ন করবে।
চল, ঘরে যেতে যেতে বলছি।
ঠিক আছে, বল শুনি।

যেতে যেতে হঠাৎ
আপনাকে খুবই চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে স্যার?
আমার এক বন্ধু খুবই সমস্যায় পড়েছে, সেই জন্যে আমি একটু চিন্তায় রয়েছি।
ব্যাপারটা হচ্ছে আমার বন্ধুর গ্রামে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু সম্প্রতি ওটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে তাই ঐ বাড়ি কেউ ভাড়া নিতে চাইছে না।
ভূতের ব্যাপার? এটা আমার হাতে ছেড়ে দিন স্যার
সেকি রে, কেলু! তুই আবার ওঝাগিরি কবে শিখলি?
ইয়ে-এই স্যার একটুখানি-
বাঃ! এতো ভালোই হলো। আমার বন্ধুও একজন ওঝার কথাই বলেছিলো। একটা চিঠি লিখে দিলাম, কালই চলে যা।
ঠিক আছে স্যার। তাই হবে।
পরদিন
এযাত্রা তোর মেসোর ভূতের আস্তানায় যাওয়া হলো না, নন্টে আর ফন্টে। এখন স্যারের বন্ধুর ভূতের ডেরায় যাচ্ছি।
প্ল্যানটা ভেস্তে গেলোরে, মাইরি!
যাক গে, কি আর করা যাবে।

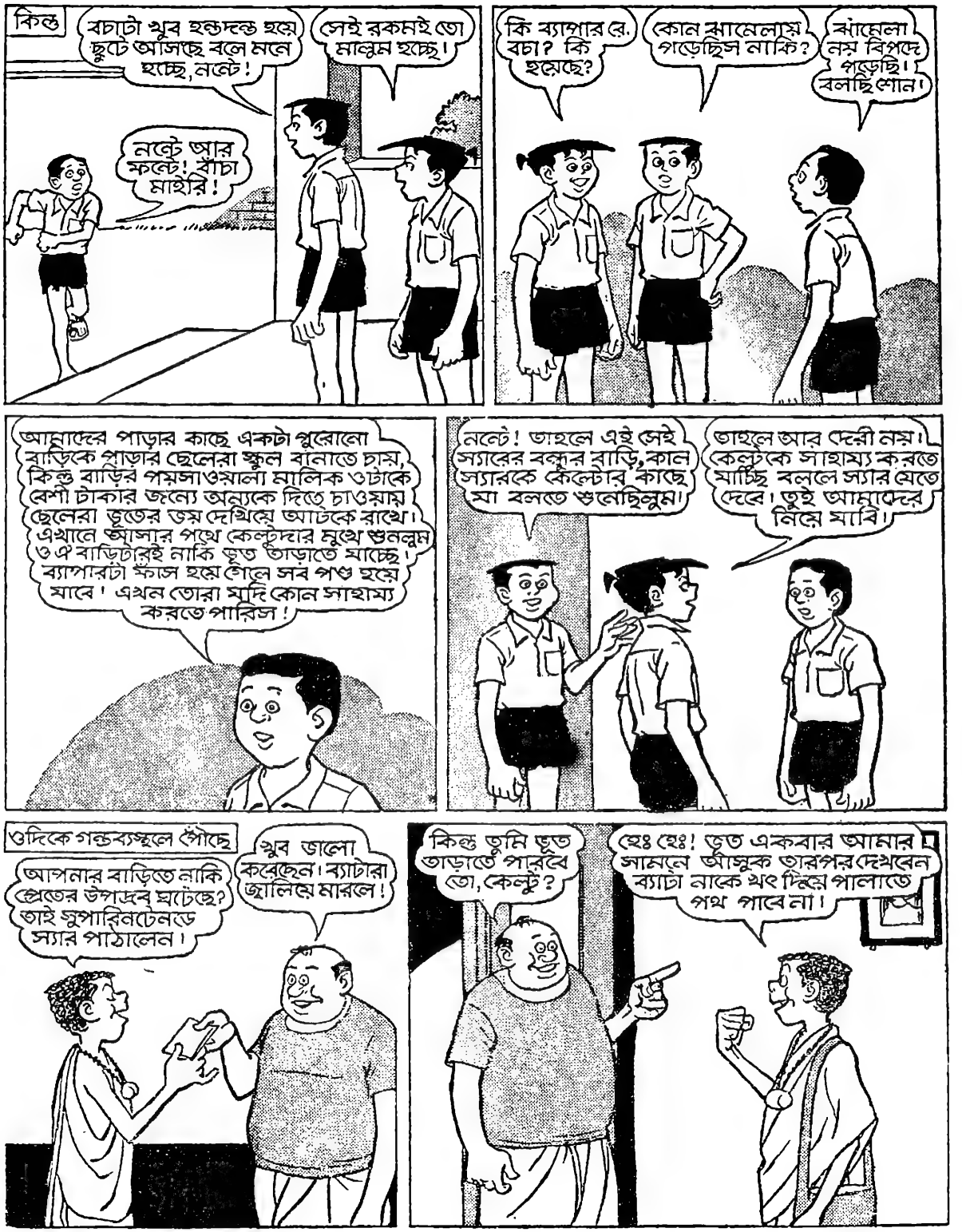
কিন্তু
বচাটা খুব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে বলে মনে হচ্ছে, নন্টে!
সেই রকমই তো মালুম হচ্ছে!
নন্টে আর ফন্টে! বাঁচা মাইরি!
কি ব্যাপার রে. বচা? কি হয়েছে?
কোন ঝামেলায় পড়েছিস নাকি?
ঝামেলা নয় বিপদে পড়েছি। বলছি শোন।
আমাদের পাড়ার কাছে একটা পুরোনো বাড়িকে পাড়ার ছেলেরা স্কুল বানাতে চায়, কিন্তু বাড়ির পয়সাওয়ালা মালিক ওটাকে বেশী টাকার জন্যে অন্যকে দিতে চাওয়ায় ছেলেরা ভূতের ভয় দেখিয়ে আটকে রাখে। এখানে আসার পথে কেল্টুদার মুখে শুনলুম ওঐ বাড়িটারই নাকি ভূত তাড়াতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে! এখন তোরা যদি কোন সাহায্য করতে পারিস!
নন্টে! তাহলে এই সেই স্যারের বন্ধুর বাড়ি, কাল স্যারকে কেল্টোর কাছে যা বলতে শুনেছিলুম।
তাহলে আর দেরী নয়। কেল্টুকে সাহায্য করতে যাচ্ছি বললে স্যার যেতে দেবে। তুই আমাদের নিয়ে যাবি।
ওদিকে গন্ধব্যস্থলে পৌঁছে
আপনার বাড়িতে নাকি প্রেতের উপদ্রব ঘটেছে? তাই সুপারিনটেনডে স্যার পাঠালেন।
খুব ভালো করেছেন। ব্যাটারা জ্বালিয়ে মারলে!
কিন্তু তুমি ভূত তাড়াতে পারবে তো, কেল্টু?
হেঃ হেঃ! ভূত একবার আমার সামনে আসুক তারপর দেখবেন ব্যাটা নাকে খৎ দিয়ে পালাতে পথ পাবে না!

এই দেখো, কেল্টু! এই বাড়িতেই ভূতে আস্তানা গেড়েছে।
ঘাবড়াবেন না! আমি ওদের আস্তানায় হানা দিলে ব্যাটারা কানা হয়ে ছুটে পালাবে।
এদিকে
নন্টে আর ফন্টে! সব তো শুনেছো, এবার স্কুলের জন্যে বাড়িটা পেতে তোমরা যদি কিছু করতে পারো।
ভূত মনে হয় এ বাড়িতে থাকবে, সুতরাং স্কুলও হবে।
তবে কেল্টো ওকার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আমাদের কিছু জিনিসের দরকার। তা আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে, বুটকেদা।
এই নাও। কি কি চাই এতে লেখা আছে।
কোন চিন্তা নেই। সব কিছু জোগাড় হয়ে যাবে।
দুদিন পর
আঃ! আজকের আহারটাও দারুণ হয়েছে। এবার যেন একটু নিদ্রার আমেজ অনুভব করছি।
কেল্টু! যার জন্যে আসা সেই ভূতের বাসা ভাঙা হবে কবে? দুদিন ধরে তো দেখছি আহারের ধুম আর নাক ডাকিয়ে ঘুম, এই চলছে।
আমি এখানে ভূত তাড়াতে এসেছি, ভূত হতে আসিনি।

বিচলিত হবার কারণ নেই। আজ রাতেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে মারণ উচাটন করে ভূত এবং তার যদি কোন পুত থেকে থাকে সবাইকে বাড়ি ছাড়া করবো
আমাকে নিয়ে কেন? আমাকেও থাকতে হবে নাকি?
অবিশ্যি! আপনার বাড়ির ভূত বা অপ-প্রেত বিতাড়নের সময় আপনাকে আমার কাছে থাকতে হবে।
সেদিন রাত্রে
চলুন, কোথায় বসা যায় ভালো করে দেখে টেখে নি।
বাড়ির মালিকের সঙ্গে কেল্টুদা ঐ বাড়িতে ঢুকলো, নন্টে আর ফন্টে!
চল, ফন্টে! কেল্টো কত জোরদার ওঝা এবার সেটা বোঝা যাবে।
ওদিকে
এবার আমি আমার কাজ শুরু করবো। আপনি বেশ সজাগ আর শক্ত থাকবেন কারণ বাড়ির মালিক হিসেবে ওনাদের রাগটা আপনার ওপরই বেশী হবে কিনা।
ঠক! ঠক!
কাজের সময় কে আবার জ্বালাতে এলো!
আপনার বাড়ি থেকে বোধহয় দরজা বন্ধ দেখে জানালায় ঠোকা দিচ্ছে

কে-ইরক! একটা বিরাট গরিলা ভূত!
এখানে গরিলা ভূত দেখছেন কোথায়? সেতো আফ্রিকাতে দেখা যাবে।
নিজের দুশ্চিন্তা ঘাটিয়ে আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। মানুষ ভূত নিয়ে আমার কাজ।
কিন্তু আমি যে জানালা খুলতেই দেখলুম।
হঠাৎ
মরেচে! লোডশেডিং হয়ে গেলো বোধহয়!
ওরে বাবা! লোডশেডিংএর আর সময় পেলো না।
বাপরে! কেল্টু! তোমার সামনে ওটা কি?
ভ-ভয় পাবেন না। আমি বিতাড়ন মন্ত্র পড়ছি- জ্বল জ্বল, থল থল, প্রজ্বল প্রজ্বল-
ঝাট্ ঝাট্!
তুমি কি আমার পিঠ চুলকে দিলে কেল্টু?
ন-নাতো। প্রজ্বল প্রজ্বল, জ্বল জ্বল, থল থল-
ঝাট্ ঝাট্!
এবার আপনি কি আমার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি সঞ্চালন করলেন?
ক্ক-কই নাতো!

হেঃ হেঃ! এসব করে কেলুচরণকে ভয় দেখানো যাবে না। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও মন্ত্রের দৌলতে বুঝতে পারছি তুই আমার পাশেই আছিস—
এই তোকে ধরেছি— এবার আগে তোকে উড়ুনি দিয়ে তোকে ভালো করে বাঁধি পরে তোর ব্যবস্থা করবো।
(গোঁ গোঁ!) ওঁরে ভূতে আমাকে মেরে ফেললে রে!
আরে, কেলুদা! তুমি এখানে ভূত বিতাড়ন করতে এসেছো?
এই যে তোরা এসেছিস! আলোও এলো। এবার স্বচক্ষে দ্যাখ্ এক অপ-প্রেতকে কি রকম বাঁধন দিয়ে রেখেছি।
কিন্তু, কেলুদা—
কোন কিন্তু নেই শুধু মন্ত্রের তেজে- ইরক্!
তাহলে ভূতে নয়, তুই আমাকে বেঁধেছিস ভেবেছিস আমি ভূত। এই তোর ওস্তাগিরি? বাঁধনটা খুলুক তোর কেরদানীর ভূত আমি ছুটিয়ে দেবো—
মর্কট: তোর মতো খ্যাটন বিশারদ উজবুকের চেয়ে ভূত অনেক ভালো। তাই ঐ বাড়িতে ভূতও থাকুক আর স্কুলও চলুক।
এখন সন্দেহ হচ্ছে, আলো গেলো কি লোডশেডিং এ না মেন সুইচ বন্ধ হয়ে!
আলো নিভিয়ে ভূতের খেলা কেমন হলো, ঝুঁটকেদা?
তাও তো সবটা প্রয়োগ করি নি।
আর তাতেই উদ্দেশ্য হাঁসিল, হাঃ হাঃ!

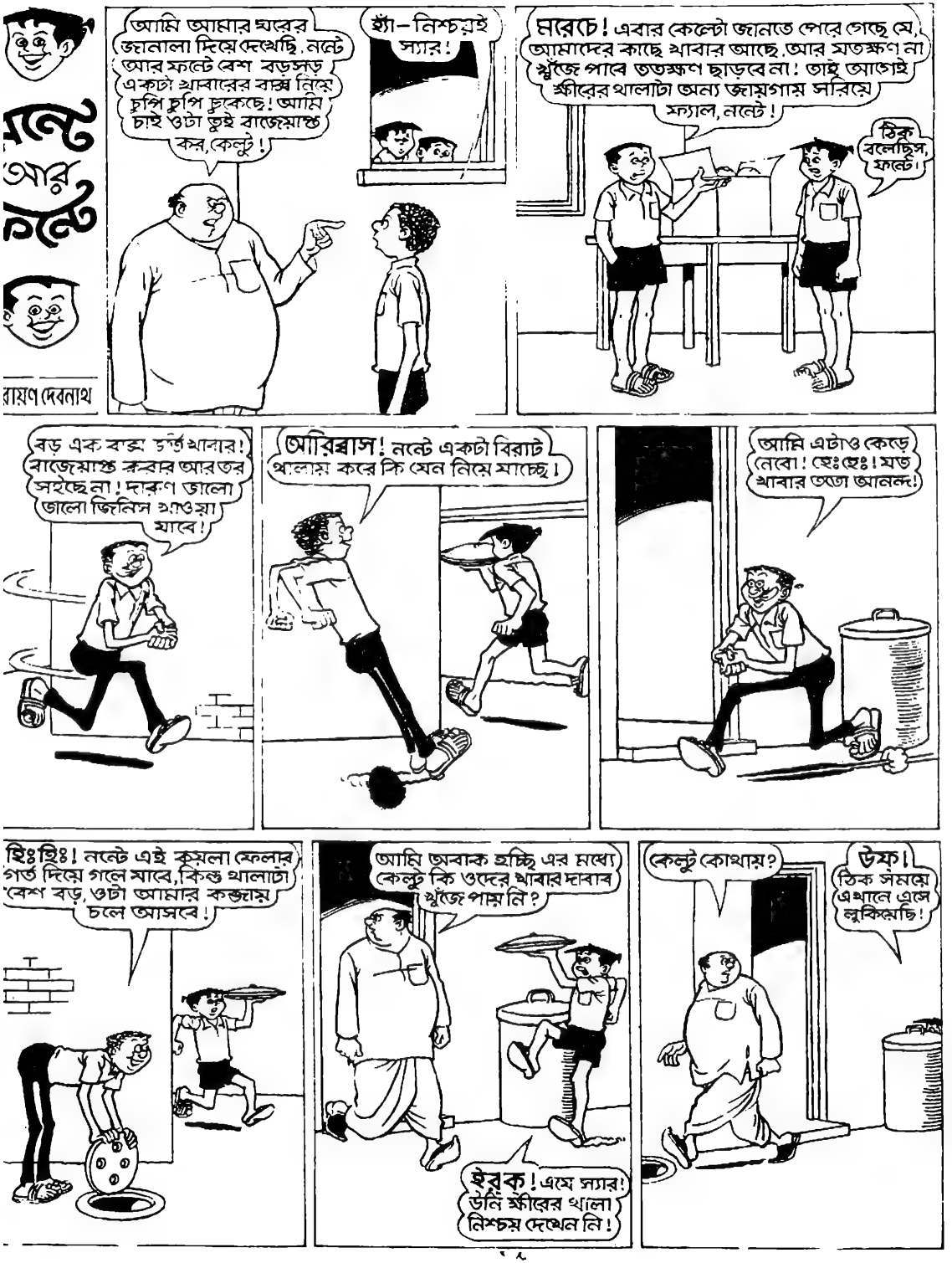
নন্টে আর ফন্টে
রায়ণ দেবনাথ
আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছি, নন্টে আর ফন্টে বেশ বড়সড় একটা খাবারের বাক্স নিয়ে চুপি চুপি ঢুকেছে! আমি চাই ওটা তুই বাজেয়াপ্ত কর, কেল্টু!
হ্যাঁ—নিশ্চয়ই স্যার!
মরেচে! এবার কেল্টো জানতে পেরে গেছে যে, আমাদের কাছে খাবার আছে, আর যতক্ষণ না খুঁজে পাবে ততক্ষণ ছাড়বে না! তাই আগেই ক্ষীরের থালাটা অন্য জায়গায় সরিয়ে ফ্যাল, নন্টে!
ঠিক বলেছিস, ফন্টে!
বড় এক বাক্স ভর্তি খাবার! বাজেয়াপ্ত করার আর তর সইছে না! দারুণ ভালো ভালো জিনিস খাওয়া যাবে!
আরিব্বাস! নন্টে একটা বিরাট থালায় করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে!
আমি এটাও কেড়ে নেবো! হেঃহেঃ! যত খাবার তত আনন্দ!
হিঃহিঃ! নন্টে এই কয়লা ফেলার গর্ত দিয়ে গলে যাবে, কিন্তু থালাটা বেশ বড়, ওটা আমার কব্জায় চলে আসবে!
আমি অবাক হচ্ছি এর মধ্যে কেল্টু কি ওদের খাবার দাবার খুঁজে পায় নি?
হুবুক! এসে স্যার! উনি ক্ষীরের থালা নিশ্চয় দেখেন নি!
কেল্টু কোথায়?
উফ্! ঠিক সময়ে এখানে এসে লুকিয়েছি!

ইর্‌ক্‌!
গেলুম রে!
ইয়ে...দুঃখিত, স্যার! কোনো বুদ্ধু নির্ঘাত কয়লাঘরের ওপরের ঢাকনাটা খুলে রেখে গেছে! আমি আপনাকে টেনে বের করবো!
আমি এঁটে গেছি রে, হতচ্ছাড়া!
ইয়ে– আমি কুঠুরীতে নেমে গিয়ে তলা থেকে ঠ্যালা মেরে আপনাকে বের করার চেষ্টা করি!
জলদি!
এই যে! আমরা এখান দিয়ে কয়লা ঢেলে বস্তা খালি করবো!
দেখতে পাচ্ছো না আমি সেঁটে রয়েছি!
কিন্তু আর বেশীক্ষণের জন্যে নয়– মারো জোয়ান–
হেঁইও!
মরেচে! স্যার কোথায়?
আগ্‌হ্‌!
খাওয়া শুরু করো সবাই, কেল্টো যখন কয়লার ময়লা তুলে সাফ হতে হতে আমাদের খাবারের বাক্সও সাফ হয়ে যাবে! হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!

আর

নারায়ণ দেবনাথ

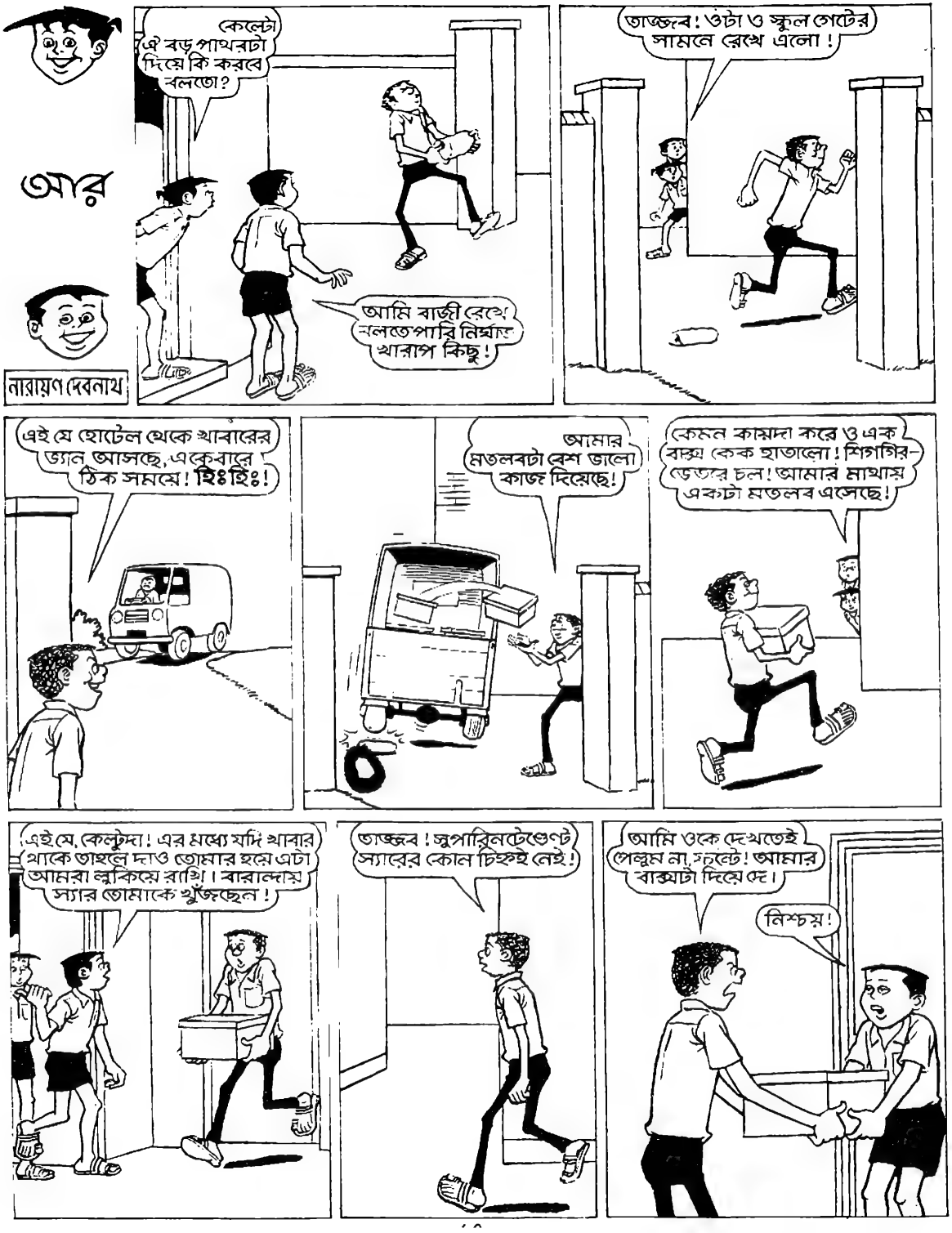
কেলটো ঐ বড় পাথরটা দিয়ে কি করবে বলতো?
আমি বাজী রেখে বলতে পারি নির্ঘাৎ খারাপ কিছু!
তাজ্জব! ওটা ও স্কুল গেটের সামনে রেখে এলো!
এই যে হোটেল থেকে খাবারের ভ্যান আসছে, একেবারে ঠিক সময়ে! হিঃহিঃ!
আমার মতলবটা বেশ ভালো কাজ দিয়েছে!
কেমন কায়দা করে ও এক বাক্স কেক হাতালো! শিগগির-ভেতরে চল! আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে!
এই যে, কেলুদা! এর মধ্যে যদি খাবার থাকে তাহলে দাও তোমার হয়ে এটা আমরা লুকিয়ে রাখি। বারান্দায় স্যার তোমাকে খুঁজছেন!
তাজ্জব! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের কোন চিহ্নই নেই!
আমি ওকে দেখতেই পেলুম না, সুতরাং! আমার বাক্সটা দিয়ে দে।
নিশ্চয়!

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার সারা স্কুলে খাবারের খোঁজ করছেন, কেল্টুদা। তুমি যদি কিছু খেতে চাও তাহলে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গা হচ্ছে চিলেকোঠার বই রাখার ঘর!
চিলে কোঠায় উঠতে অনেক লম্বা সিঁড়ি ভাঙতে হয়!
এই খাবারের বাক্সটা— —যেন একটনের মতো ওজন!
ওঃ! এসে গেছি!
এবার দেখি কি জিনিস আমি চুরিতাই করেছি!
সব স্কুল টেক্সট বই!
দুটো ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি!
এই যে, কেল্টুদা! আমাদের হয়ে ঐ ভারী বইয়ের বোঝাটা চিলে কোঠার ভাণ্ডারে রেখে আসার জন্যে ধন্যবাদ! আর এটা এই সুখাদ্য সাবাড় করার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সময় দিয়েছে! হেঃহেঃ!
জিনিসগুলো খুবই সরেস ছিলো কেল্টুদা!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

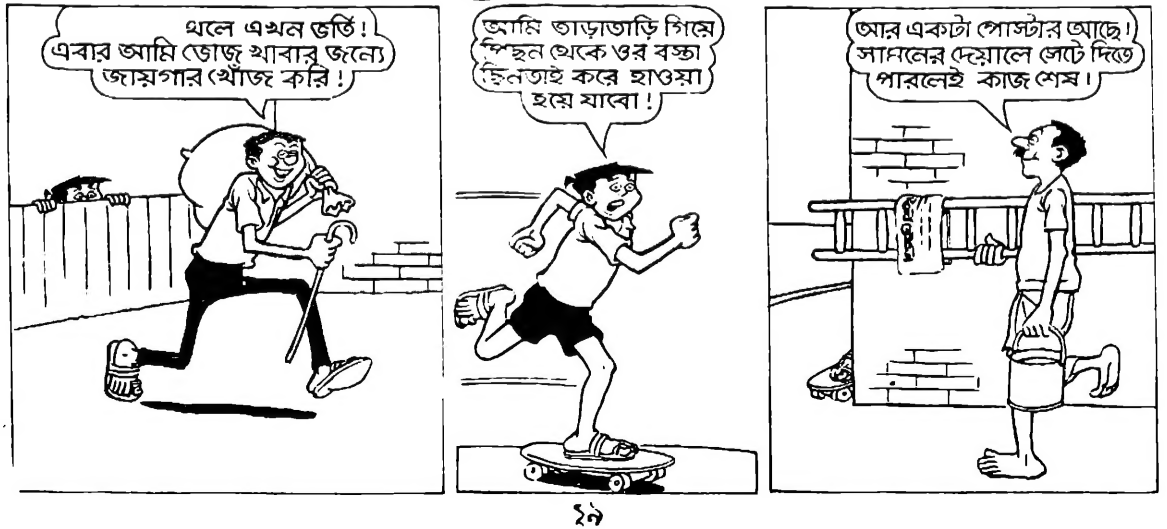

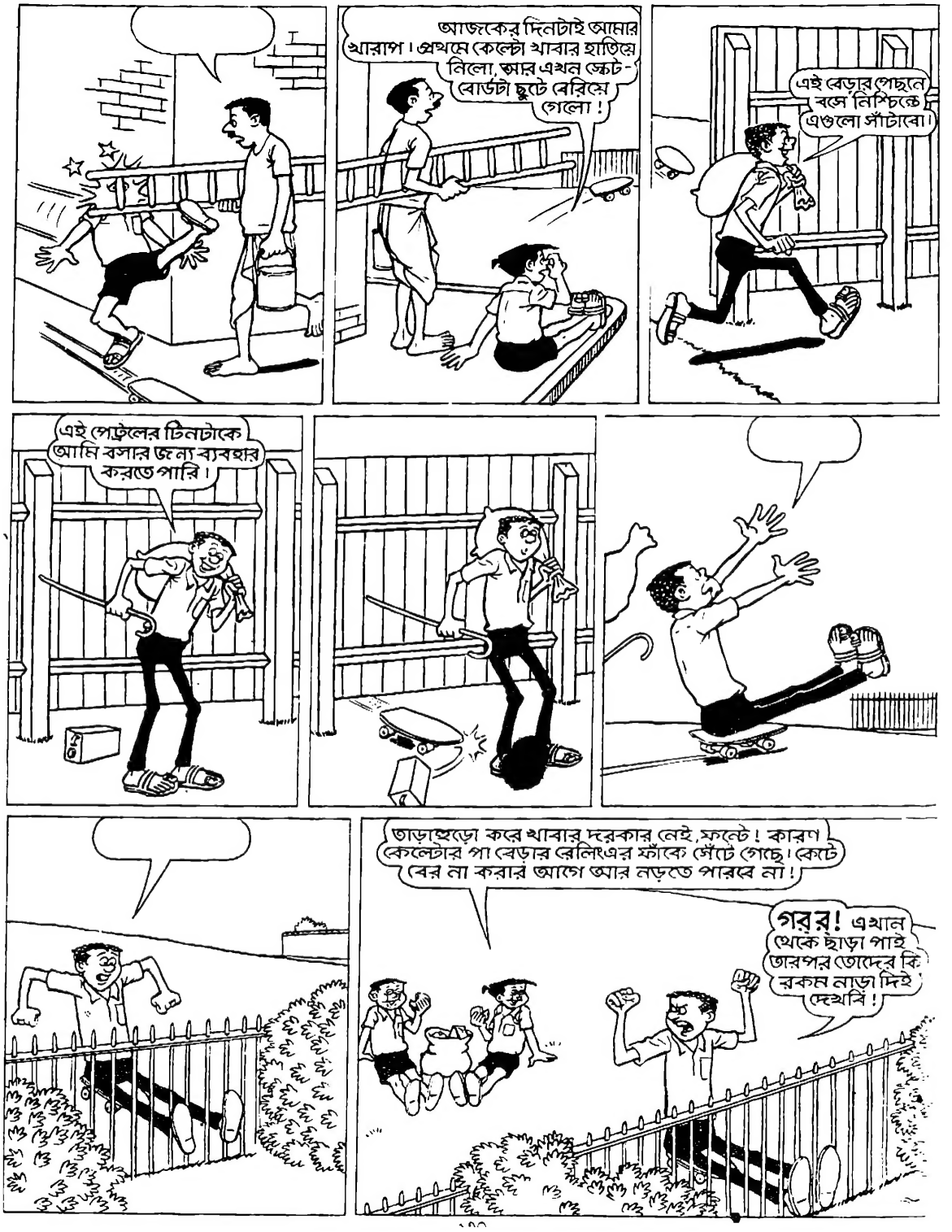
গর্র
আজকের দিনটাই আমার খারাপ। প্রথমে কেল্টো খাবার হাতিয়ে নিলো, আর এখন স্কেট-বোর্ডটা ছুটে বেরিয়ে গেলো!
এই বেড়ার পেছনে বসে নিশ্চিন্তে এগুলো সাঁটাবো।
এই পেট্রলের টিনটাকে আমি বসার জন্য ব্যবহার করতে পারি।
তাড়াহুড়ো করে খাবার দরকার নেই, ফন্টে! কারণ কেল্টোর পা বেড়ার রেলিংএর ফাঁকে সেঁটে গেছে। কেটে বের না করার আগে আর নড়তে পারবে না!
গর্র! এখান থেকে ছাড়া পাই তারপর তোদের কি রকম নাড়া দিই দেখবি!

নন্টে ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

গরর! হতচ্ছাড়ারা! এই তোরাও এটা নে!
ধেৎ! ও মাথা নীচু করে এড়িয়ে গেলো আর চোসকটা স্যারের পড়ার ঘরে ঢুকে গেলো!
এটা আবার কি...?
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার দেখে ফেলার আগেই এটা টেনে নি!
এসব কি ব্যাপার ঘটছে?
ঢকাস
ওফ্!
গরর! ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে চোট দেওয়া? এই দ্যাখ্!
স্যার আর কেল্টো দুজনেই এখন খুব ব্যস্ত। চল, খাবারের কৌটোটা নিয়ে এসে সবাই মিলে বড়দিন উৎসব করি।